মাটির ঘর

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য

রঙ্‌মহলে
প্রথমারম্ভ
৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯

দাম দেড় টাকা

দ্বিতীয় সংস্করণের

অতিরিক্ত নিবেদন

যাঁদের অনুগ্রহে আজ এক বছরের মধ্যে 'মাটির ঘরের' পুনর্মুদ্রণ প্রয়োজন হলো, বাংলা ও বাংলার বাইরের সেই সব সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও সুগভীর কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

এই এক বছরের মধ্যে যাঁরা আমাকে নাটক সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন ক'রে চিঠি দিয়েছেন, তার মধ্যে প্রধান কথা ছিল নাটকের সুর। সুর সম্বন্ধে আমার নিজের বলবার কথা এই যে প্রত্যেক সৌখীন সম্প্রদায়ের উচিত নাটকের গানগুলির সুর নিজেরাই দিয়ে নেওয়া। কেননা তাতে 'কোলকাতার মত হোল না'—এই আত্মধিক্কার থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় এবং সুরে একটা সহজ ও সুন্দর আবেদন আসে। অন্ততঃ আমার নাটকের সুর সম্বন্ধে এই আমার অভিমত। সত্যিকার গায়কের অভাব মফঃস্বলেও নেই, তাঁরা সুর দিলেই যে তা' কেষ্টবাবু, অনাদিবাবু, অনিল বাগচী অথবা অন্য কোন সুরশিল্পীর দেওয়া সুরের চাইতে খারাপ হবে, এ রকম আত্ম-অবিশ্বাসের কোন মানে হয় না।

পরিশেষে, নানাপ্রকার কাজে ব্যস্ত থাকায় 'মাটির ঘর' দ্বিতীয় সংস্করণের প্রুফগুলি আমি দেখে উঠতে পারিনি, প্রুফ দেখে দিয়েছেন আমার পরম স্নেহভাজন পরমাত্মীয় শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য (কাণ্টু) তাঁকে আমার শুভ কামনা ও আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি।

১লা আশ্বিন—১৩৪৭ শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

আজ দু'বছর পরে **তৃতীয় সংস্করণ** প্রকাশিত হবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বাঙালী, প্রবাসী বাঙালী এবং ভারতের বাইরে বাঙালী সম্প্রদায় যাঁরা এই নাটক অভিনয় করেছেন, প্রত্যেককে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

—বিধায়ক

পূর্ব্বকথা

সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ইন্দ্রজাল সম্বন্ধে যাঁদের কিছুমাত্র ধারণা নেই, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার সুরু করার আগে তাঁদের একটা ছোট্ট গল্প বলে নিই। কর্তৃপক্ষ যখন স্থির করলেন যে 'মাটির ঘর' তাঁরা ৯ই সেপ্টেম্বর মঞ্চস্থ করবেন, তখন হাতে আর মাত্র বারোদিন বাকী আছে। শিল্পী নানুবাবু এলেন, দৃশ্য পট আঁকতে হবে—কাঠ চাই। শুনলাম কাঠ আসবে শালিমার না ওই রকম কী একটা জায়গা থেকে। একদিন গেল, দুদিন গেল, তিন দিনও যায় যায়,—ম্যানেজার প্রভাত সিংহকে গিয়ে বললাম—"প্রভাতদা, নানুবাবু রাগারাগি করেছেন কাঠ কই? ৯ই খুলবে বললে যে!" প্রভাতদা গম্ভীর সুরে বললেন—"হবে"। মাসের ১লা কোলকাতার চারিদিকে প্রাচীর-পত্র পড়লো, কিন্তু কাঠের দেখা নেই। ২রা তারিখ কিছু কাঠ এলো, প্রথম দৃশ্য আঁকার মত। প্রথম দৃশ্য আঁকাও হ'য়ে গেল,—অবশিষ্ট কাঠের দেখা নেই। তার পরদিন রিহারস্যালে প্রভাতদাকে বললাম—"প্রভাতদা! মিথ্যে তুমি ৯ই বললে ওদিন বই খোলা কিছুতেই সম্ভব নয়"। প্রভাতদা বললে—"গোলমাল করিসনি, ন' তারিখেই খোলা হবে।" ৭ই সেপ্টেম্বর বুকিং সুরু হ'লে দেখলাম মাত্র দুটি দৃশ্য আঁকা হয়েছে। রেগে গিয়ে বললাম—"প্রভাতদা পাবলিক নিয়ে এ ছেলেমানুষি করাটা কি ভাল হ'ল? প্রভাতদা সামান্য একটু হেসে জবাব দিলেন—"হবে"। তারপর আপনারা সকলেই জানেন মাটির ঘর ৯ তারিখেই খোলা হয়েছে এবং তার সবগুলি দৃশ্যই নতুন আঁকা হয়েছে। অসম্ভবকে সম্ভব করার বিদ্যে থিয়েটারের জানা আছে, এতকাল একথা শুনেই এসেছিলাম, এইবার প্রত্যক্ষ করলাম। বুঝলাম, ওরা শুধু রাতেই ভেল্কী দেখায় তা' নয়, প্রয়োজন হ'লে দিনেও দেখাতে পারে কথায় এবং কাজে—তৎক্ষণাৎ।

'মাটির ঘর' রচনা ক'রে আমি বাড়ীতেই ফেলে রেখেছিলাম, কারণ আমার মনে হয়েছিল, এ ধরণের বিয়োগান্ত নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে জমবে না, অতএব অনর্থক প্রত্যাখ্যাত হবার লজ্জাটুকু স্বীকার করি

কেন ? শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর এতদিন আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে এসে নাটকখানি দেখতে পেয়ে জোর ক'রে নিয়ে গিয়ে রঙমহলে দিয়ে আসেন এবং পরদিন রঙমহল থেকে আমার ডাক আসে। সেখানে গিয়ে প্রভাতদা ও অমরবাবুর কাছ থেকে ছোট ভাইয়ের মত যে আশাতীত মধুর ব্যবহার ও স্নেহ আমি পেয়েছ নতুন কোন নাট্যকারের ভাগ্যে তা একান্ত দুর্ল্লভ। মুগ্ধ ও সকৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁদের আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

বাংলা রঙ্গমঞ্চের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় নট শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাকে নানাভাবের উপদেশ দিয়ে নাটকের ঘটনা সংস্থানকে সুষ্ঠ ও সুন্দরতর করবার জন্য সর্ব্বদা আমাকে সাহায্য ক'রে এবং চরিত্রগুলিকে যথাযথরূপে তালিম দিয়ে সাধারণ 'মাটির ঘরকে আজ অসাধারণ জনপ্রিয় করে তুলেছেন। তাঁর এই ঋণ আমি কোন দিন শোধ দিতে পারবোনা,—তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে বাহুল্য-দুষ্ট না ক'রে তাঁকে শুধু আমার প্রণাম নিবেদন করলাম।

শিক্ষিত ও শক্তিমান অভিনেতা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে কিছুই বলা হবেনা বলে আশঙ্কা করছি। কারণ "মাটির ঘর" নাটককে সার্থক করতে তিনি যা করেছেন, তা আমার পক্ষে আশাতীত। পঞ্চম দৃশ্যেই আমার নাটক শেষ হয়েছিল, ষষ্ঠ দৃশ্য লিখতে তিনি আর প্রভাতদা বাধ্য করেছিলেন। শুধু তাই নয় শেষ দৃশ্যে 'চঞ্চল' ও 'ছন্দার' বাচনাংশ মনোরঞ্জন বাবুরই কল্পনাপ্রসূত। 'অলক' চরিত্রের বহু জায়গায় তিনি নিজে কলম ধরে বাক্য যোজনা ক'রে উক্ত চরিত্রের অসঙ্গতি বোধ করেছেন। কথা সাজিয়ে সাজিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সাধ্য আমার নেই, অতএব নিঃশব্দে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বক্তব্য শেষ করলাম।

শিল্পী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ দাস (নানুবাবু) ও সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত অনাদি দস্তিদারকেও এই সঙ্গে আমার অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। এঁরা একজন তুলিতে ও আর একজন সুরে আমার নাটকের আভিজাত্য বৃদ্ধি করেছেন। মাটির ঘরের দৃশ্যপট তার জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান

কারণ। সিমলার দৃশ্যে যে যাদু তিনি দেখিয়েছেন—বাংলা নাটকে তা' খুব কমই দেখা যায়। এই সঙ্গে নৃত্যশিল্পী শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ পালকেও আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মাটির ঘর নাটকে যে অভিনেতা অভিনেত্রীরা চরিত্রগুলিকে রূপায়িত করেছেন, যাঁরা নৈপথ্য থেকে শক্তি সরবরাহ করেছেন আজ আমি তাঁদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

* * * *

মফঃস্বলে যে সব সৌখীন সম্প্রদায় এই নাটক অভিনয় করবেন তাঁদের সুবিধার জন্য নীচের কয়েকটি লাইন পড়া দরকার হবে।

"মেয়ে সাজবার লোকের অভাব হ'লে ১৯ পাতায় ছন্দার গানের পর * তারকা চিহ্ন থেকে ২৩ পাতায় গানের নীচে * তারকা চিহ্ন পর্য্যন্ত বাদ দিয়ে নেবেন, তাতে নাটকের অঙ্গহানি হবে না।"

* * * *

পরিশেষে আমার সর্ব্বশেষ ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা নিবেদন করছি কবি শ্রীমতী কমলরাণী মিত্রকে। নাটকের "বঁধুর বাঁশী ডাক দিয়েছে" গানখানি তাঁরই লেখা; তাঁর এই ভালবাসার দান চিরকাল 'মাটির ঘর' তার আপন বুকে সগর্ব্বে ধারণ করে রাখবে।

১৭, বোসপাড়া লেন, বাগবাজার
কলিকাতা।

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

চরিত্রলিপি

সত্যপ্রসন্ন—	উচ্চ-মধ্যবিত্ত গৃহস্থ
তন্দ্রা—	বড় মেয়ে
নন্দা—	মেজ মেয়ে
ছন্দা—	ছোট মেয়ে
কল্যাণ—	বড় জামাই
চঞ্চল—	মেজ জামাই
অলক—	তন্দ্রার বন্ধু
উৎপল—	ছন্দার সহপাঠি
অঞ্জনা—	চঞ্চলের দিদি
ডাক্তার—	ডাক্তার
অশোক—	সিমলায় কল্যাণের প্রতিবেশী যুবক
শঙ্কর—	সত্যপ্রসন্নের ভৃত্য
ঠাকুর—	সিমলায় কল্যাণের পাচক,

স্কুল কলেজের মেয়েরা—

রূপ-শিল্পীগণ

সত্যপ্রসন্ন	...	শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য পরে শ্রীনরেশ মিত্র
কল্যাণ	...	শ্রীপ্রভাত সিংহ পরে শ্রীরবি রায়
অলক	...	শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পরে শ্রীভুমেন রায়
চঞ্চল	...	শ্রীসিধু গাঙ্গুলী
উৎপল	...	শ্রীতারা ভট্টাচার্য্য পরে শ্রীধীরেন দাস
ডাক্তার	...	শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়
অশোক	...	শ্রীগিরিজা সাধু
শঙ্কর	...	শ্রীবিশ্বনাথ গ্যাঙ্গুলী (পরে) শ্রীআশু বসু (এঃ)
ঠাকুর	...	শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়
চাকর (সিমলা)	...	শ্রীকালাচাঁদ দাস
তন্দ্রা	...	শ্রীমতী পদ্মাবতী
নন্দা	...	শ্রীমতী উষা দেবী
ছন্দা	...	শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা
অঞ্জনা	...	শ্রীমতী বেলা রাণী পরে শ্রীমতী উষাবতী
স্কুল কলেজের মেয়েরা	..	জ্যোতির্ম্ময়ী, রেণুবালা, কিশোরী বালা, রাণীবালা (ঝুমরী) সন্ধ্যা ঘোষ, রেখা দত্ত, রাণীবালা।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীযুক্ত অমর ঘোষ
শ্রীযুক্ত প্রভাত সিংহ
শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু—

'মাটির ঘর'কে তোমরাই ক'রে তুলেছ বাস-যোগ্য। একে সুন্দর ও সার্থক ক'রে তুলতে তোমরা যে পরিশ্রম ক'রেছো, তা'-চিরদিন আমার মনে থাকবে।

তাই এই পুস্তক প্রকাশের পূত-মুহূর্ত্তে তোমাদের পাঁচজনকেই আমি স্মরণ ক'রলাম। জানি, একটী মাত্র ফুল দিয়ে পঞ্চ-দেবতাকে তুষ্ট করা যায় না, তবু এই নিয়েই তোমরা খুসী হও।

স্নেহধন্য
বিধায়ক

মাটির ঘর

সংগঠনকারিগণ

স্বত্বাধিকারী—	সিটী এন্টারটেনার্স
প্রযোজনা ও অধ্যক্ষতা—	শ্রীপ্রভাত সিংহ
নাট্য পরিচালনা—	শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
দৃশ্যপট—	শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস (নান্টুবাবু)
সঙ্গীত—	শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমতী কমলরাণী মিত্র
সুরশিল্পী—	শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার
নৃত্যশিল্পী—	শ্রীব্রজবল্লভ পাল

মাটির ঘর

প্রথম দৃশ্য

তন্দ্রার শয়নকক্ষ

সময়—রাত্রি বারোটা

[একখানি সজ্জিত কক্ষ। কক্ষের দেওয়ালে একটি গাঢ় সবুজ বর্ণের বাল্‌ব লাগান বাতি জ্বলিতেছে। ঘরের সমস্ত বস্তুই এই আলোতে দেখাইতেছে আবছা এবং রহস্যময়। একপাশে একখানি খাটে নেটের মশারিটি ফেলা রহিয়াছে। খাটের কাছে জানলাটি অর্দ্ধ-উন্মুক্ত···। রাত্রি প্রায় বারোটা, বাহিরে ঘন দুর্য্যোগের বিপুল বর্ষণ চলিতেছে। খোলা জানালা দিয়া তাহার আংশিক ভয়াবহতা ভিতরে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। নিস্তব্ধ ঘর ভরিয়া শুধু অবিরাম বৃষ্টিধারার ঝম্ ঝম্ শব্দ।···খট্ করিয়া একটা শব্দ হইল। পরক্ষণেই আপাদ-মস্তক ওয়াটারপ্রুফে মুড়িয়া একটি লোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মাথার টুপি ও গাত্রাবরণ বাহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে। ঘরে ঢুকিয়া প্রথমে সে তাহার মাথার টুপি ও পরে রেইন্ কোট খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিল। তারপর পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া দাঁতে চাপিয়া দেশলাই ধরাইতেই মশারী ফেলা বিছানার মধ্য হইতে একটা চাপা জিজ্ঞাসা কাণে আসিল—"কে ?" এবং তৎক্ষণাৎ মশারী সরাইয়া বছর কুড়ি একুশ বয়সের একটি সুন্দরী মেয়ে বাহির হইয়া আসিল। স্রস্ত বসন এবং অবিন্যস্ত কেশে তাহাকে মানাইয়াছে ভাল। তাহার নাম 'তন্দ্রা'—সে এ বাড়ীর বড় মেয়ে···]

তন্দ্রা। কে ! কে তুমি ? (সাদা আলোর সুইচে হাত দিল)

আগন্তুক। (তন্দ্রার হাত চাপিয়া ধরিয়া) ও কি করছো ?

তন্দ্রা। তুমি ! তুমি কোত্থেকে এলে ?

আগন্তুক। রাস্তা থেকে। কিন্তু সুইচে আর হাত দিয়োনা লক্ষ্মিটি !

এই সবুজ আলোর আবছা অন্ধকার—এইতো বেশ! স্পষ্ট হওয়াটা কি সব সময় ভালো?

তন্দ্রা। কী করে এলে তুমি এখানে?

আগন্তুক। খুব সহজে, পায়ে হেঁটে। কিন্তু বাইরে কী কাণ্ডটা চলেছে দেখেছো? ভিজে গোবর হ'য়ে গেছি বাবা! (একখানি চেয়ারে বসিল)।

তন্দ্রা। তুমি যাও!

আগন্তুক। এই দুর্যোগের মধ্যে? পাগল নাকি? অসুখ করবে যে!

তন্দ্রা। নীচের ঘরে আমার স্বামী বাবার সঙ্গে কথা কইছেন, তিনি এক্ষুণি এসে পড়বেন। তুমি যাও—তোমার দুটি পায়ে পড়ি অলকদা—তুমি যাও!

(বোঝা গেল আগন্তুকের নাম অলক)

অলক। আহা—যাবোইতো,—ব্যস্ত হচ্ছো কেন? তোমার স্বামী এসে পড়লেনই বা! আমি তো তোমার একজন পুরাণো বন্ধু—তবে আর ভয় কিসের?

তন্দ্রা। তুমি কত নীচে নেমে গেছো—সে জ্ঞান পর্য্যন্ত তোমার নেই। নইলে এই দুপুর রাতে আমার ঘরে আসতে লজ্জা পেতে তুমি! যাক্—কী চাও বল!

অলক। বলছি। কিন্তু তন্দ্রা, একটু চা খাওয়াতে পারো? বৃষ্টিতে হাড়ের ভেতর অবধি কাঁপুনি ধরেছে,—পারো?

তন্দ্রা। না।

অলক। পারোনা—না? আমি জানি তুমি আর সে তন্দ্রা নেই। তবু—অতীত দিনের চাওয়ার মোহ আজও আমার গেল না। মানুষের স্বভাবই এমনি।

তন্দ্রা। থামো। তত্ত্বকথা আমি শুনতে চাইনি! কী চাও তুমি—বলো! আমার সঙ্গে দরকারের পালা আজও কি তোমার শেষ হয়নি?

অলক। ছি ছি! তুমিও শেষে আমাকে ভুল বুঝলে তন্দ্রা? শুধু কি দরকারের জন্যই আমি তোমার কাছে আসি? তা ছাড়া আর কিছু সম্বন্ধ নেই? একবার দেখতেও কি ইচ্ছে করে না?

তন্দ্রা। বেশ দেখা তো হয়েছে— এবার যাও তুমি!

অলক। অনেকদিন পরে এলাম কিনা—তাই সকলের সঙ্গে দেখা না ক'রে যেতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু আজ আর সেটা হয়ে উঠ্‌বে না দেখছি। কারণ তুমি বল্‌ছো তোমার স্বামী এখুনি এসে পড়বেন। তোমাকে আমাকে একসঙ্গে দেখলে—(তন্দ্রার মুখের প্রতি চাহিয়া হাসিয়া) কত কী ভাবতে পারেন তো?

তন্দ্রা। দোহাই তোমার অলকদা, এবার তুমি যাও।

অলক। যেতেই হবে? আচ্ছা, তবে কাজের কথাটা সেরে ফেলি। আমি এসেছি কেন জান তন্দ্রা,—আমাকে কিছু টাকা দিতে হবে।

তন্দ্রা। আবার টাকা!

অলক। হ্যাঁ—আবার টাকা। তবে এবার বেশী নয়। আজ্‌কে শুধু একশো দিলেই হবে, এর পরে সুবিধেমত শ'দুই!

তন্দ্রা। কিন্তু টাকাতো আমার নেই!

অলক। বিশ্বাস করতে বলছো?

তন্দ্রা। সত্যি, আমি দিতে পারবো না অত টাকা!

অলক। কিন্তু না দিলে যে কিছুতেই চলবে না তন্দ্রা।

তন্দ্রা। তা' আমি কি করবো? অত টাকা আমার নেই। তা ছাড়া যখন তখন চাইলেই আমি তোমাকে টাকা দেবো—এ ভুল ধারণা তোমার থাকা উচিত নয়। এই সেদিন তোমাকে দেড়শো টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি। আমাকে কি ভাবো তুমি?

অলক। তোমার কাছে টাকা নেই বিশ্বাস করার চাইতে, তুমি নেই বিশ্বাস করা অনেক সোজা। তোমার স্বামী মাসে সাতশো টাকা রোজগার করেন—তা' কি তোমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে?

তন্দ্রা। তিনি রোজগার করেন, সে তাঁর টাকা—

অলক। তোমার নয়? পতিব্রতা হবারও একটা সীমা আছে তন্দ্রা!

তন্দ্রা। টাকা থাকলেও আমি তোমাকে দেবো না। তোমার অধঃপতনের পথ তৈরীর কাজে আমি আর নেই—যাও!

অলক। পথ তৈরীর কাজে আমার মুটে মজুরের সাহায্য দরকার হয় না—সে একাই আমি করতে পারি। মাল মশলার টাকা শুধু আমি চাইছি তোমার কাছে!

তন্দ্রা। দিনের পর দিন ধরে তোমার এই অত্যাচার আমি আর সহ্য করবো না। অনেক কষ্ট তুমি দিয়েছো আমাকে—প্রতিদানে আমিও দিয়েছি অনেক অর্থ! আর আমি একটি পয়সাও তোমাকে দেবো না। যত ক্ষতি তুমি আমার করতে পারো কোরো! (অলক মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল) কিন্তু

আমার স্বামী যে এখুনি এসে পড়বেন ! আমার সর্ব্বনাশ হোক্—এই কি তুমি চাও ? (অলক চুপ) অলকদা—একদিন তো তুমি আমাকে ভালবাসতে !

অলক। ভালবাসাবাসির কথা আর আমার শুনতে ভাল লাগে না ! তন্দ্রা—ওসব থাক ! কে কবে কাকে ভালবাসলো, কাকে মন্দ বাসলো, তা' নিয়ে আমার আর উদ্বেগ নেই। হ্যাঁ, একদিন ছিল—(একটু থামিয়া তন্দ্রার দিকে চাহিয়া) তখন কোথায়ই বা ছিল এই হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা স্বামী, আর কোথায়ই বা ছিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার স্বামীর নামটা যেন কী তন্দ্রা ? সত্যবান—না ?

তন্দ্রা। না।

অলক। তবে ? (তন্দ্রার মুখের প্রতি চাহিয়া) বহুৎ আচ্ছা—তন্দ্রাদেবীর মুখেও আজ স্বামীর নাম আটকালো ! লরেটো-লালিত মেয়েরও নরকের ভয় ? রোজ সকালে পাদোদক খাচ্ছো তো ?

তন্দ্রা। আমার স্বামীর নাম কল্যাণ !

অলক। কল্যাণ ? বেশ নাম ! তার কল্যাণ হোক। কিছু টাকা দাও আমি এবার যাই।

তন্দ্রা। আমি তো বলেছি, অত টাকা আমার নেই !

অলক। অথচ টাকা না নিয়ে আমারও যাবার উপায় নেই ! (তন্দ্রা বার বার দরজার দিকে চাহিতেছিল) অমন করে দরজার দিকে চেয়োনা, ওটা আমি বন্ধ ক'রেই এসেছি ! তোমার কাছে যখনই আসি—তখন ফেরবার রাস্তা আমি বন্ধ ক'রেই

আসি, কিন্তু বারে বারে তুমিই খুলে দাও সে পথ—এটা কি আমার কম দুঃখের কথা তন্দ্রা ?

তন্দ্রা। তুমি যাবে কি না ?

অলক। নিশ্চয় যাব—কিন্তু টাকা ?

তন্দ্রা। দেবো না।

অলক। দেবে না ? বেশ, তা'হলে—

[বন্ধ দরজার ও পাশ হইতে কে যেন কহিল—"দোরটা খুলে দাও তো।" তন্দ্রা চোখের পলকে বিবর্ণ হইয়া হতাশভাবে চারিদিকে চাহিল। তারপর চুপি চুপি কহিল।]

তন্দ্রা। পালাও !

অলক। কে ? কল্যাণ বুঝি ? তা ভালোই তো—

তন্দ্রা। না, ভাল নয়। ওদিককার দোর খোলা আছে। যাও—যাও !

অলক। কিন্তু টাকা ?

কল্যাণ। [নেপথ্যে] ঘুমোলে নাকি ? দোরটা খোলনা !

তন্দ্রা। কাল—কাল পাঠিয়ে দেব।

[অলক উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং রেইন্ কোটটা কাঁধে ফেলিয়া ধীরে ধীরে অন্য দরজা দিয়া প্রস্থান করিল। তন্দ্রা গিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই ঘরে প্রবেশ করিল কল্যাণ—তন্দ্রার স্বামী। পরিষ্কার লম্বা চেহারা, সমস্ত মুখময় একটা আভিজাত্যের ছাপ।]

কল্যাণ। ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি ?

তন্দ্রা। হ্যাঁ।

কল্যাণ। ভালো করে ঘুমোবার রাতই বটে আজকে।

তন্দ্রা। দোরটা বন্ধ ক'রে দিলে না ?

কল্যাণ। না, আমাকে এক্ষুণি একবার বেরোতে হবে। আর দুর্ভোগের কথা বল কেন ? মনে করেছিলাম—কাল আপিসের ছুটি,

—আজকে একটু আরাম করে ঘুমুবো! কিন্তু বিধাতা বিরূপ—সাধ্য কি?

তন্দ্রা। কেন? কোথায় যাবে?

কল্যাণ। মেছোবাজারে প্রমোদদার বৌ নাকি সিঁড়ি থেকে পড়ে হাত পা ভেঙ্গে বসে আছে। প্রমোদদা এক্ষুণি ফোন্ করছিল। যাই, একবার দেখেই আসি—ব্যাপারটা কী?

তন্দ্রা। আজই না গেলে কি চলে না?

কল্যাণ। না গেলে চলবে না কেন, কিন্তু না গেলে অন্যায় হ'বে।

তন্দ্রা। কিন্তু আমি এতক্ষণ একলা থাকতে পারবো না।

কল্যাণ। ছিলে কি ক'রে? দিব্যি দোরটি দিয়েতো একলা শুয়েছিলে, যদি রাত্তিরে নাই আসতাম?

তন্দ্রা। সে অন্য কথা।

কল্যাণ। অন্য কথা নাকি? যাক্—যেতেই যখন হবে—তখন আর দেরী ক'রে লাভ নেই। ছন্দাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ভগ্নীপতির হ'য়ে তোমাকে কিছুক্ষণ পাহারা দিক!

তন্দ্রা। (তীব্রস্বরে) পাহারা মানে?

কল্যাণ। (হাসিয়া) বুঝলে না—রাত্রিকাল,—চোর ডাকাতের ভয়ও-তো আছে!

তন্দ্রা। দেখ, আজকে তোমার গিয়ে কাজ নেই!

কল্যাণ। অমনি ভয় হয়ে গেল? আজকালকার মেয়ে তুমি, এটা যে প্রগতির যুগ—ভয় করলে কি তোমার চলে? জোয়ান অফ আর্ক—

তন্দ্রা। রেখে দাও তোমার জোয়ান অফ আর্ক! তুমি ফিরছো কখন?

কল্যাণ। খুব শীগ্‌গির। চল্লাম। ছন্দাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেটা

আবার ঘুম থেকে উঠলে বাঁচি! কুম্ভকর্ণের স্ত্রী সংস্করণ কিনা! [প্রস্থান]

[ধীরে ধীরে কল্যাণের পদশব্দ মিলাইয়া গেল। তন্দ্রা কিছুক্ষণ পরে মশারী ফাঁক করিয়া বিছানার উঠিবার উদ্যোগ করিতেই—পিছন দিক দিয়া অলক প্রবেশ করিল, তাহার মুখে সিগারেট]

তন্দ্রা। (ফিরিয়া আসিয়া) একি! তুমি যাওনি?

অলক। কই আর গেলাম! ওই কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের দাম্পত্য-আলোচনা উপভোগ কর্‌ছিলাম। বাস্তবিক বাহাদুরী আছে তোমার!

তন্দ্রা। কিসের বাহাদুরী?

অলক। এই পতি-প্রীতির! সাবাস্‌! (একটু থামিয়া) আচ্ছা, তোমার সেদিনের কথাটা মনে আছে তন্দ্রা? যে দিন আমি বিকেলে আসিনি বলে তুমি সারারাত্রি না খেয়ে কেঁদে কাটিয়েছিলে? নিশ্চয়ই মনে আছে! তাই অবাক হয়ে ভাবছিলাম যে তোমার কিন্তু কোন পরিবর্ত্তনই হলো না! শুধু সে ছিল অলক, আর এ কল্যাণ!

তন্দ্রা। এখুনি ছন্দা এসে পড়বে। এখন যাও, আমি তোমার টাকা পাঠিয়ে দেব। নইলে কাল এসে ওই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ো, টাকা পাবে।

অলক। তাতো পাবই! আমার প্রাপ্তি-তালিকার এই ত সবে সুরু! ভয় পেয়োনা—ভবিষ্যতে আমার নেবার জোরে আমি তোমার দেবার ক্ষমতা বাড়াবো।

তন্দ্রা এর পরে তুমি টাকা চাইতে এলে—আমি আমার স্বামীকে সব কথা বলে দেব!

অলক। কি বলবে? বলবে কি যে এই লোকটি আমার ছাত্রী জীবনের বন্ধু, এর জন্যে একদিন আমি আমার দেহ মন প্রাণ সবই দিয়ে দিতে পারতাম—কিন্তু আজ ভাগ্যের দোষে কোনটিই আমি একে দিতে পারছিনে। পারবে বলতে?

তন্দ্রা। পারতেই হবে আমাকে!

অলক। পারতেই হবে! আহা—হা! শুনলেও বুকে বল পাওয়া যায়। একেই বলে একনিষ্ঠতা! তা বেশ, তা হলে সে কথাগুলোও বল্‌তে ভুলোনা তন্দ্রা, যে একদিন তোমার আমার বিয়েও হ'তে পারতো! কত জ্যোৎস্না-মুখর সন্ধ্যা—কত—

তন্দ্রা। (দৃঢ়স্বরে) তুমি যাবে কিনা আমি জান্‌তে চাই।

অলক। দাঁড়াও! কত বিহ্বল পত্র-বিনিময় করেছি আমরা দুজনে দুজনকে। আমাদের একসঙ্গে তোলা সেই ফোটোগুলোর কথাও বলতে ভুলোনা তন্দ্রা—যদি দরকার হয়, আমি তার সবগুলোই তোমার স্বামীকে উপহার দিতে পারবো—কিছুই নষ্ট করিনি!

[তন্দ্রা অসহায়ের মত চারিদিকে চাহিতে লাগিল]

অলক। কিন্তু আমি চাইনা যে তোমার জীবনে সেই দুর্দ্দিন আসুক। কারণ সে সব দলিল-পত্র তোমার স্বামীকে দেখাবার পরেও তোমার পাতিব্রত্যে তাঁর বিশ্বাস অটুট থাকবে—এ তুমি মনেও ভেবোনা। তার চেয়ে এই ঢের ভালো! মাঝে মাঝে দুএকশো ক'রে টাকা তুমি আমাকে দিয়ো, তা হলেই আমি খুসী।

তন্দ্রা। (উত্তেজিত হইয়া) দেবোনা আমি টাকা! প্রাণ যায় সেও ভাল!

অলক। অ-ও। কিন্তু প্রাণ তোমাদের এত শীগগিরতো যায় না

তন্দ্রা! প্রাণ! প্রাণ আছে নাকি তোমাদের? তোমরা হচ্ছো এক একটা জীবন্ত সচল মাংসস্তূপ! দয়া, মায়া, স্নেহ, হৃদয়হীন তোমরা। তোমরা শুধু প্রয়োজন। টাকা দিতে কি তোমাদের প্রাণ যায়?

তন্দ্রা। তুমি যাবে কিনা? (চীৎকার করিয়া উঠিল)

অলক। না। তোমার স্বামী আসা পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করবো।

তন্দ্রা। যাবে না তুমি কিছুতেই? [রাগে কাঁদিয়া ফেলিল]

অলক। না।

তন্দ্রা। যাও বল্‌ছি!

[ঠাস্ করিয়া অলকের গালে একটি চড় বসাইয়া দিল। অলক স্তব্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তন্দ্রার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর হাতের সিগারেট মাটীতে ফেলিয়া পা দিয়া নিবাইয়া দিল, এবং ধীরে ধীরে পিছনের দরজা দিয়া চলিয়া গেল তন্দ্রা চুপ করিয়া ঘরের মধ্যে পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখ দেখিলে বোঝাযায় যে ক্রমাগত নিজের দুর্জ্জয় ক্রোধ সংযত করিবার চেষ্টা করিতেছে; একটু পরে ছন্দার প্রবেশ, বয়স ১৬-১৭]

ছন্দা। দিদি, জেগে আছ যে এখনও?

তন্দ্রা। (ম্লান হাসিয়া) না-ঘুমোনোকে তো জেগে থাকাই বলে।

ছন্দা। মেজদি কোথায়?

তন্দ্রা। জানিনা।

ছন্দা। তবে বোধ হয় ছাদে বসে আছে।

তন্দ্রা। এই বৃষ্টিতে!

ছন্দা। হ্যাঁ! ও করে কি জান বড়দি—ছাদে বসে বসে কাঁদে!

তন্দ্রা। তা ছাড়া ওর কীই বা উপায় আছে?

ছন্দা। আমাকে ডেকে দিয়ে বড়দা গেল কোথায় ?

তন্দ্রা। মেছোবাজার।

ছন্দা। এত রাত্রে মেছোবাজারে কেন ?

তন্দ্রা। (হাসিয়া) মাছের দর জানতে।

ছন্দা। (হাসিয়া) যাঃ! সত্যি বলনা!

তন্দ্রা। প্রমোদদার বৌ সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে হাত পা ভেঙ্গেছে —তারই তদারকে।

ছন্দা। ও! [কিছুক্ষণ চুপচাপ]

তন্দ্রা। (সহসা) হ্যাঁরে ছন্দা, অলকদাকে তোর মনে পড়ে ?

ছন্দা। বারে! মনে পড়বে না কেন ? এই তো সেদিন পর্য্যন্ত অলকদা আমাদের বাড়ীতে আসতো। কি রকম আমুদে লোক। ভারী হাসাতে পারে কিন্তু। আচ্ছা দিদি, অলকদা তোমায় খুব ভালবাসতো—না ?

তন্দ্রা। বোধ হয়।

ছন্দা। বোধ হয় নয় বড়দি, সত্যিই তাই। বাবা যখন অলকদার সঙ্গে বিয়েতে তোমার মত জিগ্যেস করলেন—তুমি তখন একটাও কথা কইলেনা। সেই যে অলকদা আমাদের বাড়ী থেকে মাথা নীচু করে চলে গেল—আর আসেনি। আচ্ছা বড়দি, হঠাৎ অলকদার কথা কেন জিগ্যেস করলে ? চিঠি দিয়েছে বুঝি ?

তন্দ্রা। না। কিন্তু এবার তুই শুগে যা!

ছন্দা। তুমি ?

তন্দ্রা। আমি ? আমি একটু পড়বো।

ছন্দা। ভারী বদ্ অভ্যেস।

[খাটে গিয়া শুইয়া পড়িল। তন্দ্রা একা একা ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে লাগিল। একটু পরে আলমারী খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে এক তাড়া চিঠি ও কয়েকখানি ফোটো বাহির করিয়া আনিল, এবং একটী চেয়ারে বসিয়া ডাকিল "ছন্দা"। উত্তর না পাইয়া বুঝিল ছন্দা ঘুমাইয়াছে। সে ধীরে ধীরে ফোটো আর চিঠিগুলি একে একে ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। তারপর সেই ছেঁড়া কাগজের স্তূপ কুড়াইয়া জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া আসিল, এবং স্তব্ধ হইয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া রহিল। বাহিরে বৃষ্টি পতনের শব্দ স্পষ্ট শোনা যাইতেছে একটু পরে দ্রুতপদে কল্যাণের প্রবেশ]

তন্দ্রা ! তুমি এসে পড়েছো ? দেখ আমি এখনও জেগে আছি !

কল্যাণ। Good, Good ! সব চিত্রগুপ্তের খাতায় লেখা রইল তন্দ্রা —কিছুই বাদ যাবে না। স্বামীর জন্য রাত জাগা একটা ভয়ঙ্কর পুণ্যি—তা জানোত ?

তন্দ্রা। যাও ! প্রমোদদার বৌ আছে কেমন ?

কল্যাণ। অত্যন্ত বহাল তবিয়তে। আসছে শতাব্দীর ভেতরেও যে তাঁর কোন রকম অসুখ হবে—এমন সম্ভাবনা নেই। দুজনে বিশ্রম্ভালাপ করছিলেন—স্ত্রী হঠাৎ বাজী ধরেন যে, এই ঝড় জলের ভেতর যদি কল্যাণকে এখানে আনতে পারো, তবে —কী যেন একটা মুখরোচক বাজী ! তারপরই এই হত-ভাগ্যের টানা-পোড়েন আর কী !

তন্দ্রা। ওমা ! তাই নাকি ? আচ্ছা ভয়ানক লোকতো !

কল্যাণ। হ্যাঁ, অন্ততঃ তোমার পক্ষেতো বটেই !

[হাসিমুখে তন্দ্রা গিয়া 'ছন্দা' বলিয়া ডাকিয়া তাহাকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া জাগাইয়া দিল। ছন্দা ঘুম জড়িত চোখে মশারীর বাহিরে আসিতেই কল্যাণ কহিল—]

কল্যাণ। হ্যালো ছোট গিন্নী ! তোমার এই প্রক্সি দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ !

ছন্দা। আবার কখন বেরোবে ?

কল্যাণ। (হাসিয়া) কেন?

ছন্দা। আবার আসতে হবেত? সারারাত ধরে এই করি আর কি!

[ছন্দা কোপ দৃষ্টিতে কল্যাণের প্রতি একটি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিল। তন্দ্রা বিছানার চাদর সমান করিতেছিল। হঠাৎ কল্যাণের দৃষ্টি টেবিলের নীচে পড়িতেই সে নীচু হইয়া একখণ্ড পোড়া সিগারেট কুড়াইয়া আনিল। ধীরে ধীরে তাহার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল।]

তন্দ্রা। জামা ছেড়েছো? এস!

কল্যাণ। এ সিগারেট কোত্থেকে এল তন্দ্রা? এ বাড়ীতে তো এসব বালাই নেই;

তন্দ্রা। (বিবর্ণ হইয়া) সিগারেট!

কল্যাণ। হ্যাঁ।

তন্দ্রা। তবে বুঝি—

কল্যাণ? কী?

তন্দ্রা। তবে বুঝি—

কল্যাণ। একি তুমি এমন করছো কেন? সিগারেট এ ঘরে ফেলে গেল কে, এইটুকুইতো বলবে!

তন্দ্রা। (কাঁদিয়া উঠিল) জানিনে—সত্যি বলছি—আমি জানিনে!

কল্যাণ। (অন্যমনস্কভাবে) জানোনা! যাকগে—চল শুতে চল!

তন্দ্রা। (হঠাৎ আর্ত্তনাদ করিয়া) ওগো, আমাকে এখান থেকে শীগগির কোথাও নিয়ে চল! যেখানে হোক—তোমার দুটি পায়ে পড়ি—যেখানে হোক্!

কল্যাণ। (বিস্মিত হইয়া) কেন? কি হয়েছে?

তন্দ্রা। তা জানিনে। কিন্তু আমি এ বাড়ীতে আর একদিন থাকলে পাগল হ'য়ে যাব—ঠিক পাগল হ'য়ে যাব!

[কল্যাণের বুকের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কল্যাণ তাহাকে নিবিড়ভাবে বুকে চাপিয়া ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

তিনদিন পরে

সত্যপ্রসন্নের বৈঠকখানা

সকাল—আটটা

[সত্যপ্রসন্নের বসিবার ঘর। সকাল আটটা। সত্যপ্রসন্ন একখানি আরাম চেয়ারে বসিয়া সকাল বেলার সংবাদপত্র দেখিতেছেন। বয়স ৪৮ এর নীচে নয়। মুখের উপর তাঁহার স্নেহাতুর হৃদয়ের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। মেজমেয়ে নন্দা দু কাপ চা লইয়া ঘরে ঢুকিল। নন্দার বয়স ১৮-১৯, ধীর স্থির—মুখ দেখিলেই বোঝা যায় অতিশয় বুদ্ধিশালিনী]

নন্দা। বাবা, তোমার চা এনেছি।

সত্য। এই যে যাই মা!

নন্দা। (হাসিয়া) যেতে হবে না, আমি চা এনেছি।

সত্য। ও। চা এনেছিস!

[উঠিয়া বসিয়া কাগজ রাখিয়া চায়ের কাপ টানিয়া লইলেন]

তোদের এই মেসে থাকা আর আমার দেখছি পোষালোনা মা! এত দেরী ক'রে চা দিলে কি চলে?

নন্দা। আজই হ'ল—আর হবেনা বাবা!

সত্য। আর হয়েছে! রোজই এমন সময় তোরা চা দিস্—যেটা হয় অতি সকাল, না হয় অতিক্রান্ত সকাল! দুটোর কোনটাই তো চা খাবার সময় নয় মা।

নন্দা। আচ্ছা, আর হবে না।

সত্য। তা' এরা সব গেল কোথায়? কল্যাণ—তন্দ্রা—ছন্দা—?

নন্দা। বড়দা আজ তাঁর ঘরেই চা খেয়েছেন, দিদিও তাই, ছন্দা আসছে।

[দুইজনে নীরবে চা খাইতে লাগিল]

সত্য। হ্যাঁরে নন্দা! এর মধ্যে চঞ্চল এসেছিল?

[নন্দা মাথা নীচু করিল]

সত্য। তোর জন্য ভেবে ভেবেই আমার অসুখ আর সারবে না দেখছি! এমনি অদৃষ্ট যে ভাবি এক, আর—হয় আর এক।

নন্দা। ও সব কথা থাক্ বাবা!

সত্য। তোর বিয়ে দেবার আগে যদি ঘুণাক্ষরেও আমি জান্‌তে পারতাম তার স্বরূপ, তা হ'লে আমি কিছুতেই—। তাইতো ভাবি মা, যে সময় সময় মানুষ চেনা কি কঠিন ব্যাপারই না হ'য়ে পড়ে! আমার ভুলে আমি তোর জীবনটা নষ্ট করলাম।

নন্দা। তোমার এই কথাগুলো শুনলে আমার বড় কষ্ট হয় বাবা! ভবিষ্যতের ওপর মানুষের হাত নেই বলেই এ সব হয়। এতে তোমারও কোন দোষ নেই, আমারও না! কী হবে আর ও সব ভেবে?

সত্য। কিন্তু সত্যিই কি তুই আর শ্বশুর বাড়ীতে ফিরে যাবিনে মা?

নন্দা। না বাবা। তাদের সঙ্গে মানিয়ে চল্‌বার ক্ষমতা ভগবান আমাকে দেননি—আর সে শিক্ষাও আমার নেই। ও আমি পারবো না।

সত্য। কিন্তু মা—

নন্দা। এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই বাবা! থাকলেও—সে আমি শুনবো না।

[সত্যপ্রসন্ন একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সংবাদ পত্র তুলিয়া লইলেন। নন্দা নীরবে চা

খাইতে লাগিল। একটু পরে এক কাপ চা হাতে লইয়া কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে ছন্দার প্রবেশ]

ছন্দা। ঝরিছে মুকুল কূজিছে কোকিল
যামিনী জ্যোছনা-মত্তা
কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়
শুধাইল নারী, সন্ন্যাসী কয়
"আজি রজনীতে হয়েছে সময়
এসেছি বাসবদত্তা।"
বাবা, তোমার ঘরে দুধ দেওয়া হয়েছে—যাও!

সত্য। এইমাত্র যে চা খেলায়!

ছন্দা। খেলে কেন? ৮-১৫ মিনিটে তোমার দুধ খাবার সময়—অতএব দুধ তোমাকে খেতেই হবে। যাও!

সত্য। যাচ্ছিরে যাচ্ছি! এই বুড়ো বয়সে শেষকালে তত্ত্বাবধানের তোড়ে না মারা যাই!

ছন্দা। মারা যাবার পরেও তত্ত্বাবধানের লোকের অভাব হবে না। এখন যাও—বেশী বকে না!

সত্য। আচ্ছা—এই রকম ভুলো মন নিয়ে কী ক'রে তুই সংসার করবি!

ছন্দা। ভুলো মন আবার কোথায় দেখলে তুমি?

সত্য। ভুলো মন নয়? রোজ সকালে তোর একখানা নতুন গান না শুনে আমি কি দুধ খেতে যাই, যে আজ যেতে বলছিস্?

ছন্দা। ও—এই কথা? বেশ এক সেকেণ্ডের মধ্যে শুনিয়ে দিচ্ছি।

সত্য। না, না—এক সেকেণ্ডের গান আমি শুনবোনা। তার চেয়ে না শোনা অনেক ভাল।

ছন্দা। বেশী বকেনা—চুপ কর! অসুখ করবে!

—গান—

বঁধুর বাঁশী ডাক দিয়েছে
পিছনে আর ডাকিসনে লো,
যমুনার ওই উজান বেয়ে—
পরাণ প্রিয় এলো এলো।
জানি এ প্রেম অনুরাগে
তোদের কুলে কালি লাগে—
ভাবিস্ না হয় কলঙ্কিনী
অভাগী রাই মরেছে লো—
যমুনার ওই উজান বেয়ে
পরাণ প্রিয় এলো এলো॥

* [গানের শেষে মনীষা, মঞ্জুষা' মন্দিরা বিনতি ও রমলার প্রবেশ, ইহারা সকলেই ছন্দার সহপাঠিনী। গতকল্য ছন্দা রিহারস্তালে যায় নাই বলিয়া তাগিদ দিতে আসিয়াছে। তাহাদের হাতে কতকগুলি ছাপানো কার্ড।

ছন্দা। কীরে—একেবারে দল বেঁধে!

মনীষা। নইলে আর কি করি বলো। সবাই মিলে হাত জোড় করে অনুরোধ করতে হবে তো!

তাই নাকি

মঞ্জুষা। নয়তো কী? কাল তুমি রিহারস্তালে গেলেনা কেন?

ছন্দা। সত্যি বলছি, একেবারে মনে ছিল না।

মন্দিরা। বারে তোমার মন!

বিনতি। আর পরশু আমাদের প্লে!

রমলা। সে দিন মনে থাকবে তো?

ছন্দা। নিশ্চয় মনে থাকবে। আমি পার্ট মুখস্থ করে ফেলেছি।

সত্য। কিসের প্লে ছন্দা?

ছন্দা। ও! তুমি বুঝি জানোনা বাবা? আমরা স্কুলকলেজের ছেলে মেয়েরা মিলে একটা অভিনয় করছি যে! তুমি সে দিন যেতে পারবে বাবা?

মনীষা। এই যে—(কার্ড দিয়া নমস্কার করিল)

সত্য। যেতে পারলে খুব খুসী হতাম। তোমাদের অভিনয় দেখতে পাওয়া একটা দুর্লভ সৌভাগ্য। কিন্তু আমার শরীরটা যে ভাল নয় মা। তা' কি বই অভিনয় হবে?

মঞ্জুষা। দুষ্মন্ত-শকুন্তলা।

সত্য। মহাকবির নাটক? আহা চমৎকার জিনিষ!

মন্দিরা। আপনি কি কালিদাসের কথা বলছেন?

সত্য। হ্যাঁ।

বিনতি। না—না, এ নাটক লিখেছেন আমাদের কবি সুচরিতা সান্যাল।

সত্য। ও!

ছন্দা। ঘটনাটা প্রায় একই আছে বুঝলে বাবা? শুধু Charactersগুলোর উপর একটা new light ফেলা হয়েছে, technique আর tempo টাকে একটু check করা হয়েছে—মানে এক কথায়—modernise করা হয়েছে।

সত্য। বুঝতে পেরেছি। পোষাক-টোষাকগুলোও তা হ'লে modernise করা হয়েছে?

ছন্দা। না, বাবা। সে বাকল টাকল দিয়ে এমন একটা thril-

ling atmosphere তৈরী করা হবে যে—না দেখলে বোঝান যাবে না।

সত্য। এর মধ্যে শকুন্তলা করবে কোন্‌টা?

ছন্দা। আমি।

সত্য। তুই শকুন্তলা?—আর দুষ্মন্ত?

রমলা। উৎপলবাবু।

সত্য। আমাদের উৎপল?

ছন্দা। হ্যাঁ।

সত্য। বেশ হবে, বেশ হবে। কিন্তু আমি তো যেতে পারবো না—শরীর আর মন দুই-ই অপারগ হয়ে পড়েছে। তা হোক—আমি আশীর্ব্বাদ করছি তোমাদের অভিনয় খুব ভাল হোক।

ছন্দা। বাবামণি, একটা কাজ করবো? আমাদের নাটকের একখানা গান শুনিয়ে দেব? অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা সবাই এখানে আছে। শুনবে?

সত্য। তা হলে তো ভালই হয়। আমার মেজো মায়ের কোন আপত্তি আছে?

নন্দা। কিছু না। বেশতো।

ছন্দা। তবে ভাই তোরা আমার বাবাকে সেই গানটা শুনিয়ে দে।

মনীষা। কোনটা?

ছন্দা। সেই বাসরে যাবার আগে—

মঞ্জুষা। আচ্ছা।

ছন্দা। Situationটা বুঝতে পেরেছো বাবা? বিবাহের পর

যখন দুষ্মন্ত শকুন্তলা বাসরে যাচ্ছেন, সেই সময় আশ্রম বালিকারা এই গানটা গাইবে। গা ভাই!

—গান—

ওগো প্রিয়হে প্রিয়
তুমি পরায়ে দিও
তব প্রিয়ার গলে
মধু মালতী মালা
মৃদু মধুর তানে
তুমি তাহার কাণে
বোলো গোপন বাণী
প্রাণে অমিয় ঢালা।
ওযে সুরের বীণা
ছিল ধুলি-মলিনা
তুমি আপন হাতে
সখা বাজায়ো তারে
সে যে বাজিবে গানে
তব বাহু-বিতানে
ঘন পরশ রাগে
যাবে মনের জ্বালা॥
শোন শোন অতিথি
এল রাতের তিথি
বাঁধো প্রেমের ডোরে
তব প্রিয়ার তনু।

মোরা ভোরের লাগি
রবো দুয়ারে জাগি
গাবো মিলন গীতি
প্রীতি প্রণয় ঢালি ।

[অলকের প্রবেশ—তাহার হাতে একটি সুটকেশ]

সত্য । আরে অলক যে ! এস বাবা এস ! তারপর খবর কি ? কোথায় ছিলে এতদিন ?

মনীষা । আমরা তবে এখন যাই ? আজ কিন্তু রিহারস্যালে যেয়ো ।

ছন্দা । আচ্ছা ! [সকলের প্রস্থান]

অলক । (ভূমিষ্ঠ হইয়া পায়ের ধূলা লইয়া) আমি তো বহুদিন কোলকাতা ত্যাগ করেছি কাকা, কি হবে শুধু শুধু এখানে থেকে ? পশ্চিমে একটা প্রফেসারী পেয়েছি ।

সত্য । ভারী খুসী হ'লাম অলক । আশীর্ব্বাদ করি দিন দিন তোমার শ্রীবৃদ্ধি হোক ।

ছন্দা । আমাদের বুঝি ভুলে গেস্‌লে অলকদা ?

অলক । (হাসিয়া) তোমাদের ভোলা কি এতই সহজ ব্যাপার ভাবো ? হ্যাঁ, কাকা, আমি এখানে কয়েকদিন থাক্‌বো মনে কর্‌ছি । একটা কাজে কোলকাতায় এসেছি, সেটা শেষ হ'য়ে গেলেই—

সত্য । বেশতো বাবা, এতে আর আমার মত নেবার কী আছে ? এ তোমার নিজের বাড়ী, নিজের ঘর, যখন ইচ্ছে আসবে—থাকবে, এতে তো আমাকে বলবার মতো কিছু নেই বাবা। আর তা ছাড়া—

ছন্দা। বাবা, অসুখ করবে! ডাক্তার বেশী কথা কইতে বারণ করেছে। কই, গেলে না তুমি দুধ খেতে!

সত্য। এই যে যাচ্ছি মা। জানো অলক, সারা জীবনে আমি গৃহ শিক্ষকের হাত থেকে ছাড়া পেলাম না। বাল্যে ছিলেন পিতা, যৌবনে এসেছিলেন স্ত্রী, তারপর এই কন্যারা। কিন্তু পাশ আমি একদিন করবোই—এও তোদের বলে রাখছি মা। আচ্ছা তুমি বসো অলক—আমি দুধ খাবার একটা চেষ্টা ক'রে আসি।

[প্রস্থান]

[অলক এতক্ষণ একদৃষ্টে নন্দার দিকে চাহিয়াছিল, এইবার চোখোচোখী হইতেই নন্দা মাথা নিচু করিল]

অলক। নন্দা—তুমি ওরকম করে বসে রয়েছো কেন?

নন্দা। (ম্লান হাসিয়া) কী রকম ক'রে?

অলক। বুঝিয়ে বলা শক্ত—তবু মনে হয়,—কি বলবো—যেন অশান্তিতে আছ!

নন্দা। অশান্তি! হ্যাঁ, তা' একটু আছি বই কি!

অলক। তোমার এই বয়সে অশান্তিটা কিন্তু হাস্যকর।

নন্দা। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) তোমাদের কাছে আমাদের অশান্তি চিরদিনই হাস্যকর, তাইতো আমাদের অশান্তি কোনদিনই কমলোনা।

[প্রস্থান]

অলক। ব্যাপার কি ছন্দা? মনে হ'ল যেন নন্দা রাগ করে চলে গেল!

ছন্দা। শ্বশুর বাড়ী নিয়ে ওর মনে শান্তি নেই কিনা—তাই।

অলক। কেন ?

ছন্দা। মেজদার স্বভাব চরিত্র—

অলক। ও! বুঝেছি। ভয়ানক দুঃখের কথা !

ছন্দা। তাই ও শ্বশুর বাড়ী থেকে এখানে চলে এসেছে। যেদিন ও এলো, সেদিন থেকেই বাবার অসুখের সুরু—বুকের অসুখ।

অলক। (একটু থামিয়া) তোমার বড় জামাই বাবুকে দেখছি না —বেরিয়েছেন নাকি ?

ছন্দা। না, ভেতরেই রয়েছেন। বড়দাকে বুঝি তুমি দেখোই নি, না অলকদা ?

অলক। না।

ছন্দা। আলাপ হ'লে দেখবে'খন—কী সুন্দর লোক।

অলক। বটে ! কিন্তু তোমার বড়দিদিটি' কোথায় গেলেন ? এসে অবধি তাঁকেও যে দেখছিনে !

ছন্দা। কি জানি, দিন তিনেক থেকে তাঁর কী যে হয়েছে—

অলক। দিন তিনেক থেকে ?

ছন্দা। হঁ্যা। ভয়ানক গম্ভীর—কথাবার্ত্তা একদম বন্ধ। কেউ কিছু বল্‌তে গেলে—এমনি হেঁকে উঠ্‌ছেন; বড়দা তবুতো দু একটি কথা কইছেন—কিন্তু দিদি একেবারে মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন, হয়ত বা দু'চারদিনের মধ্যেই Hunger Strike সুরু করবেন।

অলক। এঃ! তা'হলেতো বড় দুঃসময়ে এসে পড়েছি দেখছি! সম্প্রতি তা হ'লে সুস্থতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কেবল তোমারই ?

ছন্দা। সম্প্রতি কেন ? এ সুস্থতা আমার ততদিনই থাকবে,

যতদিন না স্বামী নামক অপদেবতা আমার কাঁধে এসে ভর করছেন। কিন্তু আর নয়—এবার চল বাড়ীর ভেতর।

অলক। চল।

(উভয়ের প্রস্থান ও কল্যাণের প্রবেশ)

কল্যাণ। শঙ্কর! শঙ্কর!!

(বাড়ীর চাকর শঙ্করের প্রবেশ)

আজকের খবরের কাগজখানা কোথায়?

শঙ্কর। বড়বাবু ভেতরে যাবার সময় হাতে ক'রে নিয়ে গেছেন—এক্ষুণি এনে দিচ্ছি

(প্রস্থান)

কল্যাণ একখানি বই টানিয়া পড়িতে লাগিল। বাহিরের দরজা দিয়া কুণ্ঠিত পদে সে ঘরে প্রবেশ করিল উৎপল। চালচলন, বেশ ভূষা ও কথা বার্ত্তায় সে শতকরা আশী ভাগ মেয়েলী। তরুণ সুশ্রী যুবক, চোখে চশমা, হাতে দু একটী বাঁধানো খাতা। সে ছন্দার সহপাঠী]

উৎপল। (কল্যাণকে) সত্য বাবু আছেন?

কল্যাণ। হ্যাঁ আছেন, বসো। কিন্তু দরকার কি সত্যই সত্যবাবুর সঙ্গে, না আর কাউকে ডেকে পাঠাবো?

উৎপল। (লজ্জা পাইয়া) না হ্যাঁ—তা—

কল্যাণ। সর্ব্বনাশ! ইঙ্গিত মাত্রেই রক্তিম হয়ে উঠছো যে ভায়া!

(কাগজ লইয়া শঙ্করের প্রবেশ)

কল্যাণ। ওরে, ছোড়দিমণিকে একবার ডেকে দে।

(শঙ্করের প্রস্থান)

কল্যাণ। তারপর উৎপলবাবু, ছন্দার সঙ্গে এখন পরিচয়ের কোন্ পর্ব্ব চলছে? আদি-পর্ব্ব না অনাদি-পর্ব্ব?

উৎপল। আপনি বড় ঠাট্টা করেন বড়দা।

কল্যাণ। সেটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। নারী নামের উচ্চারণ মাত্রেই লাল হ'য়ে উঠিনে, এবং তাদের সঙ্গে বেশ সহজ ভাবেই কথাবার্ত্তা কইতে পারি। কারণ আমাদের আমলে পূর্ব্বরাগ—অপূর্ব্বরাগের বালাই ছিল না। যাই হোক এ সব তত্ত্বকথা এখন থাক। তোমার হাতে ওগুলো কিসের খাতা উৎপল-বাবু? মথি-লিখিত সুসমাচার বলে ত' মনে হচ্ছে না।

উৎপল। আজ্ঞে না। এগুলো গানের স্বরলিপির খাতা।

কল্যাণ। ও! সেইজন্য এসেই সত্যবাবুর খোঁজ করছিলে? সত্য বাবু তাহ'লে আজকাল তোমার কাছে গান শিখছেন?

(ছন্দার প্রবেশ)

ছন্দা। সত্যবাবু নয়, তাঁর ছোট কন্যা। Why do you poke your ~~ugly~~ nose everywhere?

কল্যাণ। তা ছোটগিন্নী চটছো কেন? আমি চলে যাবো এখান থেকে এই কথাতো? তা নয় যাচ্ছি! কিন্তু উৎপলবাবুর সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল—

উৎপল। ইয়ে—আপনি বসুন না!

কল্যাণ। না ভাই! তোমার কণ্ঠস্বর এবং ওঁর কোপদৃষ্টি দুটোর কোনটাই আমাকে এখানে বসতে উৎসাহ দিচ্ছেনা। এর পরেও যদি আমি এখানে বসেই থাকি, তবে যেন ভগবান আমায় ক্ষমা করেন।

ছন্দা। ভণিতার কি কিছু দরকার আছে? উৎপলবাবুর সঙ্গে সত্যি যদি তোমার কিছু দরকার থাকে তবে চট্ পট্ সেরে নাও। তোমাদের এ সব Silly affairs এর মধ্যে আমি নেই!

কল্যাণ। শুনছো ত ? কাজ নেই বাবা, শাস্ত্রবাক্য অনুসরণ করাই ভালো।

(প্রস্থান)

উৎপল। ছি ছি কল্যাণবাবু কি ভাবলেন বলোত ?

ছন্দা। কল্যাণবাবুর ভাবাতে আমাদের কোন অকল্যাণ নেই, এ আপনি বিশ্বাস করুন !

উৎপল। না না—

ছন্দা। কী না—না ? সব সময় অমন মুখ গুঁজে থাকেন কেন ? That's bad ! কই—কী কী নতুন বই আনলেন দেখি ! (উৎপলের হাত হইতে খাতাগুলি কাড়িয়া লইল) এটা দেখেছি, এটা দেখেছি—এটা—না, এটা দেখিনি। এখানা কী—কবিতাকুঞ্জ ? ও ! এতে বুঝি আপনার নতুন্ গান আর কবিতাগুলো লিখে রেখেছেন ?

উৎপল। কিছু রেখেছি, আর কিছু—

ছন্দা। রাখেন নি ! তবে কী জন্য এনেছেন এটা ? খাতাখানা যে দেখতে ভাল এ সবাই জানে। নিয়ে যান আপনি, এতে আমার দরকার নেই। (খাতা মাটিতে ফেলিয়া দিল)

উৎপল। (কুড়াইয়া লইয়া) ছন্দা, তুমি রাগ করছো ?

ছন্দা। কেন করবো না ? আপনি কি ভাবেন যে ওই খাতাখানা দেখেই—থাক্ বাবা আমি আর বলতে চাইনে। শেষকালে কি ঝগড়াটে বদনাম কিনবো ?

উৎপল। তুমি রাগ কোরোনা ছন্দা। তোমার রাগের তাপ আমি সইতে পারিনে !

ছন্দা। এরপর কতকগুলো ধোঁয়া ছাড়বেন তো ? কিন্তু এখন

আমার হাতে অত সময় নেই। সকালে আমার অনেক কাজ—আমি চল্লাম।

উৎপল। বিকেলে আসবো ছন্দা ?

ছন্দা। বেশতো।

(উৎপলের হাত হইতে ফস্ করিয়া খাতাখানি কাড়িয়া লইল)

উৎপল। ও খাতাটা নিচ্ছো কেন, ওটা যে এখনও শেষ হয়নি।

ছন্দা। (হাসিয়া) সেই শেষ না হওয়ার লজ্জা থেকে ওকে আজ মুক্তি দিলাম।

(উভয়ের বিভিন্ন দিকে প্রস্থান)

(নন্দার প্রবেশ। সে ঘরে কাহাকেও না দেখিয়া চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় ভিতর হইতে কল্যাণ সে ঘরে ঢুকিল)

কল্যাণ। বাড়ীতে একটি নূতন অতিথি এসেছেন দেখলাম—তিনি কে নন্দা ?

নন্দা। আমাদের অলকদা।

কল্যাণ। পরিচয়টা খুব স্পষ্ট হ'লনা, তোমাদের অলকদা হলেও আমার পক্ষে বোঝাটা কষ্টকর হয়ে পড়লো। অতএব সম্বন্ধটা বাংলায় বল !

নন্দা। অলকদা আর দিদি একসঙ্গে পড়তেন ! বাবাও অত্যন্ত স্নেহ করেন ওঁকে ! ওঁর সম্বন্ধে তোমাকে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, আজকে তোমার জায়গায় ওঁরই আসবার কথা।

কল্যাণ। বটে ! কাহিনী যে ক্রমশঃই রসাল হয়ে উঠ্‌ছে। কিন্তু সেই দুর্ঘটনাটি ঘটলো না কেন ?

নন্দা। দিদি মত দিলে না।

কল্যাণ। হায় ভগবান! কিন্তু মত না দেবার কী কারণ ঘটলো?

নন্দা। বাবা যখন দিদির মত জিগ্যেস করলেন, দিদি চুপ ক'রে রইল। বাবা অলকদাকে বল্লেন, তন্দ্রার মন সম্ভবতঃ এখনও তৈরী হয়নি—অতএব তুমি অপেক্ষা করো।

কল্যাণ। তারপর?

নন্দা। তারপর বাবা যখন দিদির বিয়ে দেবার জন্ম মনস্থির করলেন তখন অলকদাকে খুঁজেই পাওয়া গেল না; পাওয়া গেল তোমাকে। আর কি জান্‌তে চাও বল?

কল্যাণ। কিছু নয়। আজ এই অবধি থাক। শোন, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে। আমি একবার কাশীপুরে যাচ্ছি।

নন্দা। (চমকিয়া) কাশীপুরে! কেন?

কল্যাণ। ভয় নেই, দরকারটা আমার নিজেরই। কিন্তু তোমার শ্বশুর বাড়ীর দিকেও একবার যেতে পারি। যদি চঞ্চলের সঙ্গে দেখা হয়—

নন্দা। কিছু বলবার দরকার নেই।

কল্যাণ। দরকার নেই? কিন্তু আমি বল্‌ছিলাম কি—

নন্দা। না বড়দা না। আমি হাত জোড় করে তোমাদের সকলের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, তোমরা এ সম্বন্ধে আমাকে কিছু বোলোনা। আমার দুঃখ আমারই থাক—তোমরা তার ভাগ নিতে এসো না।

কল্যাণ। আচ্ছা আর বলবোনা। কিন্তু চঞ্চলের সংশোধনের আশাও কি—

নন্দা। সংশোধন! তার সংশোধনের স্বপ্ন তোমরা দেখোগে, আমার আর ওতে সাধ নেই।

কল্যাণ। হবে। হয়ত আমরাই ভুল করছি। (চলিয়া যাইতে যাইতে) কিন্তু আমি বুঝতেই পারিনে যে কী এমন ব্যাপার ঘটলো—

নন্দা। শোন! (কল্যাণ ফিরিয়া আসিল) তুমি বলছো কী এমন ব্যাপার ঘটলো, যাতে আমি স্বামীত্যাগ করে চলে এসেছি?……দেখবে তবে আমার পিঠ? সেখানে আজ এমন একটুও জায়গা খালি নেই,—বাইরে থেকে তোমরা কী বুঝবে তার? [কাঁদিয়া ফেলিল]

কল্যাণ। এ তুমি কি বলছো নন্দা! চঞ্চল কি তোমাকে মারে নাকি?

নন্দা। নইলে কি শুধুই চলে এসেছি? এ তোমাদের কোন্ দেশী আইন বড়দা, সে সহ্য করবার শক্তি হারালেও আমার প্রতিবাদ করবার অধিকার থাকবে না? স্বামীর চরিত্র-হীনতা স্ত্রীকে প্রশংসা করতে হবে, এ কোন্ শাস্ত্রে আছে?

কল্যাণ। কোন শাস্ত্রেই নেই ভাই!

নন্দা। তবে?

কল্যাণ। আমায় বিশ্বাস কর নন্দা। সত্যি বলছি আমি এর কিছুই জানতাম না। আমি না জেনে তোমার মনে ব্যথা দিয়েছি, আমায় ক্ষমা কর। কিন্তু এর পরেও যদি চঞ্চল আসে এ বাড়ীতে, তা হ'লে তার অদৃষ্টে দুঃখ আছে, এই আমি তোমাকে বলে রাখলাম।

নন্দা। লাভ নেই বড়দা! তাকেও দুঃখ দিয়ে লাভ নেই, আর আমাকেও সুখে রেখে কাজ নেই, আমার দিন যেমন চলছে, তেমনি চলতে দাও।

কল্যাণ। তোমার এ কথার কোন মানে হয় না নন্দা। স্ত্রীর ওপর অত্যাচার আমাদের দেশে নতুন নয়, কিন্তু তাই বলে তার প্রতিকার নেই, এমন কথাতো বলা চলেনা!

নন্দা। না বড়দা না। আমার কথা রাখ—তুমি এর প্রতিকার করতে চেও না। তা হ'লে আমার বলতে যেটুকু এখনও অবশিষ্ট আছে—হয়ত বা তাও হারাবো। আমাকে তোমাদের কাছেই থাক্‌তে দাও।

(হঠাৎ প্রস্থান করিল)

(কল্যাণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিলেন সত্যপ্রসন্ন ও অলক। সত্যপ্রসন্ন কল্যাণকে তদবস্থায় দেখিয়া একটু অবাক হইয়া কহিলেন)

সত্য। কল্যাণ কি কোথাও বেরুচ্ছ?

কল্যাণ। আজ্ঞে হ্যাঁ। একবার কাশীপুর যেতে হবে।

সত্য। একেবারে খেয়ে বেরুলেইতো হ'তো। যা হোক তাড়াতাড়ি এসো।

কল্যাণ। যে আজ্ঞে!

সত্য। অলকের সঙ্গে তোমার বুঝি পরিচয় নেই?

কল্যাণ। না, নন্দার কাছে ওর সব বিবরণ শুনলাম। এখন তো সময় নেই, ফিরে এসে ওর সঙ্গে আলাপ করা যাবে।

(প্রস্থান)

সত্য। বসো অলক! (অলক বসিল) তা' এটা কি আমার ভুল হয়েছিল বলতে চাও?

অলক। না। তাই বা কি করে বলি?

সত্য। তবে? রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে চঞ্চল আমাদের বাঙ্গালী পরিবারের একমাত্র কাম্য ছেলে। সম্বন্ধ যখন

এলো—সত্যিই আমি আনন্দিত হয়েছিলাম অলক ! ভেবেছিলাম, নন্দা আমার যে রকম শান্তমেয়ে, ওর পক্ষে হয়ত এ ভালই হলো। তখন তো ভাবিনি—ওপরে বসে বিধাতা পুরুষ শুধু হেসেছিলেন আমার কথা শুনে !

অলক। কিন্তু তার দোষটা কী ? রাত্তিরে বাড়ীতে থাকে না, কিম্বা অনেক রাত্তিরে বাড়ী ফেরে—এই তো ?

সত্য। শুধু তাই নয় বাবা ! এই বেশী রাত্তিরে আসা নিয়ে নন্দার কোন রকম অভিযোগ করা পর্য্যন্ত চলবেনা, এমন আদেশও সে নাকি করেছে। এ ছাড়া লাঞ্ছনা গঞ্জনার তো কথাই নেই।

অলক। বাস্তবিকই দুঃখের বিষয় ! ওর এই অল্প বয়স—

সত্য। দুঃখের বিষয় নয় ? তোমাকে কি বলবো অলক, তুমি আমার নিজের ছেলের চেয়ে কম নও, চঞ্চলকেও আমি যথেষ্ট বুঝিয়েছি, অবিশ্যি আমার পক্ষে যতটা সম্ভব। কিন্তু সে সমস্ত ব্যাপারটাই অস্বীকার করলো। সে আমায় স্পষ্ট বলে গেল, তার চরিত্রহীনতা সম্বন্ধে সব কথাই নাকি নন্দার নিজের রচনা। আসল কথা ও নাকি আমাদের ছেড়ে কোথাও থাকতে পারবে না।

অলক। এ একটা যুক্তিই নয়।

সত্য। এর পরেও কী ক'রে আমি তাকে ভালো হবার উপদেশ দিই বলতো বাবা !

অলক। তাতো বটেই !

(ছন্দার প্রবেশ)

ছন্দা। বাবা তোমার জন্যে কি আমরা মাথা খুঁড়ে মরবো ?

সত্য। কেন মা, আমি ত কিছু—

ছন্দা। তোমাকে আর কতবার ক'রে বলতে হবে যে সকাল বেলাটা গভীর তত্ত্বালোচনার সময় নয়, তার জন্য অন্য সময় আছে !

সত্য। তত্ত্বালোচনাতো নয় মা, শুধু একটুখানি পারিবারিক আলোচনা—

ছন্দা। না, তারও সময় এটা নয়। তোমার স্নান করা আর খাওয়া দাওয়ার জন্য সমস্ত পরিবার রইলো উপোস ক'রে আর এদিকে তুমি পারিবারিক আলোচনায় ব্যস্ত—এটা কি ভাল ?

অলক। আরে চুপ চুপ ! মেয়েদের যে আজও আমরা প্রিয়বাদিনী বলে থাকি !

ছন্দা। বলো সেটা তোমাদের মোহ। প্রিয়-বাক্য কাকে বলে তা আমরা জানি, কিন্তু সেটা অপ্রিয়বাক্য না জেনে নয়—জেনে ! ওঠো বাবা।

সত্য। আচ্ছা, অলক আমি তাহলে স্নানটা সেরে আসি। তুমি ততক্ষণ বসে বসে ছন্দার কথাগুলো হজম করবার চেষ্টা ক'রো, তাতে—

ছন্দা। পরিপাকশক্তি বাড়বে। [উভয়ের প্রস্থান]

(অলক ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া একটা সিগারেট ধরাইল, তারপর সেদিনের খবরের কাগজখানি দেখিতে লাগিল। সম্মুখের দরজা দিয়া প্রবেশ করিল চঞ্চল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যুবা। মুখে শিক্ষা ও লাম্পট্যের ছাপ রহিয়াছে। কথাবার্তায় লেশ-মাত্র রস নাই।

চঞ্চল। সত্যবাবু ভেতরে আছেন ?

অলক। হ্যাঁ আছেন ! ডেকে দেবো ?

চঞ্চল। না ডাকতে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি।

অলক। (সবিস্ময়ে) নিজেই যাচ্ছেন! আপনার নাম?

চঞ্চল। আমার নাম চঞ্চল চ্যাটার্জ্জি।

অলক। ও! তুমিই চঞ্চল? নন্দার স্বামী?

চঞ্চল। হ্যাঁ আমি নন্দারই স্বামী বটে! কিন্তু আপনি তার কে? আপনাকে তো চিন্‌তে পারছিনে!

অলক। পারবেও না। আমি এ বাড়ী ছাড়ার অনেক পরে তোমাদের বিয়ে হয়েছে।

চঞ্চল। ও! তা' আপনি নন্দার কে, তাতো বললেন না!

অলক। আমি? ধর তার বন্ধু!

চঞ্চল। (ব্যঙ্গস্বরে) বন্ধু! ভাল—ভাল!

(চঞ্চল ভিতরে চলিয়া গেল। অলক একটু পরে বাহিরে যাইবার জন্য উঠিতেই পিছন হইতে ধীর পদে তন্দ্রা প্রবেশ করিয়া ডাকিল।)

তন্দ্রা। শোন!

অলক। (ফিরিয়া) যাক্—তুমি তাহ'লে এ বাড়ীতেই আছো?

তন্দ্রা। তুমি আবার এলে কেন?

অলক। তুমি সেই একশো টাকা আমার নামে পাঠিয়ে দিয়েছিলে তন্দ্রা, তার জন্য আমার ধন্যবাদ নাও!

তন্দ্রা। সে আমি শুনতে চাইনি, আমি জানতে চাই, তুমি আবার এখানে এলে কেন?

অলক। যত দিন যাচ্ছে ততই বুঝছি তোমাকে ছেড়ে আমি দূরে থাকতে পার্‌বো না।

তন্দ্রা। তুমি কি ভুলে যাচ্ছো যে আমি বিবাহিতা, আমার স্বামী আছেন?

অলক। তোমার স্বামী আছেন, একথা আমার বুঝ্‌তে পারার জ্বালা তুমি বুঝতে পারো ?

তন্দ্রা। আমার স্বামী সেদিন থেকেই আমাকে সন্দেহ করতে সুরু করেছেন। সিগারেটটা যে তুমি ইচ্ছে করেই ফেলে গেছ— সে আমি জানি। কিন্তু আমার অনুরোধ—এমন ভাবে আমার সর্ব্বনাশ তুমি কোরো না,—তুমি এখান থেকে এক্ষুণি চলে যাও।

অলক। সে আমি পারবো না তন্দ্রা।

তন্দ্রা। পারবে না ! আশ্চর্য্য ! কত সহজেই না আজ এ কথা তুমি বলতে পারছো ! আচ্ছা, কিসের বিনিময়ে তুমি আমাকে চিরদিনের জন্য পরিত্রাণ দেবে—বলতে পারো ?

অলক। হঁ্যা।

তন্দ্রা। তবে বল। আমি যেমন ক'রে পারি তার ব্যবস্থা করবো।

অলক।— কিন্তু এখানে—

তন্দ্রা। এখানে বলতে লজ্জা করবে ? আচ্ছা এস তবে আমার ঘরে।

অলক। আহা—ব্যস্ত কেন, হবে'খন।

তন্দ্রা। (নেপথ্যে চাহিয়া) চঞ্চল আর নন্দা এ ঘরে আসছে। এস ! দেরী আমার সইবে না। কী তোমার দাবী—আমি শুনতে চাই, তারপর দেখি প্রাণ দিয়েও সে দাবী শোধ করা যায় কি না ! এস ! [উভয়ের প্রস্থান]

(প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীর ভিতর হইতে চঞ্চল প্রবেশ করিল এবং তাহার পিছনে পিছনে ধীরপদে নন্দা। রাগে চঞ্চলের মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে।)

চঞ্চল। তুমি যাতে যাও—আমি তার ব্যবস্থা করবো।

নন্দা। ব্যবস্থা তুমি যা ইচ্ছে কর্‌তে পারো, কারণ সেটা তোমার হাতে। কিন্তু যাওয়া না যাওয়াটা আমার ইচ্ছে।

চঞ্চল। তোমার ইচ্ছে? আমি দেখবো তোমার ইচ্ছে আমি বদলাতে পারি কি না!

নন্দা। দেখো।

চঞ্চল। দেখবোইত! স্বামীর ঘর ছেড়ে এসে তুমি যে এখানে স্বাধীন জেনানা সেজে বন্ধু নিয়ে ফুর্ত্তি করবে তা' আমি হ'তে দেবো না। ব-ন্ধু! তুমি সেদিন একলা গাড়ী ক'রে চলে এলে কার হুকুমে আমি জান্‌তে চাই।

নন্দা। আস্তে কথা কও। এক্ষুনি বাবা শুন্‌তে পেয়ে ছুটে আসবেন। কেলেঙ্কারী তো অনেক হয়েছে—আর কেন?

চঞ্চল। না, কেলেঙ্কারীর এখনও কিছুই হয়নি। বাবা ছুটে আসবেন! বাপের আদরেই তো এমন হ'য়েছে—নইলে—

নন্দা। থামো। আমার বাবাকে জড়াচ্ছো কেন?

চঞ্চল। নিশ্চয় জড়াবো। এতই যদি মেয়েকে কাছে রাখবার সখ বিয়ে না দিলেই পারতেন। না হয় সংসারে ঘর জামায়ের তো অভাব ছিল না! সে যাক্—তুমি যাবে কিনা আমি জান্‌তে চাই।

নন্দা। না।

চঞ্চল। শোন! আমি তোমাকে জোর ক'রে নিয়ে যেতে পারি—তা জানো? বিবাহিতা স্ত্রীর বাপের বাড়ীতে থাকবার কোন অধিকার নেই—তা জানো?

নন্দা। জানি। চরিত্রহীন লোকের স্ত্রীর ওপর কোন অধিকার থাকবে না—আমিও এই কথা প্রমাণ করবো। তুমি

বেশ্যাবাড়ী থেকে ফিরে এসে যে স্ত্রীর উপর স্বামীত্ব দেখাবে —সে স্ত্রী আমি নই। আমরা আজকালকার মেয়েরা— যে জিনিষটাকে মিথ্যে বলে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিই, তুমি তাকেই প্রমাণ করেছো আমার সমস্ত শরীরে বেত মেরে মেরে ; এমনি এক আধ্‌দিন নয়, দিনের পর দিন,—একটা কুকুরের স্বাধীনতাও আমার চেয়ে বেশী। আর কি চাও ?

চঞ্চল। ও! খুব যে বক্তৃতা দিচ্ছো! বেত মেরেছি—তাই খুকু-মণির রাগ হয়েছে। মেরেছি তার হবে কি?……আচ্ছা তোমার এই অবাধ্যতার শাস্তি আমি দেবই, এখন নয়— আগে নিয়ে যাই। তুমি এটা ঠিক জেনো তোমাকে নিয়ে আমি যাবই। জে—দ!—আচ্ছা! জেনো তোমাকে নিয়ে যেতে যদি আমি নিজের শক্তিতে না পারি—রাজার শক্তি আমাকে সাহায্য করবে।

(দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। নন্দা একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া টেবিলে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল ছন্দা, মুখ তাহার অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর মনে হয় আড়াল হইতে দিদি ও ভগ্নিপতির কথাবার্ত্তা সে শুনিয়াছে। সে আসিয়া নীরবে নন্দার মাথার চুলে আঙুল বুলাইতে লাগিল)

ছন্দা। মেজদি! (উত্তর না পাইয়া) মেজদি! খাবে চল মেজদি!

নন্দা। ছন্দা! তোর যেন কখনও বিয়ে না হয়, তোর যেন কোন-দিন পাত্র না জোটে! অনেক সুখের স্বপ্ন আমরা দেখে-ছিলাম, কিন্তু তুই যেন তা' দেখিস্‌নে ভাই।

(তন্দ্রার প্রবেশ)

তন্দ্রা। কী হয়েছে? কাঁদছিস কেন নন্দা?

ছন্দা। মেজদা এসেছিল।

তন্দ্রা। ও! কাঁদিস্‌নি নন্দা। মিছিমিছি চোখের জল খরচ করে কোনই লাভ নেই! জেনে রাখ্—বিয়ে হবার পর—মেয়েদের জীবনে এই একটী মাত্র রাস্তা—যেখান দিয়ে মরণ পর্য্যন্ত আমাদের চলতে হবে। পুরুষ—পুরুষ আর পুরুষ! আমরা চলবো—আমাদের চালাবে পুরুষ, তাদের হাতে আছে চাবুক—আর আমাদের চোখে আছে জল!

ছন্দা। খাবে চল মেজদি!

(নন্দা ও ছন্দার প্রস্থান)

(নন্দা ও ছন্দার প্রস্থানের পর ধীরে ধীরে সে ঘরে প্রবেশ করিল—অলক)

অলক। তা হ'লে তুমি রাজী নও?

তন্দ্রা। না।

অলক। আশা করি এর পর তুমি আমাকে আর কোন দোষ দেবেনা এবং এখান থেকে আমাকে চলে যেতেও বলবে না।

তন্দ্রা। তুমি কি তোমার মনুষ্যত্ব এমনি করেই হারিয়েছ? এক ফোঁটাও কি আজ তার অবশিষ্ট নেই?

অলক। (হাসিয়া) কেন?

তন্দ্রা। নইলে আমার কাছে আজ তোমার এ কী প্রস্তাব!

অলক। কেন, এতো খুব সহজ প্রস্তাব! আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না। আমাদের সেই হারাণো সংসারকে চল আমরা আবার পাতি! আর তোমার ত বোঝা উচিত যে তোমার আমার জীবনে কল্যাণ একটা accident! তোমার ওপর তার কোন দাবীই থাকা উচিত নয়।

তন্দ্রা। তুমি আমার সম্বন্ধে যা ইচ্ছে বল, কিন্তু আমার স্বামীর সম্বন্ধে কিছু না বললেই খুসী হবো।

অলক। বটে! যাক্—বেশী আর কি বলবো? পশ্চিমে চাকরী পাওয়াটা মিথ্যে নয়। চল আমার সঙ্গে, দেখবে আজও আমি নীড় রচনায় কত পটু। আর যদি না যাও—

তন্দ্রা। যদি না যাই—

অলক। তাহ'লে যেতে তোমাকে বাধ্য করবো! যে স্বামীকে ছাড়তে তোমার প্রেম এবং সংস্কারে বাধ্‌ছে, তিনিই তোমার যাবার পথ দেখিয়ে দেবেন।

তন্দ্রা। বটে! তুমি কি ভেবেছো—ভয় দেখিয়ে যে সব মেয়েকে মুঠোর মধ্যে পাওয়া যায়—আমি তাদেরই একজন? তোমায় আমি আগেও বলেছি—এখনও বলছি, তোমার প্রস্তাবে আমি রাজী নই। এ নিয়ে যদি বেশী বাড়াবাড়ি কর, তবে অনেক অপমান মাথায় নিয়ে তোমায় এ বাড়ী ছাড়তে হ'বে।

অলক। বেশ। তবে আমি সেই অপমানের অপেক্ষাতেই রইলাম। তোমার আমার অনুরাগ প্রেম সব হয়ে গেল মিথ্যে, আর দুটো সংস্কৃত মন্ত্র পড়ে আর একজনের অধিকার হ'লো শাশ্বত, এ আমি কিছুতেই স্বীকার করবো না।

তন্দ্রা। (একটু ভাবিয়া সুমিষ্ট কণ্ঠে) অলকদা! কেন তুমি এত অবুঝ হচ্ছো? তোমার সেই আগের দিনের ভালবাসার দোহাই, তুমি যাও অলকদা,—তুমি যাও। যদি তুমি সত্যি কোনদিন আমায় ভালবেসে থাক—তাহা হ'লে এমন ক'রে আমায় ডুবিও না, তুমি যাও অলকদা!

অলক। আমি তা পারবো না তন্দ্রা!

তন্দ্রা। (অলকের হাত ধরিয়া) পারতেই হবে অলকদা, তুমি যাও! আমি জানি আজও তোমার আমার গভীর ভালবাসায় কোন কলঙ্ক নেই, তাকে চিরদিন অম্লান থাকতে দাও অলকদা, অন্যায় করবার উত্তেজনায় তাকে পঙ্কিল করে তুলো না তুমি!

অলক। আচ্ছা আমি ভেবে দেখি তন্দ্রা!

তন্দ্রা। না না ভাবতে তোমাকে আমি দেবো না। আমি আজও তোমাকে ভালবাসি। তুমি না ভেবেই—আমার সেই প্রেমের সম্মান আমাকে দাও অলকদা।

[নেপথ্যে কল্যাণ] ভেতরে আসতে পারি?

তন্দ্রা। [চমকিয়া অলকের হাত ছাড়িয়া] স্বচ্ছন্দে।

(কল্যাণের প্রবেশ তার মুখ গম্ভীর)

কল্যাণ। ইনিইতো আজকের নবাগত অতিথি—না?

তন্দ্রা। হ্যাঁ তোমার ফিরতে এত দেরী হ'ল কেন? কোথায় গেছলে?

কল্যাণ। (অলকের প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া) নমস্কার!

অলক। নমস্কার! কিন্তু আপনার ভুল সংশোধন না করে আমি থাকতে পারছিনে। আমি এ বাড়ীতে নবাগত নই অনেক দিন থেকেই স্বাগত। এমন কি আপনার এবং তন্দ্রার বিয়ের অনেক আগে থেকে।

কল্যাণ। তা বুঝতে পেরেছি। তন্দ্রা যে বিবাহিতা একথা আপনি জানেন দেখে খুসী হলাম।

অলক। শুধু বিয়ে কেন? তন্দ্রার অনেক কথাই আমি জানি!

কল্যাণ। যথা ?

তন্দ্রা। তোমার এ অন্যায় প্রশ্ন। উনি আমাদের অতিথি এ কথা ভুলে গেলে চলবে কেন ?

কল্যাণ। বলুন, কি জানেন আপনি তন্দ্রার সম্বন্ধে ?

তন্দ্রা। [গলায় জোর দিয়া] উনি কিছু জানেন না।

কল্যাণ। বেশতো, সে কথা আমি ওর মুখ থেকেই শুনতে চাই।

তন্দ্রা। না, অলকদা এই পরিবারের পুরাণো বন্ধু। অনেক দিন থেকে উনি এখানে যাওয়া আসা করেন,—উনিতো অনেক কথাই জানবেন, কিন্তু সে সব তোমার শোনবার কোন অধিকার নেই !

কল্যাণ। ও ! তা হ'লে বোঝা যাচ্ছে যে তোমার সম্বন্ধে সত্যিই কিছু জানবার আছে ?

অলক। দেখুন আমাকে উপলক্ষ্য করে আপনাদের স্বামীস্ত্রীর মনো-মালিন্য হওয়াটা আমি পছন্দ করি না। আমি যা দু'একটা খবর জানি—তা আপনাকে বলছি।

তন্দ্রা ! না।

কল্যাণ। না মানে ?

তন্দ্রা। না মানে—না। সে সব খবর তুমি শুনতে পাবে না।

কল্যাণ। তোমার ব্যবহারে আমি অবাক হচ্ছি তন্দ্রা। তোমার সম্বন্ধে সেটা কী এমন গোপন খবর, যা একজন তৃতীয় ব্যক্তির কাছে জমা রয়েছে, অথচ আমি তা জানতে পারলে তোমার সর্ব্বনাশ হবে।

তন্দ্রা। সোজা ভাবে কথা কইতে যদি তুমি ভুলে গিয়ে থাকো, তা হলে এখান থেকে যাও।

কল্যাণ। অলকদাও কি তাই বলেন নাকি ?

অলক। অলকদা কিছুই বলেন না। আমি তো আপনাকে সব কথা বলবার জন্য উৎসুক, কেবল তন্দ্রার অনিচ্ছাতেই পিছিয়ে যাচ্ছি।

কল্যাণ। না না পিছিয়ে যাবেন না—পিছিয়ে যাবেন না! এসব ক্ষেত্রে এগিয়ে আসাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। ভয় কী? বাতাসতো এখন আপনার পালে!

তন্দ্রা। অলকদা! তুমি যে হাঁ ক'রে কথাগুলো গিলছো! তোমার হ'ল কি? আমাকে যা বলছিলে সেটা শেষ কর!

অলক। তোমাকে! কি বলছিলাম বলতো!

কল্যাণ। ভেবে দেখুন—ভেবে দেখুন—কিছু একটা বলছিলেন হয়তো, ভুলে গিয়ে থাক্‌বেন। পিক্‌নিক্-গার্ডেন পার্টি—কি কোন বিদেশে বেড়াতে টেড়াতে—ভেবে দেখুন!

(তন্দ্রা চমকাইয়া কল্যাণের দিকে চাহিতেই সে উচ্চহাস্ত করিয়া প্রস্থান করিল)

(ঘরময় ক্ষণিক নিস্তব্ধতা)

অলক। (ধীরকণ্ঠে) আজ তুমি আমাকে মস্ত বড় একটা লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছো তন্দ্রা! (তন্দ্রা নিরুত্তর) আমাকে আজও যে কতখানি ভালবাসো—তা আগে বুঝ্‌তে পারি নি বলে আমায় ক্ষমা কর! তোমার প্রেমের গম্ভীরতার কাছে—

তন্দ্রা। থামো—থামো! এরকম বিনিয়ে বিনিয়ে কথা কইতে লজ্জা করে না তোমার? পশুর অধম তোমরা! তোমাদের লজ্জা নেই, ঘৃণা নেই, মায়া নেই, মমতা নেই—কিছু নেই তোমাদের।

(অলক অবাক হইয়া তন্দ্রার মুখের দিকে চাহিয়াছিল একটা সুগভীর উত্তেজনায় তন্দ্রার মুখ চোখ লাল—গলার স্বর কাঁপিতেছে।)

তন্দ্রা। প্রেম!……ভালবাসা!……গোটা কতক তৈরী-করা কথার লোভে আমি তোমার সঙ্গে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাব—এ কী করে আশা করো তুমি?……তুমি আজকেই যাবে তো যাও, নইলে চাকর দিয়ে অপমান ক'রে তোমায় এখান থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা করবো। (চলিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ ফিরিয়া) ভদ্রবেশী লম্পট! তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব নেই—কোন কালে ছিলও না!

(দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। অলক তাহার যাওয়ার পথের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল)

যবনিকা নামিতে লাগিল।

তৃতীয় দৃশ্য

দশদিন পরে　　　　　১৯৪২

সত্যপ্রসন্নের বৈঠকখানা

সময়—রাত্রি ৯টা

(দশদিন পরে। সত্যপ্রসন্নের বাহিরের ঘর। রাত্রি নয়টা। ছন্দা গান গাহিতেছিল)

তোমার আসার আশায় আমার সকল দুয়ার রইল খোলা,—
অচিন্ পথের বন্ধু আমার ওগো আমার আপন ভোলা।
কখন তুমি আসবে ফিরে
সুদূর হতে সীমার তীরে—
কবে তোমার বাহুর বাঁধন, চিত্তে আমার দেবে দোলা ॥

(গানের শেষে উৎপলের প্রবেশ)

উৎপল। চমৎকার !

ছন্দা। কী চমৎকার? কথা না সুর ?

উৎপল। সুর !

ছন্দা। না কথা। কথা নিয়েই তো সুরের সৃষ্টি।

উৎপল। ঠিক উল্টো, সুরের প্রেরণা থেকেই কথার সৃষ্টি।

ছন্দা। তা হ'লে কবির কৃতিত্ব কোথায় ?

উৎপল। সুরের কান্নাকে ভাষা দেওয়ায়।

ছন্দা। উঃ! ভারী তো কৃতিত্ব! অমন সবাই পারে।

উৎপল। না—পারে না। তুমি চটোনা ছন্দা, কিন্তু সত্যি বলছি কাব্যরচনা সকলের জন্য নয়।

ছন্দা। ওটা আপনারি একচেটে বুঝি ?

উৎপল। না তাও বলছি না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তুমি আমাকে তুমি বলবে কবে? আপনি বলাটা এখনও ভাল লাগে তোমার ?

ছন্দা। কেন লাগবে না ?

উৎপল। কেন লাগবে না ? যারা একমাসের ভিতর স্বামী স্ত্রী হতে চলেছে, তারা এখনও পরস্পরকে আপনি বলা ছাড়তে পারল না, সভ্য জগৎ একথা শুনলে বলবে কি ?

ছন্দা। সভ্য জগতের আমি কী ধার ধারি ? আমার খুসী আমি আপনি বলবো! যার ভাল না লাগে—তাকে এখানে বসে থাকতে তো কেউ মাথার দিব্যি দিচ্ছে না।

(একখানি মাসিক পত্রিকা খুলিয়া দেখিতে লাগিল। একটু পরে)

উৎপল। ছন্দা!

ছন্দা। উঁ!

উৎপল। তুমি রাগ করছো ?

ছন্দা। হুঁ।

উৎপল। তোমার রাগে আমার পৃথিবী ম্লান হ'য়ে আসে ছন্দা!

ছন্দা। তাইতো হবে। আমার রাগে আপনার পৃথিবী হবে ম্লান, আমার বীতরাগে সেই পৃথিবী হবে অন্ধকার, আর আমার অনুরাগে সেই অন্ধকারে ফুটবে কেবল সর্ষেফুল। আচ্ছা উৎপলবাবু! আপনি সর্ষেফুল দেখেছেন কখনও ?

উৎপল। সর্ষেফুল! নাতো!

ছন্দা। সে কি! বাংলাদেশের সাহিত্যিক আপনি, জীবনে কোনদিন সর্ষেফুল দেখেন নি? আচ্ছা আমি একদিন দেখাব আপনাকে।

উৎপল। তুমি কি আজ বাজে কথাই কইবে ?

ছন্দা। সবগুলোই বাজে কথা হয়ে গেল ? আচ্ছা বেশ এবার তবে কাজের কথাই কইছি ! আজকে গিনি সোনার দরটা দেখেছেন ?

উৎপল। সোনার দর ?

ছন্দা। হ্যাঁ, সোনার দর, শেয়ার মার্কেট রিপোর্টগুলো দেখে রাখবেন ভাল করে, সংসার করতে গেলে ওগুলো বড্ড দরকার হবে যে !

উৎপল। তোমার যদি অসুবিধে হয় ছন্দা, আমি বরং চলে যাচ্ছি, কিন্তু দোহাই তোমার, এই বাজে কথার স্রোত একটুখানি থামাও।

ছন্দা। (কপট গাম্ভীর্য্যে) আমি যখন কথা কইলেই সেটা বাজে কথা হয়ে যায়, তখন দরকার নেই বাবা আমার কথা কওয়ার।

(গম্ভীর মুখে কাগজ উল্টাইতে লাগিল)

উৎপল। ছন্দা ?

ছন্দা। কী ?

উৎপল। আমাদের বিয়ের পর আমরা কি করবো বলতো ?

ছন্দা। তাতো বলতে পারছিনে প্রভু। তবে ঘোমটা দেব—সিঁদুর পরবো, আর—

উৎপল। না—না সিঁদুর পর তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু দোহাই তোমার—ঘোমটা তুমি দিও না। তোমার ও মুখখানা আমার চোখ থেকে আড়াল হলেই আমি মরে যাবো।

ছন্দা। তাই নাকি ?

উৎপল। নিশ্চয়ই।

ছন্দা। আচ্ছা শুনুন। আমাদের বিয়ের পরে আমি যখন এখানে থাকবো, আপনি চিঠি দেবেন ?

উৎপল। হ্যাঁ, রোজ একখানা।

ছন্দা। কী থাকবে সে সব চিঠিতে ?

উৎপল। ইয়ে—

ছন্দা। বুঝতে পেরেছি। আর যখন আপনাদের বাড়ীতে থাকবো তখনও চিঠি দেবেন তো ?

উৎপল। তখন কি রকম ক'রে—

ছন্দা। হ্যাঁ, তখনও বাদ দেবার দরকার নেই। পাশাপাশি দুখানা খাট থাকবে,—রাত জেগে দুজনে দুজনকে চিঠি লিখে সেই রাত্রেই উত্তর নিয়ে তবে ঘুমুবো। কেমন ?

উৎপল। সেটা কি ভাল হবে ?

ছন্দা। খুব ভাল হবে। রোজ একখানা করে চিঠি পাওয়া যাবে— তার উপর টিকিটের খরচাটা যাবে বেঁচে। ভাল কথা, আপনি আপনার বাবাকে বলেছেন ?

উৎপল। আমাদের বিয়ের মত নেওয়ার কথা ? না এখনও বলিনি, দু'চার দিনের মধ্যেই বলবো। ও আর বলাবলি কি— বাবার মত হ'য়েই আছে, একবার মুখের কথা বলা মাত্র। তারপর জানো ছন্দা, বিয়েটা হ'য়ে গেলেই আমরা দুজনে পশ্চিমে বেড়াতে যাবো। অনেক দূরে আর অনেক দিনের জন্য। (উঠিয়া দাঁড়াইল) রাজপুতানার দিকেই যাবার ইচ্ছে আছে !

ছন্দা। (উঠিয়া) তা' এখনই চললেন নাকি ? রাজপুতানা ? এত দেশ থাকতে হঠাৎ রাজপুতানায় কেন ?

উৎপল। রাজপুতানাই তো জায়গা। কুড়ি পঁচিশ ঘর লোকের বাস, চার পাশে তার ধূ ধূ করছে মরুভূমি, বৈশাখী দুপুরে আমরা দুজনে বসবো মুখোমুখী হ'য়ে—

ছন্দা। বৈশাখী দুপুরে ?

উৎপল। হ্যাঁ।

ছন্দা। পৌষমাসে গেলে বৈশাখী দুপুর আপনি কোথায় পাবেন ? তার চেয়ে বলুন—পৌষালী দুপুরে।

উৎপল। আমায় বলতে দেবে না তা' হলে ?

ছন্দা। আচ্ছা বলুন।

উৎপল। বৈশাখী দুপুরে আমরা দুজনে বসবো মুখোমুখী হ'য়ে, দূরে দূরে ডাকবে দু একটা ময়ুর—

ছন্দা। একটা ময়ূর কিন্তু আমার চাই।

উৎপল। তারপর যখন রাত্রি নামবে সেই অসীম মরুভূমির নির্জ্জনতার ওপর, একাদশীর চাঁদের ম্লান আলো যখন রহস্যময় ক'রে তুলবে সেই প্রাচীন ইতিহাসের দেশ—তখন—

ছন্দা। তখন আমার ভয় করবে।

উৎপল। শোনই না। তখন সেই গভীর রাত্রে আমরা দুজনে বেরুবো পায়ে হেঁটে—বালির ওপর দিয়ে দূর থেকে দূরে—

ছন্দা। কোথায় ?

উৎপল। নির্জ্জনতার গোপন লোকের উদ্দেশে—

ছন্দা। না, বাপু না। সে আমি পারবো না। পাহাড়ে জংলীদেশ সাপ, বাঘ, ডাকাত, কত কি থাকতে পারে ! না-না ওসব আমি পারবো না। রাত্তির বেলায় নির্জ্জনতার গোপন

লোকের উদ্দেশে বেরুনোর চাইতে ঘরে শুয়ে চুপটি ক'রে ঘুমোনো অনেক ভাল !

উৎপল। আঃ। থামোই না একটু।

ছন্দা। না, আপনি আগে বলুন যে ঘুমোবেন।

উৎপল। আচ্ছা ঘুমুবো ! হ'লতো ?

ছন্দা। হ্যাঁ হয়েছে। কিন্তু ভাল লাগছে না এ সব কথার কচকচি, একটা গান গাইবেন ?

উৎপল। মানে ?

ছন্দা। খুব সহজ, একখানি কণ্ঠসঙ্গীত।

উৎপল। তুমি বড় বিরক্ত করতে পারো ছন্দা। দেখছো একটা গভীর সুরে কথা কইছি,—যাকগে শোন, যা গাইব একেবারে নতুন ধরণের ব্যাপার।

ছন্দা। যথা—

উৎপল। ইংরাজীতে একে বলে Story music.

ছন্দা। O. K.

উৎপল। (গান) "দীঘল দীঘির ধারে—

রাখাল ছেলে বাজায় বাঁশী আপন মনে বসে
এমন সময় ওপার থেকে জল ভরিবার ছলে
গাঁয়ের মেয়ে ডাক দিয়ে যায় তারে।"

ছন্দা। সাংঘাতিক মেয়ে তো ! সে হতভাগী দেখতে কেমন ?

উৎপল। (গান) "সোণার বরণ কন্যা সে যে মেঘের বরণ চুল
ঠোট দুটি তার রাঙা গুঞ্জন ফুলের সমতুল
দীঘল দীঘির ধারে—
কালো চোখের আলো ফেলে তাকায় বারে বারে।"

ছন্দা ! তখন সময়টা কী ?

উৎপল। (গান) "সময় তখন সন্ধ্যা হবো হবো—

আকাশ জুড়ে চলছে তখন আলো-ছায়ার খেলা

এমন সময় ঘর ভোলানো গাঁয়ের মেয়ের ডাকে

রাখাল ছেলে পার হ'ল ঐ পারে।"

ছন্দা। পার হ'য়ে এসে রাখাল ছেলে কী বললে ?

উৎপল। (গান) "রাখাল ছেলে বললে আমি বাঁশীর সুরে বকি

আমায় ডাকলে কেন সখি ! আমায় ডাকলে কেন ?

কী চাও তুমি বলো"—

জবাব দিতে গাঁয়ের মেয়ের নয়ন ছলো ছলো।

ছন্দা। পোড়ারমুখী গাঁয়ের মেয়ের শুধু নয়নই ছলো ছলো হ'ল—
মুখে কিছু বল্‌লে না ?

উৎপল। কী বল্‌লে তুমি বল্‌তে পারো ?

ছন্দা। পারি।

(গান) "গাঁয়ের মেয়ে বল্‌লে তোমার বাঁশীর সুরে মধু

তুমি কোথায় থাকো বঁধু, তুমি কোথায় থাকো ?"

উৎপল। (গান) "রাখাল ছেলে বল্‌লে আমি রতনপুরে থাকি

তোমার ডাকে এলেম তরী বেয়ে—

কী চাও তুমি বলো গাঁয়ের মেয়ে ?"

ছন্দা। (গান) "গাঁয়ের মেয়ে বল্‌লে আমার মনে আছে আশা

তোমার কাছে মিলবে ভালবাসা।"

উৎপল। বেশ—বেশ ! রাখাল ছেলে এই কথা শুনে অবাক হ'য়ে গাঁয়ের মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল। গাঁয়ের মেয়ে তখন বল্‌লে—

(গান) "ওগো বঁধূ তোমায় ভাল লেগেছে মোর মনে
মালা বদল করবো তোমার সনে।"

ছন্দা। মালা বদল! মালা বদল ক'রে স্বয়ম্বরা হতে চায়? বাপ্ রে বাপ্—কী সাহস! তারপর?

উৎপল। (গান) "এই বলে সে গাঁয়ের মেয়ে বসে বকুল তলে—
গলার মালা গাঁথলো নানা ছলে
তার পরে সেই ঝরা ফুলের মালা
মৃদু হেসে পরিয়ে দিলে প্রিয়তমের গলে "

কিন্তু মাল্য-দানের মন্ত্রটা কি ছিল—সেটা তোমায় বলতে হবে।

ছন্দা। নিশ্চয়ই বল্‌বো।
(গান) "বললে মেয়ে তুমিই আমার স্বামী—
যুগে যুগে আমার তরে বাজাও তুমি বেণু
ঘরের কাজে শুনি সে সুর আমি।"

উৎপল। রাখাল ছেলে বললে "তাই হোক সখি! আমিই তোমার স্বামী"—কিন্তু রাত্রি নামলো বনে বনে, এবার যে আমায় ফিরে যেতে হবে। কাল থেকে আমরা কেমন ক'রে মিলবো গাঁয়ের মেয়ে?

ছন্দা। উহুঁ! অত সোজা নয়—
(গান) "গাঁয়ের মেয়ে বললে প্রিয়, নাইবা মিলন হলো
মালা বদল করেছি আজ বনে—
জগৎ ভরে সেই কথাটি বাঁশীর সুরে বলো।"

উৎপল। সর্ব্বনাশ! রাখাল ছেলে এই কথা শুনে ব্যাকুল সুরে বল্‌লে, তুমি কি কোন দিন আমার ঘরণী হবে না গাঁয়ের মেয়ে?

ছন্দা। গাঁয়ের মেয়ে বললে—না। সেখানে জাতি আছে, ধর্ম্ম আছে, সংস্কার আছে—বাপ মা বন্ধুবান্ধব আছে ; তাই—

(গান) "ওপার থেকে বাজলে তোমার বাঁশী
এপার থেকে সকাল সাঁঝে বলবো ভালবাসি।"

উৎপল। আইডিয়াটা মন্দ নয়! তারপর?—

ছন্দা। আর কিছু নেই শেষ হয়ে গেছে। রাখাল ছেলে গেল রতন পুরে, গাঁয়ের মেয়ে ফিরলো নিজের গাঁয়ে। ব্যস্! আমার কথাটি ফুরালো!

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। (উৎপলকে) বাবু একবার আপনাকে ডাকছেন!

উৎপল। আমাকে?

শঙ্কর। আজ্ঞে হ্যাঁ!

উৎপল। কেন? ছন্দা!

ছন্দা। আমাকে নয়, আপনাকে ডাকছেন।

উৎপল। সে জানি। কিন্তু শঙ্কর, একটু পরে গেলে হত না?

ছন্দা। কেন? রাজপুতানায় আমাকে একা রেখে যেতে সাহস হচ্ছে না বুঝি?

উৎপল। না তা নয়—তবে,—আচ্ছা চল শঙ্কর—দেখাটাই ক'রে আসি আগে।

(শঙ্কর ও উৎপলের প্রস্থান)

[ছন্দা আপন মনে হাসিতেছিল, এমন সময় প্রবেশ করিল চঞ্চল, মুখ তার অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর]

ছন্দা। তবু ভাল, যে মেজদার মনে পড়লো।

চঞ্চল। মেজদার মনে পড়ার ওপর তোমাদের কিছু নির্ভর করে নাকি?

ছন্দা। করে বৈ কি! অন্ততঃ মেজদির তো করেই—

চঞ্চল। মেজদির কী?

ছন্দা। সুখ দুঃখ।

চঞ্চল। তোমার মেজদি কি সুখ দুঃখের ধার ধারেন? আমি তো জানি তিনি অতি-মানবী।

ছন্দা। না, তুমি বড্ড রেগেছো! বস দিকিনি চুপ ক'রে। শ্বশুর বাড়ীতে এসে জামায়ের দাঁড়িয়ে থাকার বিধি নেই।

চঞ্চল। সত্যিকারের শ্বশুর বাড়ী হ'লে সেই ব্যবস্থাই হ'ত।

ছন্দা। (আহত হইয়া) তার মানে তুমি আমাদের অস্বীকার কর?

চঞ্চল। নিশ্চয়ই! স্ত্রী যেখানে মিথ্যা, সেখানে শুধু শ্বশুর বাড়ী নামটা নিয়ে গর্ব্ব করার দুর্ব্বলতা আমার নেই।

ছন্দা। ভালবাসা দিয়ে তোমার স্ত্রীর মনকে তুমি জয় করতে পারনি, সেই অক্ষমতাকে তুমি ওই কথা বলে চাপা দিতে চাও? হবে, তোমরা মহাজন মানুষ—তোমাদের কথাই আলাদা।

চঞ্চল। নিশ্চয় আলাদা। যাক্—এসব অপ্রিয় আলোচনা আমি তোমার সঙ্গে করতে চাইনে। তুমি দয়া করে একবার তোমার বাবাকে ডেকে দাও।

[কোন কথা না বলিয়া ছন্দা চলিয়া গেল। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইত, এতবড় আঘাতে ছন্দার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। সে চলিয়া গেলে চঞ্চল একটা সিগারেট ধরাইল। একটু পরে বাহির হইতে কল্যাণ প্রবেশ করিয়া চঞ্চলকে এত রাত্রে এখানে দেখিয়া যেন একটু অবাক হইল]

কল্যাণ। চঞ্চল যে! ব্যাপার কি? স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে নাকি?

চঞ্চল। না, আপাততঃ তাঁর পিতার সঙ্গে।

কল্যাণ। পিতা! ও! তা'হলে তাঁকেও বাদ দেবে না ঠিক করেছো?

চঞ্চল। আপনার কথা আমি বুঝতে পারছিনে।

কল্যাণ। নিশ্চয় পারছো। অত বোকা তুমি নও। স্বামীত্বের যে আদর্শ তুমি দেখাচ্ছো, তা অত্যন্ত বোকার মাথায় আসেনা। আচ্ছা, নন্দার ওপর তোমার বিরাগের কারণ হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু নির্দ্দয়তার কারণটা বোঝা শক্ত।

চঞ্চল। নির্দ্দয়তাটা ব্যক্ত করুন।

কল্যাণ। এই যেমন নন্দাকে মারধর করা। এর মধ্যে তোমার দৈহিক শক্তির পরিচয় আছে বটে, কিন্তু পৌরুষ নেই।

চঞ্চল। দেখুন, আমি সারমন শুনতে আসিনি। আপনার সঙ্গে আমার এত পরিচয় নেই, যার জোরে আপনি আমাকে উপদেশ দিতে পারেন। মারধোর করতে আমি লজ্জাবোধ করি, আর এই সব মিথ্যা অপবাদ শুনেও আমার লজ্জাই হয়।

কল্যাণ। কিন্তু—

চঞ্চল। না—আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করবোনা। আপনার সঙ্গে আমার দরকার নাই, দরকার আপনার শ্বশুরের সঙ্গে। দয়া করে তাঁকে পাঠিয়ে দিলে আনন্দিত হবো।

কল্যাণ। এই যে আসল রূপ প্রকাশ পাচ্ছে। তোমার ভাগ্য ভালো আমি নন্দাকে কথা দিয়েছি তোমায় কিছু বলবোনা বলে। নইলে—

চঞ্চল। নইলে কী করতেন?

কল্যাণ। নইলে আজ তোমাকে একটুখানি শিক্ষা দিয়ে দিতাম।

চঞ্চল। শ্যালীর দুঃখে ভগ্নিপতির বুক ফাটতে এই প্রথম দেখলাম! আদর্শ আপনিও কম দেখালেন না।

কল্যাণ। Shut up! আমি তোমার স্ত্রী নই, তোমার ঐ মুখ আমি এক্ষুণি ভেঙে দেব। ভদ্রসমাজের আবর্জ্জনা—Get out, you stupid!

চঞ্চল। Stupid আমি নই, stupid আপনি। স্ত্রীকে লুকিয়ে শ্যালী প্রীতি—

(সহসা নন্দার প্রবেশ। সে স্বামীর দিকে ফিরিয়াও চাহিল না)

নন্দা। বড়দা, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আর একথাগুলো শুনোনা; ওঁর মুখ থেকে এ সব কথা শোনবার জন্য উনি অনেক লোক পাবেন—সে তুমি নও। এস আমার সঙ্গে।

চঞ্চল। এই যে! শুধু শুধু কেন যে তোমার বাবা আবার একটা লোক দেখানো বিয়ের অনুষ্ঠান করলেন—তাই ভাবি। বড়দাই তো ছিলেন বেশ।

কল্যাণ। (চীৎকার করিয়া) তুমি যাবে কিনা।

নন্দা। বড়দা, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি এখানে থেকোনা। চল।

(কল্যাণকে জোর করিয়া ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া হঠাৎ চঞ্চলের দিকে ফিরিল)

নন্দা। বাবা শুধু শুধু কেন একটা লোক দেখানো বিয়ের অনুষ্ঠান করলেন—এই তুমি জানতে চাইছিলে—না? আমার বাবাকে জানোত, কি রকম পাগল মানুষ! তিনি একটা Experiment করতে চেয়েছিলেন যে বানর জাতীয়ের সঙ্গে মানুষের match করে কিনা। বুঝলে?

(নন্দা ভিতরে চলিয়া গেল। চঞ্চল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাগে ও অপমানে তাহার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। এখন সময় কথা কহিতে কহিতে সে

ঘরে প্রবেশ করিলেন সত্যপ্রসন্ন ও উৎপল। সত্যপ্রসন্ন চঞ্চলকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন)

সত্য। চঞ্চল কখন এলে বাবা ?

চঞ্চল। খানিকক্ষণ—!

সত্য। দাঁড়িয়ে থেকোনা। বসো বাবা ! (উৎপলের দিকে চাহিয়া) তা হ'লে উৎপল, অনেক রাত্রি হয়ে গেছে—আজকে তুমি এসো ! আমার যা বলবার তোমায় বলেছি। কালই তুমি তোমার বাবাকে ব'লে তাঁর অনুমতি নিয়ে আসবে। কেমন ?

উৎপল। আজ্ঞে আচ্ছা।

সত্য। হ্যাঁ, এ নিয়ে আমি আর দেরী করতে চাইনে। ছন্দার বিয়েটা দিয়ে আমি একটু নিঃশ্বাস ফেলবো। বড্ড ক্লান্ত বুঝলে উৎপল, আমি বড্ড ক্লান্ত। মা হারা এই তিনটি মেয়েকে কী করে যে আমি মানুষ করে তুলেছি, তা এক ভগবানই জানেন। আজ ওরা বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, এইবার যথাযোগ্য পাত্রে ওদের দিতে পারলেই আমার দায়ীত্ব শেষ। যাক সে সব কথা। তুমি আর দেরী করোনা। কালই তোমার বাবাকে বলো—কেমন ?

উৎপল। আচ্ছা। আমি তা হ'লে আজ যাই ?

সত্য। এস বাবা।

(উৎপলের প্রস্থান)

(সত্যপ্রসন্ন চঞ্চলের কাছে ফিরিয়া আসিলেন, দেখিলেন চঞ্চল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে)

সত্য। চঞ্চল ভেতরে চলো বাবা।

চঞ্চল। না।

সত্য। (হাসিয়া) না কেন ? পাগল ছেলে ! স্বামীস্ত্রীর মান

অভিমান হচ্ছে শরতের মেঘ। এক পশলা বর্ষণের পরেই আর তার কোন অস্তিত্ব থাকে না।

চঞ্চল। সে কথা জানি। উপমা দিয়ে অনেক কথাই বলা সহজ! কিন্তু এসব মধুর বাক্যালাপের অন্য সময় আছে। আমি সেজন্য আসিনি।

সত্য। (আহত হইয়া) তবে কি জন্য এসেছো তাই বলো বাবা!

চঞ্চল। আমি জানতে এসেছি, আপনি নন্দাকে আমার সঙ্গে পাঠাবেন কিনা?

সত্য। তোমরা দুজনেই যতদিন না স্বাভাবিক অবস্থায় আসছো— ততদিন আমার পক্ষে এ কথার উত্তর দেওয়া কত শক্ত, তা তুমিই বিবেচনা ক'রে দেখ চঞ্চল।

চঞ্চল। (চীৎকার করিয়া) আমি বিবেচনা করে দেখেছি। স্ত্রীকে তার স্বামীর সঙ্গে পাঠাবেন এর মধ্যে বিবেচনার কী আছে মশায়?

সত্য। আছে বাবা আছে। তোমার সম্বন্ধে নন্দা আমাকে যে সব কথা বলেছে—

চঞ্চল। সে আপনাকে মিথ্যা কথা বলেছে।

সত্য। আমিও কামনা করি তার কথা মিথ্যেই হোক। যদিও আমি বেশ জানি নন্দা কখনই মিথ্যা কথা বলবে না—অন্ততঃ আমার কাছে। সে রকম শিক্ষাই তার নয়।

চঞ্চল। এই রকম আস্পর্দ্ধা দিয়েই তো ওর মাথাটি আপনি খেয়েছেন। মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, অথচ স্বামীর ঘর করবার মত ক'রে তার মনকে তৈরী করেন নি। খুব শিক্ষা দিয়েছেন তাকে।

সত্য। (শান্ত কণ্ঠে) চঞ্চল! আমার সঙ্গে এমন ভাবে কথা কওয়াটা কি তোমার উচিত হচ্ছে বাবা? আমি তোমার পিতার তুল্য।

চঞ্চল। পিতৃভক্তি আজ নতুন ক'রে আপনার কাছে না শিখলেও আমার চলবে। কিন্তু এসব বাজে কথা আলোচনা করবার মত সময় আমার হাতে নেই। এক কথায় আপনি আমার কথার জবাব দিন। নন্দাকে আপনি আমার সঙ্গে পাঠাবেন কি না?

সত্য। না।

চঞ্চল। এই আপনার উত্তর?

সত্য। শুধু এই আমার উত্তর নয়—এই আমার শেষ উত্তর, এবং আজীবনের উত্তর।

চঞ্চল। বেশ! এ কথার জবাব কেমন ক'রে দিতে হয় তা আমি জানি। দুচার দিনের মধ্যেই আমার সেই জবাব আপনি পাবেন। আচ্ছা, একটুও কি লজ্জা করেনা আপনার? বিবাহিতা মেয়ে স্বামী ত্যাগ ক'রে এসে বাপের বাড়ীতে স্বেচ্ছাচার করছে,—বাপ হ'য়ে আপনি তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন?

সত্য। (আহত হইয়া) তোমার যদি বক্তব্য শেষ হয়ে থাকে, তা হ'লে তুমি এবার যেতে পার চঞ্চল!

চঞ্চল। যাচ্ছি। তবে যাবার আগে শুধু এই কথাটা মনে করিয়ে দিচ্ছি, মেয়েদের ভাগ্য নিয়ে আপনি সর্ব্বনাশের খেলা খেলছেন—তার শেষ পরিণামের জন্যও আপনি প্রস্তুত থাকবেন।

(গট্ গট্ করিয়া চঞ্চল বাহির হইয়া গেল। সত্যপ্রসন্ন চুপ করিয়া মাথা নীচু করিয়া চেয়ারের উপর বসিয়া রহিলেন। যখন মাথা তুলিলেন তখন সে চোখে জল দেখা দিয়াছে। একটু পরে তিনি চেয়ার ছাড়িয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তেম্নি মাথা নীচু করিয়াই ঘর হইতে ভিতরে চলিয়া গেলেন। শঙ্কর প্রবেশ করিয়া ঘরটি গুছাইতে লাগিল। চেয়ার, টেবিল, সোফা প্রভৃতি ঝাড়িয়া চলিয়া যাইবে, এমন সময় বাহির হইতে সে ঘরে প্রবেশ করিল অঞ্জনা। মেজ জামাই চঞ্চলের দিদি সে। সাজে সজ্জায় এবং অলঙ্কার বাহুল্যে ধনী দুহিতার অতিরিক্ত রকম পরিচয় চিহ্ন বহন করিয়া আনিয়াছে। বড় লোকের দুলালী মেয়েদের মত কথাগুলি সে একটু চিবাইয়া চিবাইয়া বলে)

অঞ্জনা। তুমিই এ বাড়ীর চাকর বুঝি ?

শঙ্কর। আজ্ঞে।

অঞ্জনা। সে আমি দেখেই বুঝেছি। নইলে অমন ময়লা কাপড় কি আর ভদ্দরলোকে পরে ?

শঙ্কর। আজ্ঞে হ্যাঁ।

অঞ্জনা। উঃ। ভক্তি কত ! যা যা ডেকে দে তোদের—কি বলিস্ তোরা ছাই তাওতো জানিনে। আরে—তোদের মেজ গিন্নীকে—

শঙ্কর। আজ্ঞে, মেজগিন্নী !

অঞ্জনা। মরেছে। মিন্সে ওই এক কথাই শিখেছে—আজ্ঞে ! এই দেখ ! তবু হাঁ করে রইলো। বলি যাবি, না আমি নিজেই যাবো ?

শঙ্কর। আজ্ঞে যাব বৈ কি ? কি বলবো ?

অঞ্জনা। যাক্ বাবা, তবু তো কথা কইলি ! বল্‌বি যে শ্বশুর বাড়ী থেকে লোক এসেছে।

শঙ্কর। আজ্ঞে আচ্ছা—(চলিয়া গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) কাকে বলবো ?

অঞ্জনা। আমাকেই বল্ বাবা—শুনে বাড়ী যাই। পোড়াকপাল আমার, এই চাকর দিয়ে কাজ চলে? ভ্যাবাগঙ্গারাম একেবারে। বলবি তোদের মেজগিন্নীকে,—নন্দা, নন্দা যার নাম।

শঙ্কর। ও!

অঞ্জনা। বুঝলি বাবা? এখন যা। আর শোন্! (শঙ্কর কাছে আসিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল) আমার বাড়ীর চাকর হ'লে তোকে এ্যাদ্দিন আমি জ্যান্তই পুঁতে ফেলতুম্।

শঙ্কর। আজ্ঞে। মনে করলাম বক্‌সিস্ পাবো, তা না, জ্যান্ত পুঁতে ফেলতে চায়!

(প্রস্থান)

(অঞ্জনা ঘরময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছবি দেখিতে লাগিল)

(একটু পরে তন্দ্রা ঘরে ঢুকিল)

তন্দ্রা। (বিস্মিতভাবে) আপনি।

অঞ্জনা। হ্যাঁ আমি। পরিচয় দিতে বলছেন! বাবারে বাবা, এ বাড়ীর লোকগুলোই যেন কেমন ধারা!

তন্দ্রা। না—না—সে কি কথা! আপনাকে এই আমি প্রথম দেখছি কিনা!

অঞ্জনা। আর শেষও বোধ হয়! আমি আপনাদের নন্দার ননদ গো—নন্দার ননদ।

তন্দ্রা। কী সৌভাগ্য! চলুন, চলুন, বাড়ীর ভেতরে চলুন। চলুন।

অঞ্জনা। না আমি যেতে পারবো না, বাইরে আমার রোল্‌স্ দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেরী দেখলে এক্ষুণি হয়তো প্যাঁক প্যাঁক সুরু

করবে। তা ডাকুন একবার বৌকে, চোখের দেখাটা না হয় দেখেই যাই।

তন্দ্রা। এক্ষুণি ডেকে দিচ্ছি। গাড়ীতে আপনার স্বামী বসে রয়েছেন বুঝি?

অঞ্জনা। নইলে কি আর অন্য পুরুষ থাকবে ভাই?

তন্দ্রা। ছি ছি আমি তা বলছিনে! তাঁকে তাহলে ভেতরে আনতে পাঠাই; এক্ষণি চলে যাওয়া কিন্তু আপনাদের চলবে না।

[নন্দার প্রবেশ]

নন্দা। একি! দিদি? শ্বশুর বাড়ী থেকে লোক এসেছে শুনে আমি বুঝতেই পারিনি যে তুমি এসেছ!

অঞ্জনা। আমি কি ভেবেছিলুম যে আমিই আসবো? এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম, মনে হল যাই—একবার দেখাটা করেই আসি তুমি তো আর ওবাড়ী মাড়াবে না।

নন্দা। ও কথা থাক ভাই!

অঞ্জনা। ও কথা থাকলে তো চলবে না ভাই, ও কথা বলতেই তো আসা।

নন্দা। তবে বল।

অঞ্জনা। বলি তোমার আক্কেলটা কী? (তন্দ্রা প্রস্থান করিল) যিনি গেলেন, উনি কে?

নন্দা। আমার দিদি।

অঞ্জনা। হুঁ! সবই এক ছাঁচে গড়া দেখছি।

নন্দা। আক্কেলের কথা কি বলছিলে বল।

অঞ্জনা। বলছিলাম যে সোয়ামী ছেড়ে এ রকম ধিঙ্গী হয়ে বেড়াবার মানেটা কি? বাপের ভাত কি এতই মিষ্টি?

নন্দা। বাপের কথা থাক ! আমার সম্বন্ধে আর কিছু বলবে ?

অঞ্জনা। হ্যাঁ। বলি, আমার ভাইকে যে ত্যাগ করলে তার দোষটা কী ?

নন্দা। তোমার ভাইকেই জিগ্যেস কোরো।

অঞ্জনা। তুমিই বলনা শুনি !

নন্দা। ভায়ের নিন্দে শুনতে কি ভাল লাগবে ?

অঞ্জনা। নিন্দে শুনতে কারই বা ভাল লাগে ? কিন্তু নিন্দে নিন্দে করছো, নিন্দের সে কি করেছে বলোত ? এতে কার নিন্দে হচ্ছে জানো ?

নন্দা। জানি, হয়ত আমার। কিন্তু দিদি, আমি বলি তুমি এর মধ্যে কেন ? ভায়ের ওপর ভালোবাসাটাই বজায় রেখো—তার উপকার করতে যেও না, তাতে শুধু অপকারই করা হবে !

অঞ্জনা। কেন ? পিছিয়ে যাচ্ছো কেন ? তুমি যা বলবে সে আমি জানি। তুমি বলবে, চঞ্চল তোমাকে মারে। কিন্তু মারের কাজ তুমি না করলেই পারো !

নন্দা। কেবলই এক তরফা হিসেব করছো দিদি ?

অঞ্জনা। না, এক তরফা নয়, আমি ঠিকই বলছি। তা' ছাড়া সোয়ামী স্ত্রীকে মারলে স্ত্রী সোয়ামীর ঘর করবে না এই বা কেমন কথা ? (নন্দা নীরব) বলনা ? চুপ করে রইলে কেন ? চঞ্চল অনেক রাত্রিতে বাড়ী ফেরে এই তো তোমার নালিশ, কিন্তু পুরুষ তো আর পোষা পায়রা নয়, যে ভর্ সন্ধ্যেবেলা খোপে ঢুকে বকম্ বকম্ করবে ? এই যে আমার সোয়ামী প্রায় রাত্তিরে বাড়ীই ফেরেনা, তাতে হ'ল কি ? তাই বলে

কি শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে চলে যেতে হবে? এমন কথাওতো জন্মে শুনিনি বাবা! না হয় খানিক লেখা পড়াই শিখেছ, তাই বলে এ সব কী? মেয়ে মানুষের এত তেজ ধর্ম্মে সয় না জেনো।

নন্দা। দিদি, তোমার ভাই তুমি আসবার একটু আগেই এসেছিলেন আমার যা বল্‌বার তাঁকে আমি বলেছি।

অঞ্জনা। কী বলেছো শুনি?

নন্দা। সে তাঁকেই জিজ্ঞেস কোরো।

অঞ্জনা। তা আমি জানি। বাপের বাড়ীর রস, ও একবার ঢুকলে আর সহজে যায় না। বেশ, এতই যদি বাপ সোহাগী তুমি, থাকো কিন্তু একটা কথা বলে যাই। (বাহিরে মোটর হর্ণের শব্দ, হুইল) ওই ডাক পড়েছে' আমি চল্লুম। শোন! চঞ্চল ক্ষেপে গেছে, যে করে হোক তোমাকে সে নিয়ে যাবেই। সহজে যদি না যাও, তবে পুলিশে ঘর থেকে টেনে বার করে নিয়ে যাবে। তখন বাপের গলা আঁকড়ে ধরেও রেহাই পাবে না। বাব্বা! সোয়ামীরা ইচ্ছে করলে পারেনা কী?

নন্দা। সে কথা তো ঠিকই দিদি! স্বামীর মত স্বামী হলে সবই করতে পারে, আর সবই সয়।

অঞ্জনা। দেখ বৌ। তুমি বাড়ীতে বসে আমার ভায়ের অপমান কোরোনা বল্‌ছি। কি করতে পারে না পারে সে কথা কাল পরশু যখন আদালতের প্যায়দা আসবে, তখন বুঝবে।

নন্দা। বেশ বুঝবো।

অঞ্জনা। বুঝবেই তো! কোথায় থাকবে তখন এ তেজ—দেখবো। (বাহিরে আবার মোটর হর্ণের শব্দ) যাচ্ছি গো যাচ্ছি! আমার আর কী বল? মায়ের পেটের ভাই—তার জন্য কষ্ট হয়, তাই বলা। আমি তো আর ঝগড়াটে ননদ নই। তেমন তেমন রায় বাঘিনীর হাতে পড়লে এতদিন টের পেতে। কিন্তু এখনও সময় আছে বৌ, এখনও গিয়ে তার হাতে পায়ে ধরে নিজেরাই মিটমাট করে ফেল! এর পরে পুলিশ এলে কিন্তু কোন দিক দিয়েই রক্ষে থাকবে না। যদি ভাল চাও তো এখনও সময় আছে। কী—যাবে?

নন্দা। না।

অঞ্জনা। তবে মরো। [প্রস্থান]

(নন্দা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চোখে জল দেখা দিয়াছে। সে ধীরে ধীরে ভিতরে চলিয়া গেল। বাহির হইতে প্রবেশ করিল অলক সে একটি চেয়ারে বসিয়া সিগারেট ধরাইয়া নিঃশব্দে টানিতে লাগিল। তাহাকে যেন কিছু চিন্তান্বিত দেখাইতেছিল)

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। বাবু খাবেন চলুন! অনেক রাত্তির হয়ে গেছে।

অলক। যাচ্ছি একটু পরে। তুই যা! শঙ্কর!

শঙ্কর। বাবু!

অলক। বড়দিমণি কোথায়?

শঙ্কর। ওপরের ঘরে রয়েছেন। ডেকে দেবো?

অলক। না। বড় জামাইবাবু?

শঙ্কর। তিনি শুয়ে পড়েছেন বোধ হয়!

অলক। আচ্ছা যা।

(শঙ্করের প্রস্থান)

(অলক বসিয়া বসিয়া উদাস মনে সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেলে ধীরপদে প্রবেশ করিল তন্দ্রা। তাহার চেহারা অত্যন্ত মলিন দেখাইতেছে)

তন্দ্রা। তুমি এখনো এ বাড়ীতে রয়েছ !

অলক। হঁ্যা।

তন্দ্রা। কেন ?

অলক। আমার সঙ্গে তোমাকে যেতেই হবে। তোমাকে আমার চাই। কিন্তু এই চাওয়াটাও বেশী চাইতে চাইতে ক্রমেই তেঁতো হ'য়ে পড়ছে।

তন্দ্রা। আর না চাইলেই হয় ?

অলক। তা হ'লে ত সব গোলই চুকে যায়। আমি তা পারবো না বলেই তুমি সুযোগ বেশী নিচ্ছ। তোমার হৃদয় আছে এ কথা স্বীকার করি, কিন্তু দয়া আছে এ অপবাদ শত্রুতেও দেবেনা।

তন্দ্রা। দেখো অলকদা। বিয়ের আগে বন্ধু অনেকেরই থাকে এবং তাকে বিয়ে করবার কথাও অনেকে দেয়। আবার তারপর সে সব কথা ভুলে যেতেও বেশী সময় লাগে না। কারণ বন্ধুত্বের ব্যাপারে কথা দেওয়ার কোন মূল্যই নেই।

অলক। যে মূর্খ, তার কাছে হয়ত নেই কিন্তু—

তন্দ্রা। না, বুদ্ধিমানের কাছেও নেই। কবে কোনদিন কোথায় আমি তোমাকে বিয়ে করবার কথা দিয়েছিলাম—আর অমনি তোমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেল—এতো হ'তে পারে না।

অলক। কেন পারে না ?

তন্দ্রা। না পারে না। কারণ সেটা স্বাভাবিক নয়। চিরদিন মনে ক'রে রাখবার মত কথা সেটা নয়। আজ আমি বিবাহিতা

জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দে আমি সংসার করছি ; এমন সময় তুমি এসে বললে—আমি তোমাকে চাই। আমার সেই আগের দিনের চিঠিপত্রগুলো আজ তুমি তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করিতে চাও। বল দেখি অলকদা, একি একজন শিক্ষিত লোকের কাজ ? এ কাজ তাদেরই মানায়, যাদের—হৃদয় ব'লে কোন বালাই নেই, যারা—বর্ব্বর।

অলক। হুঁ—তারপর ?

তন্দ্রা। আমি আজ কথা কইতে পারছিনে অলকদা। আমার জ্বর হয়েছে! আমি শুতে চল্লুম। শুধু যাবার আগে এই শেষ অনুরোধ আমি করছি তোমার কাছে, আমার সমস্ত সম্ভ্রম আর সুনাম—এমন ভাবে দুপায়ে দলে কোনই লাভ হবেনা তোমার, অথচ তার যন্ত্রণায় আমি মরে যাবো।

অলক। তা হ'লে কি তুমি আমাকে এখান থেকে চলে যেতে বলছো ?

তন্দ্রা। হ্যাঁ, তাই বলছি। ভোব দেখ দিকি অলকদা, তুমি এসে আমাদের দুজনের মধ্যে কি বিপ্লব বাধিয়েছো। আমার স্বামী সুখ শান্তি হারিয়েছেন। দিনরাত আমার দিকে তিনি সন্দেহের চোখে তাকিয়ে আছেন। আজকাল আমি যেন একটা রহস্য হয়ে উঠেছি তাঁর কাছে। বিবাহিতা বান্ধবীকে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়া, এতো তোমার সাজেনা অলকদা এ কাজ তোমার নয়।

অলক। তোমার এই মিন্‌মিনে তত্ত্বকথা আমি আর শুন্‌তে পারছিনে তন্দ্রা। হেঁয়ালি ছেড়ে স্পষ্ট ভাষায় কথা কও। বল আমাকে কি করতে হবে।

তন্দ্রা। তুমি যাও। তুমি জানো না অলকদা, আমি কি অবস্থায় আছি। তুমি এ বাড়ীতে এসে যে দুর্ভাবনার বোঝা আমার মাথায় চাপিয়েছো, তাতো শুধু আমার নয়—আমার স্বামীর জীবনও নষ্ট হয়ে গেছে। (অলক নীরব) বিয়ের পর থেকে আমার স্বামীর মুখখানি একটি দিনও আমি হাসি ছাড়া দেখিনি, তাঁরই প্রেমে আমি তোমাকে ভুলতে পেরেছিলাম।

অলক। কিন্তু আজ—

তন্দ্রা। আজ আমি তাঁর মুখের দিকে ভাল ক'রে চাইতে পারিনে। ভয়ে নয় অলকদা—লজ্জায়। সন্দেহের যে তীব্র বিষ তার জ্বালা আমি কেমন ক'রে ভুলবো ?

অলক। তোমাকে না পাওয়ার জ্বালার চাইতে সেটা এমন কিছু বেশী নয়। মানুষের জীবন কতখানি ব্যর্থ হ'তে পারে—তার তুমি কি জানো তন্দ্রা ? আমি অসচ্চরিত্র, না ? হয়ত তাই। কিন্তু তার জন্যে দায়ী তুমি।

তন্দ্রা। আমি ?

অলক। হ্যাঁ তুমি। তোমার আমার পরিচয়ের প্রথম দিনে কেন তুমি হাজার প্রলোভন মেলে ধরেছিলে আমার পথে ? কেন তুমি আমাকে ভালবাসতে উৎসাহিত করেছিলে ? কেন প্রশ্রয় দিয়েছিলে ? আজ তুমি অতি সহজেই বলতে পারছো—যাও অলকদা ! কিন্তু সে দিন কেন আমায় ফিরিয়ে দাও নি ? কেন আমায় নিমন্ত্রণ ক'রে ডেকে এনেছিলে তোমার মনে ?

তন্দ্রা। আমি নিমন্ত্রণ ক'রে ডেকে এনেছিলাম ?

অলক। হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি। অবাক হ'বার ভাণ ক'রো না তন্দ্রা, ওটা

আমি একেবারেই সইতে পারি নে। পুরুষের ভালবাসা রুদ্ধস্রোত ঝর্ণার মত। তার সেই অবরোধের বাঁধন যদি না খুলে দাও—চিরকাল সে তার অন্ধকার অতলে গুম্‌রে গুম্‌রে কেঁদে মরবে। কিন্তু যদি খুলে দাও—তবে সে তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবেই। তার সেই প্রচণ্ড স্রোতে তুমি তৃণের মত ভেসে যাবে। (তন্দ্রা কাঁদিতে লাগিল) কেঁদো না তন্দ্রা, তুমি আমি দু'জনে মিলে যে মহা দেবতাকে জাগিয়ে তুলেছি—তিনি আজ ক্ষুধিত, ব'লছেন 'ম্যয় ভুখা হুঁ'। তাকে খেতে দাও।

তন্দ্রা। কিন্তু—

অলক। জানি, জানি। তুমি বলবে তোমার সমাজ আছে—সংসার আছে—স্বামী আছেন। সব জানি। কিন্তু আমার কথাটাও ভেবে দেখ! যে প্রেমের আগুন তুমি জ্বালিয়ে দিয়েছিলে আমার মনে—তারই দাহে আমি উন্মাদের মত ঘুরে বেড়িয়েছি ঘর থেকে পথে—পথ থেকে বনে। তারই দাহে আমি অসংখ্য নারীর সঙ্গে মিশেছি, কামনার জন্য নয়—সে আমাকে উদ্ধার করবে বলে, সে আমার মনের প্রথম প্রেমের আগুন শান্ত হাতে নিবিয়ে দেবে বলে। কিন্তু কেউ পারলে না তন্দ্রা, কেউ পারলে না। আজ তুমি আমাকে বলছো চরিত্রহীন। কিন্তু বল, তোমাকে হারানোর দুঃখ ভুলতে আমার আর কি অবশিষ্ট ছিল ?

তন্দ্রা। তা জানি অলকদা !

অলক। তবে ? তোমাকে চাওয়ার মধ্যে কেবল আমার দস্যুবৃত্তিটাই তোমার চোখে পড়লো, আর আমার প্রেম, আমার প্রয়োজন তুমি দেখ্‌লে না ?

তন্দ্রা। সেই প্রেম, সেই প্রয়োজন কি তুমি সাধন করতে চাও—আর একজনের প্রেম আর প্রয়োজনকে হত্যা ক'রে? আমার স্বামীর—

অলক। শুধু তোমার কথা বল।

তন্দ্রা! শুধু আমার কথা হয় না অলকদা! আমার যে দুঃখ, সে তো তাঁর আর আমার মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি হচ্ছে তাকে নিয়েই।

অলক। কেন? তোমায় স্বামী তো তোমায় খুব ভালবাসেন, অমন সুন্দর—সরল—উদার—

তন্দ্রা। সত্যি অলকদা, সত্যি। তাঁর সরলতার জন্যেই তো আমার দুঃখ বেশী। এর পরে কেবলই যদি আমি তাঁর কাছ থেকে লাঞ্ছনা পেতাম, তাহ'লে হয়ত আমার মনকে শান্ত করতে পারতাম। কিন্তু সন্দেহের সঙ্গে স্নেহ—এ যে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিনে অলকদা!

অলক। বেশ, আমি আর তোমার অশান্তির কারণ হ'তে চাই না। সেই পরম উদার মানুষটিকে ফাঁকি দেওয়ার হাত থেকে আমি আজ তোমায় মুক্তি দিলাম। (সিগারেট ধরাইল)

তন্দ্রা। আমি জানি তুমি অবুঝ নও।

অলক। হ্যাঁ সত্যি। এবার থেকে আমার নিজেরও সুখ বুঝতে হবে। বিবাহিত জীবনের যে ছবি তুমি আজ দেখালে—তা খুবই লোভনীয়।

তন্দ্রা। সত্যি, বিয়ে করবে তুমি?

অলক। হ্যাঁ—আর খুব শীগ্‌গিরই। আজই তোমার বাবার সঙ্গে কথা কইবো মনে করছি।

তন্দ্রা। আমার বাবার সঙ্গে! কেন?

অলক। কারণ কন্যার বিবাহে পিতার সম্মতি নেওয়াটাই সামাজিক বিধি। আশা করি এবার আর তিনি আমায় ফেরাতে পারবেন না।

তন্দ্রা। কিছু বুঝতে পারছিনে, কার কথা বলছো তুমি?

অলক। তোমার ছোট বোন, ছন্দা।

তন্দ্রা। (বিবর্ণ হইয়া) ছ-ন্দা! কিন্তু সে তো হয় না অলকদা! তার যে বিয়ের সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে। আসছে লগ্নেই হয় তো—

অলক। হ্যাঁ, আসছে লগ্নেই, কিন্তু আমার সঙ্গে।

অলক। না অলকদা! আর ভুল তুমি করো না। তুমি বাবাকে বললে বাবা হয়তো রাজী হতে পারেন। কিন্তু তাঁর দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে ছন্দার স্বপ্ন তুমি ভেঙ্গে দিয়ো না। সে উৎপলকে ভালবাসে!

অলক। মেয়েদের প্রথম ভালবাসা? (উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল) ওর কোন মূল্য নাই। তুমিও একদিন আমাকে ভালবাসতে।

তন্দ্রা। না অলকদা—না।

অলক। কিন্তু একজনের দুঃখের বিনিময়ে আর একজনের সুখ—এই তো নিয়ম তন্দ্রা,—তোমার দু'দিক দেখলে চলবে কেন?

তন্দ্রা। (নেপথ্যে চাহিয়া) তুমি সরে যাও অলকদা, আমার স্বামী আসছেন। এত রাত্রে তোমাকে আমাকে এক সঙ্গে দেখলে—

(ধীরপদে কল্যাণের প্রবেশ)

কল্যাণ। আশ্চর্য্য হবো না! কারণ আশ্চর্য্য হওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি।

অলক। আপনি ভুল করছেন কল্যাণবাবু—

কল্যাণ। দয়া ক'রে সে ভুল আপনি সংশোধন করবেন না। আমার অনেক অভিজ্ঞতার ফল এই ভুল। যাক্, তোমাদের আলোচনায় হয়ত' বাধা দিলাম। কিন্তু এই আলোচনাটা কাল সকালে হ'লে কারুর চোখেই পড়তো না—আর এমন দৃষ্টিকটুও ঠেকত না।

তন্দ্রা। তোমার এ কথার মানে?

কল্যাণ। ওঁকে জিজ্ঞাসা করো, হয়ত ঠিক উত্তর পাবে।

অলক। আপনি শঙ্কিত হবেন না। আমরা একটা বিশেষ আলোচনায়—

কল্যাণ। সবিশেষ ব্যস্ত ছিলেন? কিন্তু আপনাদের সেই বিশেষ আলোচনাটির জন্য কি নিভৃত রাত্রিরও প্রয়োজন ছিল?

তন্দ্রা। হ্যাঁ ছিল।

কল্যাণ। ছিল! তোমাকে সচেতন করবার মোহ আমার নেই তন্দ্রা। কিন্তু ভেবে দেখো দেখি যে, আজ নিভৃত রাত্রির প্রয়োজন স্বীকার করার লজ্জাটুকু পর্য্যন্ত তুমি হারিয়েছো! তোমার অলকদা কি যাদু জানেন?

অলক। আজ্ঞে না, যাদুবিদ্যা আমার জানা নেই।

তন্দ্রা। তোমার বক্তব্যটা কি? আমাকে বোধ হয় তুমি অবিশ্বাস কর?

কল্যাণ। বোধ হয় নয়,—সত্যিই অবিশ্বাস করি। প্রতিবাদ করবে?

তন্দ্রা। এ সব হীন কথার ইঙ্গিতকে প্রতিবাদ করতে আমার রুচিতে বাধে।

কল্যাণ। কিন্তু গভীর রাত্রে কোন এক বিশিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে বিশেষ

আলোচনায় ব্যস্ত থাকা কি খুব সুরুচির পরিচয়? কী? উত্তর দাও! (একটু হাসিয়া) নিজের মঙ্গলামঙ্গল বুঝতে পারার বয়স তোমার হয়েছে।

তন্দ্রা। আমার মঙ্গলের জন্য তোমাকে মাথা না ঘামাতে অনুরোধ করছি। আমাদের কি করা উচিত অনুচিত তা আমরা নিজেরাই জানি।

কল্যাণ। না জানো না। আমার প্রার্থনা রোজ রাত্রে এ রকম বিশেষ আলোচনা করে একটি ভদ্র পরিবারের সুনাম নষ্ট কোরো না। এ সব অভিসার ঘরের বাইরে হ'লেই ভাল হয়।

তন্দ্রা। অ-ভি-সার! ও! বেশ তাই হবে। এবার থেকে ঘরের বাইরেই অভিসার হবে।

কল্যাণ। হ্যাঁ, তাই যেন হয়।

(কল্যাণ চলিয়া যাইতেছিল অপমানের তীব্র জ্বালায় তন্দ্রা কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। সে চীৎকার করিয়া ডাকিল)

তন্দ্রা। শোন!

কল্যাণ। (ফিরিয়া) না। তোমার সঙ্গে তখনই কথা হবে, যখন তোমার জীবনে কোনও 'দাদার' বালাই থাকবে না।

(প্রস্থান)

(তন্দ্রা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ও কান্নার আবেগে মাঝে মাঝে ঠোঁট কামড়াইতে লাগিল)

তন্দ্রা। তুমি কবে যেতে যাও?

অলক। মানে?

তন্দ্রা। আমাকে নিয়ে কবে তুমি এখান থেকে যেতে চাও?

অলক। যে দিন তুমি আদেশ করবে—সেই দিনই। কিন্তু এ যে আমি বিশ্বাস করতে পারছিনে! সত্যিই কি তুমি যাবে তন্দ্রা?

তন্দ্রা। হ্যাঁ, যাব। দুটো সংশয়ের মধ্যে আমি আর থাকতে পারছিনে—পারছিনে। যত কিছু দুঃখ সব একসঙ্গে আমার মাথায় পড়ুক। এ রকম তিলে তিলে সহ্য করবার শক্তি আমার নেই!

অলক। কিন্তু—

তন্দ্রা। আর কিন্তু নয় অলকদা! তোমাদের জন্য কি আমি পাগল হয়ে যাব?—একটা কিছু হোক্—হয় রাখো, নয় মারো।

(নেপথ্যে সত্যপ্রসন্নের কণ্ঠ শোনা গেল)

সত্য। (নেপথ্যে) বাইরের ঘরে কে?

তন্দ্রা। বাবা আসছেন—যাও। পরশু রাত্রে।

অলক। যাবে?

তন্দ্রা। হ্যাঁ।

অলক। কখন?

তন্দ্রা। বারোটা—একটা দুটো—যখন হয়।

অলক। বারোটা একটা নয়—ঠিক দুটো—কেমন?

তন্দ্রা। আচ্ছা।

(অলকের প্রস্থান। অন্য দ্বার দিয়া সত্যপ্রসন্ন প্রবেশ করিলেন। তাহাকে অত্যন্ত ক্লান্ত ও অন্যমনস্ক দেখাইতেছে)

সত্য। তুই এখনও ঘুমুতে যাস্‌নি মা?

তন্দ্রা। এই যে যাচ্ছি বাবা।

সত্য। যাচ্ছি নয় মা—যা। রাত অনেক হয়েছে। কল্যাণ কোথায়?

তন্দ্রা। এই গেলেন। এতক্ষণ এই ঘরেই ছিলেন।

সত্য। তবে তুই আর দেরী করিসনে যা।

(ধীরে ধীরে তন্দ্রার প্রস্থান)

(সত্যপ্রসন্ন চেয়ারে বসিয়া টেবিল ল্যাম্পটী জ্বালিয়া কি সব লিখিতে লাগিলেন। একটু পরে পিছন হইতে নন্দা প্রবেশ করিয়া চেয়ারের পিঠ ধরিয়া দাঁড়াইল)

নন্দা। (ধীরকণ্ঠে) বাবা। তুমি এখনও ঘুমোওনি ?

সত্য। না। কিন্তু তুই এতক্ষণ কোথায় ছিলি নন্দা ? ঘরে দেখলাম ছন্দা একা শুয়ে আছে।

নন্দা। ছাদে। ঘরে বড্ড গরম লাগছিল। কিন্তু তুমি এত রাত্রে আবার লেখাপড়া নিয়ে বসলে কেন বাবা ? শরীর তো তোমার ভাল নয়।

সত্য। না মা, লেখাপড়া নয়—একখানা দরকারী চিঠি লিখতে হবে তাই—তুই যা মা !

নন্দা। এই যাই।

(নন্দা গেল না, সে চুপ করিয়া পিতার পিছনটিতে দাঁড়াইয়া রহিল, সত্যপ্রসন্ন সেটা অনুভব করিয়া ডাকিলেন)

সত্য। নন্দা !

নন্দা। বাবা।

সত্য। আজকে চঞ্চল আমায় অপমান ক'রে গেল মা।

নন্দা। বল কি বাবা ! তোমাকে ?

সত্য। হ্যাঁ মা। আমার পুত্রস্থানীয় সে, তার কাছে এই শেষ পাওনাটুকু বুঝি পেতে আমার বাকী ছিল।

নন্দা। বাবা তুমি আমাকে পাঠিয়ে দাও—আমি যাব।

সত্য। না মা। তার কাছে তোর ফিরে যাবার পথ আজ সে নিজের হাতে বন্ধ ক'রে দিয়ে গেছে। আর কোন দিনই আমি তোকে সেখানে যেতে দিতে পারবো না ! যতদিন না তুই জোর করে আমার কাছ থেকে চলে যাস।

নন্দা। তুমি তো আমাকে জান বাবা, আমি কোন দিনই এমন কাজ

করতে পারব না—যাতে লোকের কাছে তোমার মাথা হেঁট হয়। কিন্তু আজ আমারই জন্ত তোমাকে একটা তুচ্ছ মানুষের কাছে অপমানিত হ'তে হলো বাবা, এ দুঃখ আমি রাখবো কোথায় ?

সত্য। ওরে নন্দা, বাংলা দেশের মেয়ের বাপেরা হচ্ছে মোটা চামড়ার জীব। কোন আঘাত, কোন অপমানই তাদের গায়ে বেঁধেনা। জামায়ের অপমান তো তাদের গলার মালা। কিন্তু এ সব কথা ভেবে তোর আর মাথা গরম করতে হবে না নন্দা—তুই শুতে যা।

(তিনি নিজের কাজে মন দিলেন। নন্দা তবু তাঁর পিছনে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ সে ভূমিষ্ঠ হইয়া পিতাকে প্রণাম করিল। পায়ে হাত পড়াতে সত্য-প্রসন্ন চমকিয়া চাহিলেন)

সত্য। এ কি মা।

নন্দা। তোমায় প্রণাম করছি বাবা !

সত্য। কেন রে ?

নন্দা। আমায় আশীর্ব্বাদ কর বাবা।

সত্য। আমার আশীর্ব্বাদ কি তোদের প্রণামের অপেক্ষা রাখে রে পাগ্‌লি ? কি হয়েছে খুলে বল।

নন্দা। আমার স্বামী আজ তোমাকে অপমান ক'রে গেছেন—আমার এই প্রণামে তাঁর সেই মহাপাপ খণ্ডন হোক।

সত্য। নন্দা !

নন্দা। বাবা

সত্য। আমার কাছে আয়।

(নন্দার মাথাটা নিজের কাছে টানিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে)

ছেলেবেলায় তোরা মা হারিয়েছিলি, সে দিন থেকে আমি

তোদের মা আর বাবা তুই। কোন দিন কোন কথাই তো তুই আমার কাছে গোপন করিসনি নন্দা। কিন্তু আজ কেন সব কথা আমাকে বলবিনে? কি হয়েছে বল, মা।

নন্দা। মাঝে মাঝে কেন আমার এমন হয় বাবা?

সত্য। কি হয় মা? কি হয়?

নন্দা। আমার মনে হয়—এ দুঃখের ভার আমি বইতে পারবো না—নিজের উপর বিশ্বাস আমি কেন হারাই বাবা?

সত্য। অধীর হয়োনা মা। দুঃখ যতই বড় হোক্ না কেন, অপার ধৈর্য্যের সঙ্গে তাকে স্বীকার করলে সে লজ্জা পায়। তোমাদের এ শিক্ষা তো আমি দিয়েছি নন্দা! তোমার এই অন্ধকার দুঃখরাত্রির পারে যে এক প্রসন্ন প্রভাত প্রতীক্ষা করছে, এ বিশ্বাস তুমি হারিয়োনা নন্দা।

নন্দা। কিন্তু দীর্ঘ রাত্রি কই শেষ তো হয় না বাবা?

সত্য। হবে মা হবে। তোমার ধৈর্য্যের অভাব দিয়ে সে রাত্রিকে তুমি যেন দীর্ঘতর করে তুলো না। আমার কল্যাণ কামনা তোমার মনে বল দিক।

(সত্যপ্রসন্ন চুপ করিলেন। নন্দা ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিল। নিস্তব্ধ ঘরে শুধু সেই শব্দ শোনা যাইতেছে। তাহার মাথায় চুলে আঙুল বুলাইতে বুলাইতে সত্যপ্রসন্ন কথা কহিলেন। তাঁহার স্বর অশ্রু ভারাক্রান্ত; দেখা গেল তাঁহার মুদ্রিত নেত্রের দুই কোণ বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে)

সত্য। নন্দা, মানুষের দেওয়া দুঃখের স্তূপ তোর আত্মাকে স্পর্শ না করুক—এই শুধু আমি তোকে আশীর্ব্বাদ করি।

ধীরে ধীরে যবনিকা নামিয়া আসিল।

চতুর্থ দৃশ্য

একদিন পরে

তন্দ্রার শয়নকক্ষ

রাত্রি—দেড়টা

(তন্দ্রা একখানি ইজি চেয়ারে চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে। তাহার মুখশ্রীতে অপরিসীম ক্লান্তি। চুলগুলো উস্কোখুস্কো। কল্যাণের প্রবেশ। তন্দ্রা পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলেও চোখ খুলিল না। তেমনি চুপ করিয়াই পড়িয়া রহিল)

কল্যাণ। আবার কি জ্বর এল নাকি ?

তন্দ্রা। না।

কল্যাণ। তবে এমন করে চেয়ারটায় পড়ে আছ কেন ? শোওগে না। (তন্দ্রা কোন জবাব দিল না) ডাক্তার এসেছিল ?

তন্দ্রা। হ্যঁা।

কল্যাণ। কি বল্‌লে ?

তন্দ্রা। শুনিনি।

কল্যাণ। ভাল (একটু থামিয়া) শুনে সুখী হবে, আমাকে সিমলেতে বদলী করা হয়েছে। দুচার দিনের মধ্যেই সেখানে চলে যেতে হবে।

তন্দ্রা। তা আমায় কি করতে হবে ?

কল্যাণ। কিছুই না। শুধু দয়া করে দু'একদিন সুস্থ থেকে আমার যাবার পথ পরিষ্কার করে দাও—তা হলেই বাঁচি।

তন্দ্রা। আমি তো সুস্থই আছি।

কল্যাণ। তোমার তাই মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তা নয়। কাল সারা রাত এমনি ভুলই বকেছো যে শুধু আমি কেন—বাড়ীর কেউ ঘুমুতে পারেনি।

তন্দ্রা। আহা! তা হ'লে বড্ড কষ্ট হয়েছে বল!

কল্যাণ। তা একটু হয়েছে বৈ কি! (একটু পরে) অলকদা তো রোগীর সেবার ভার পেলে বেঁচে যান। কিন্তু যদ্দিন আছি এখানে, অন্ততঃ সে ভারটা আমি নিজে তাঁর হাতে তুলে দিতে পারবোনা! আমি এখান থেকে চলে গেলে পর যা খুসী কোরো।

তন্দ্রা। আমার ভার আমি একাই বইতে পারবো। তার জন্য কারুর চিন্তিত হবার দরকার নেই।

কল্যাণ। কোনটা দরকার আর কোনটা অদরকার, সে জ্ঞান কি তোমার আছে আজও?

তন্দ্রা। তোমার মত জ্ঞানী লোকের চেয়ে বেশী আছে মনে করি।

কল্যাণ। আর অলকদার মত অজ্ঞানীর চেয়ে?

তন্দ্রা। অলকদার কথা আমি বুঝবো।

কল্যাণ। আহা! তুমিই তো বুঝবে। আমি তাকে বোঝবার স্পর্দ্ধাই করিনে। কিন্তু সে যাক্—এ অসুস্থ অবস্থায় অলকদাকে নিয়ে অত উত্তেজিত হয়োনা। তাতে ভুল বকা না কমে হয়ত বা আজ রাত্রেই বেড়ে যাবে।

তন্দ্রা। বাড়ুক। তাতে ক্ষতি আমার—তোমার নয়। তুমি যাও এখন।

কল্যাণ। তা যাচ্ছি। কিন্তু রাত দুটো বাজে, শুতে আর এক মিনিটও দেরী কোরো না।

তন্দ্রা। ধন্যবাদ।

(এই 'ধন্যবাদ' বলার সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণ যেন একটি ভয়ানক আঘাত পাইল। কিছু কাল চুপ করিয়া স্ত্রীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া সে আস্তে আস্তে কহিল)

কল্যাণ। তোমার কাছে থাকবার জন্ম ছন্দাকে পাঠিয়ে দেবো ?

তন্দ্রা। দরকার হবে না। ধন্যবাদ।

(কল্যাণ মাথা নীচু করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল। হঠাৎ দরজার কাছ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল)

কল্যাণ। জগতের নিষ্ঠুরতম যে মানুষ, তারও নিষ্ঠুরতার একটা সীমা আছে তন্দ্রা, কিন্তু তোমার নেই।

তন্দ্রা। না নেই। আর কিছু বলবে ?

কল্যাণ। না। আজ অবধি আমি অনেক বলেছি—আর বলবো না। এবার তুমি বল—আমি শুনি।

(প্রস্থান)

(একটু পরে পাশের ঘরের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া রাত্রি দুইটা বাজিল। তন্দ্রা চঞ্চল হইয়া ইজি চেয়ারে উঠিয়া বসিল। তারপর হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিয়া, দরজা বন্ধ করিয়া আসিল ও আলমারীর পাশ হইতে একটা স্যুটকেশ টানিয়া আনিল এবং দ্রুত হস্তে আলমারী হইতে কতকগুলি কাপড় ব্লাউজ ইত্যাদি বাহির করিয়া স্যুটকেশে পুরিল, তারপর একটী মণিব্যাগ বাহির করিয়া নোটের তাড়াগুলি গুণিয়া মণিব্যাগটি নিজের গায়ের ব্লাউজের মধ্যে টুপ করিয়া ফেলিয়া দিল। তারপর স্যুটকেশ বন্ধ করিয়া আবার ক্লান্ত ভাবে চেয়ারের উপর আসিয়া বসিল। কিছুক্ষণ পরে বাহিরের দরজায় কয়েকটি টোকার শব্দ শোনা গেল। কে যেন চাপা কণ্ঠে ডাকিতেছে—"তন্দ্রা। তন্দ্রা!")

(নেপথ্যে) তন্দ্রা! তন্দ্রা!

তন্দ্রা। (উঠিয়া ভীতস্বরে) কে ?

(নেপথ্যে) আমি—আমি—দোর খোল!

তন্দ্রা। অলকদা!

(দ্বার খুলিয়া দিতেই অলক প্রবেশ করিল)

অলক। Ready ?' শরীর কেমন এখন ?

তন্দ্রা। ভাল নয় অলকদা। শরীর আমার কাঁপছে।

অলক। আজ তবে থাক।

তন্দ্রা। না না অপেক্ষা করবার মত ধৈর্য্য আমার নেই। চল।

অলক। শোন, অবুঝ হয়োনা। দেহে যখন বল পাচ্ছোনা, তখন মনের বলে তুমি কতদূর এগোতে পারবে? মনে রেখো—একবার এ দরজা পার হ'লে আর ফেরবার উপায় থাকবে না।

তন্দ্রা। তা জানি। আমি পারবো অলকদা—আমি পারবো। তুমি সুট্‌কেশটা নাও। পেছনের সিঁড়ি দিয়ে আমাদের নেমে যেতে হবে। দাঁড়িয়ে রইলে কেন! চল!

অলক। চল!

(অলক সুটকেশ তুলিয়া লইল। সে এক হাতে সুটকেশ ও অন্য হাতে তন্দ্রার ডান হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া দরজার দিকে পা বাড়াইল। হঠাৎ নেপথ্যে ছন্দা আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল)

ছন্দা। (নেপথ্যে) বড়দা! বড়দা!

(প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে সত্যপ্রসন্নের আর্ত্তকণ্ঠ শোনা গেল)

সত্য। (নেপথ্যে) কল্যাণ! কল্যাণ! শীগ্‌গির এ ঘরে এস।

কল্যাণ। (নেপথ্যে) যাই।

(সমস্ত বাড়ীটা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। অলক ও তন্দ্রা বিমূঢ়ের মত মুখোমুখি দাঁড়াইয়া রহিল)

অলক। কি হ'ল ব'লতো?

তন্দ্রা। কি জানি! দেখনা তুমি বেরিয়ে একবার।

অলক। এখন বেরোন অসম্ভব। কিন্তু হ'ল কি হঠাৎ?

(নেপথ্যে ছন্দা কাঁদিয়া উঠিল)

ছন্দা। (নেপথ্যে) মেজদি! ও মেজদি! কথা কও ভাই মেজদি!

কল্যাণ। (নেপথ্যে) শঙ্কর! ডাক্তার! ডাক্তার!

(আবার সব চুপচাপ। তন্দ্রা ও অলক সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে। অলকের ডান হাতে সুটকেশ, বাঁ হাতে তন্দ্রার ডান হাত ধরা)

ছন্দা। (নেপথ্যে) বড়দি! শীগগির এস। মেজদি বিষ খেয়েছে।

তন্দ্রা। এ্যা! কি বল্‌লি নন্দা বিষ খেয়েছে?

(দেখিতে দেখিতে তন্দ্রার মুখ চোখের অভিব্যক্তি বদলাইতে লাগিল। প্রথমে একটা প্রবল কান্নার বেগে তার সমস্ত শরীরটা একবার কাঁপিয়া উঠিল। পরে তৎক্ষণাৎ দেখিতে দেখিতে চোখের তারা দুটি স্থির এবং ভাবলেশহীন হইয়া গেল)

অলক। তুমি চঞ্চল হয়োনা তন্দ্রা! মৃত্যু মানুষের স্বাভাবিক পরিণতি। যা ঘটেছে ভালর জন্যই ঘটেছে। এই সুযোগ, চল! চল!

তন্দ্রা। (বিমূঢ়ভাবে) কি বল্‌ছো?

অলক। বল্‌ছি নন্দা আত্মহত্যা ক'রে আমাদের যাবার পথ পরিষ্কার ক'রে দিয়ে গেছে। এখন গেলে কেউ আমাদের লক্ষ্য করবে না। চল!

তন্দ্রা। কোথায়?

অলক। কী বিপদ! যাবেনা তুমি আমার সঙ্গে?

তন্দ্রা। কেন?

[নেপথ্যে ছন্দা কাঁদিয়া উঠিল "মেজদিগো" তার সঙ্গে সত্যপ্রসন্ন ও কল্যাণের কান্না-জড়িত ডাক শোনা যাইতে লাগিল নন্দা! নন্দা? নন্দা! নন্দা!]

তন্দ্রা। অলক। (তন্দ্রার হাতে ঝাঁকুনি দিয়া) এই যদি তোমার মনে ছিল, তবে কেন তুমি আমায় তখন বললে না? কেন তুমি বললে যাবো? কেন? কেন?

তন্দ্রা। (উদ্‌ভ্রান্তের মত) ও! তোমাকে যাবো ব'লে কথা দিয়েছি—না? যাবো—যাবো—আমি নিশ্চয় যাবো

তোমাকে কথা দিয়েছি—যাবো না? যাবো—যাবো—যাবো! (কাঁদিয়া উঠিল) কিন্তু নন্দা, নন্দাকে আমি দেখে আসি। শুনলে না সে বিষ খেয়েছে? এই সময় তাকে আমি একবার দেখবো না? আমি যে তার বড় বোন! নইলে সে যে রাগ করবে। নন্দা! নন্দা!

(প্রস্থান)

[চীৎকার করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। অলকের হাত হইতে সুটকেশ খসিয়া পড়িয়া কাপড় চোপড় চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত জামা কাপড়গুলির দিকে চাহিয়া অলক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

যবনিকা নামিয়া আসিল

পঞ্চম দৃশ্য

সাতদিন পরে

সত্যপ্রসন্নের বৈঠকখানা

সকাল সাতটা

[সত্যপ্রসন্ন ও কল্যাণ চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সত্যপ্রসন্নের চেহারা দেখিয়া মনে হয়—এই সাত দিনে তাঁহার বয়স যেন দশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে। কল্যাণের চেহারাও শুষ্ক এবং মলিন]

সত্য। তুমি আজই যাবে ?

কল্যাণ। আজ্ঞে হ্যাঁ। আর ঘণ্টা দুই পরেই আমার গাড়ী।

সত্য। তন্দ্রাও যাচ্ছে ?

কল্যাণ। হ্যাঁ। বহু কষ্টে তাকে রাজী করেছি। সেখানে এক সন্ন্যেসী এসেছেন তাঁর কাছেই নিয়ে যাবো।

[শঙ্কর সত্যপ্রসন্নের জন্য দুধ ও কল্যাণকে চা আনিয়া দিল। সত্যপ্রসন্ন গ্লাস সরাইয়া রাখিলেন]

সত্য। এটা নিয়ে যা শঙ্কর।

কল্যাণ। কেন, নিয়ে যাবে কেন ? খেয়ে ফেলুন।

সত্য। না।

(শঙ্করের দুধ লইয়া প্রস্থান)

কল্যাণ। আপনি এ সময়ে ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না।

সত্য। তাতো জানি বাবা, কিন্তু মন মানে কই ? যে গেল, তাকে ফিরে পাবোনা জানি। কিন্তু যে রইল—আমি তন্দ্রার কথা বলছি, তার জন্যও শান্ত হতে পারছি কই ? ও যে পাগল হ'য়ে যাবে—এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি বাবা !

কল্যাণ। আপনি উতলা হবেন না। ডাক্তার বলেছেন যে একটা

মানসিক উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ার ফলে এ রকম হয়েছে হয়ত বা স্থায়ী নাও হতে পারে।

সত্য। মিছে সান্ত্বনা দিয়োনা বাবা। ও আমি জানি। তন্দ্রার মত ধীর স্থির মেয়ে যখন পাগল হতে পারে, আর নন্দার মত বুদ্ধিমতী যখন আত্মহত্যা ক'রতে পারে, তখন সংসারে আর কিছুরই ওপর আমার আস্থা নেই। (কিছুক্ষণ চুপচাপ) আমার সেই দিনই মনে হয়েছিল কল্যাণ যে একটা কিছু সে করতে যাচ্ছে—যখন গভীর রাত্রে হঠাৎ সে আমাকে প্রণাম ক'রে ব্যথিত মুখে আমার কাছ থেকে আশীর্বাদ চাইল। সে দিনের মত অধীর হ'তে ওকে আমি কোনদিন দেখিনি। ওইটুকু মেয়ে—ওর আর কত সয় কল্যাণ? কত সয়?

কল্যাণ। এ নিয়ে আপনি অত ভাববেন না। নিয়তির ওপর মানুষের তো কোন হাত নেই।

সত্য। তা নেই বটে। নন্দা তার শেষ চিঠিতে কী লিখে গিয়েছিল বাবা? চিঠিখানা কোথায়?

কল্যাণ। সে আমি ছিঁড়ে ফেলেছি। চিঠির প্রথমে ছিল তার আত্ম-হত্যার স্বীকৃতি, শেষে এই অপরাধের জন্য সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা।

সত্য। ক্ষমা! ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করুন!

(ব্যাগ হাতে ডাক্তারের প্রবেশ)

সত্য। এই যে আসুন! নমস্কার!

ডাক্তার। নমস্কার! তন্দ্রাদেবী আজ কেমন আছেন?

কল্যাণ। একই রকম। চলুন।

ডাক্তার। চলুন।

(ডাক্তার ও কল্যাণের প্রস্থান)

(অলকের প্রবেশ)

সত্য। এস অলক।

অলক। আমি আজকে যাবো মনে করেছি কাকা।

সত্য। আজকেই যাবে?

অলক। হ্যাঁ। পরের চাকরী করি, ইচ্ছে থাকলেও সব সময় থাকা হয়ে ওঠে না। তা ছাড়া এই দুর্ঘটনার পর আমার আর এক দণ্ড এখানে মন টিঁকছে না! অবিশ্যি ছুটি এখনও আছে।

সত্য। ছুটি আছে?

অলক। আজ্ঞে হ্যাঁ, ছুটি আছে। তবে—

সত্য। তা হ'লে এই বুড়ো কাকার অনুরোধ তোমার রাখতেই হবে। এতদিন এখানে থেকে তুমি শুধু আমার দুঃখের অংশই গ্রহণ করলে বাবা। ভাল ক'রে তোমায় আদর যত্ন করতে পারিনি—তোমাকে বলার আমার মুখ নেই। তবু অনুরোধ, অন্ততঃ ছন্দার বিয়েটা পর্য্যন্ত থেকে যাও।

অলক। ছন্দার বিয়ে—এ অবস্থায়, আমার মনে হয় কিছুদিন বন্ধ রাখলে ভাল হ'তনা?

সত্য। না বাবা। যত শীগ্‌গির ওকে এ বাড়ী থেকে তাড়াতে পারি, ততই ওর পক্ষে ভাল। সেই জন্যেই—

অলক। দিন স্থির হয়েছে?

সত্য। না এখনো হয়নি। শুধু উৎপলের বাবার কাছ থেকে আজও একটা পাকা খবরের প্রতীক্ষায় আছি। সেটা পেলে আর আমি একদিনও দেরী করবো না।

অলক। বেশ। আপনি যখন আদেশ করছেন—আমি থাকবো। তন্দ্রা কেমন আছে আজ ?

সত্য। ভাল নয় বাবা। পাগলামী ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে।

(ছন্দার প্রবেশ)

ছন্দা। ওঃ। অলকদাও রয়েছো ! আমি মনে করলাম বাবা বুঝি একলা আছেন ?

সত্য। কিন্তু এর পর থেকে একলাই তো আমাকে থাকতে হবে মা !

ছন্দা। কেন, একলা থাকতে হবে কেন ? আমি কোথায় থাকবো ?

সত্য। তুই থাকবি শ্বশুর বাড়ীতে।

ছন্দা। হ্যাঁ তাই বই কি ! আমি তোমাকে ছেড়ে গেলে তো ?

সত্য। যাবিনে ছেড়ে ?

ছন্দা। না।

সত্য। আচ্ছা তবে থাকিস্ ! হ্যাঁরে, উৎপল ক'দিন আসেনি কেন ?

ছন্দা। (লজ্জিত মুখে) কী জানি।

সত্য। একবার ফোন ক'রে ত্যাখ দিকিমা—কী হ'ল তার ?

ছন্দা। কিছুই হয় নি। আজ বিকেলেই আসবে হয়তো।

সত্য। আচ্ছা (একটু পরে) জানিস্ ছন্দা, অলক আজই চলে যাচ্ছিল। আমিই তাকে যেতে দিলাম না—তোর বিয়েটা পর্য্যন্ত।

ছন্দা। তোমরা বসো বাবা, আমি একটু দিদির কাছ থেকে আসি !

(প্রস্থান)

[ডাক্তার ও কল্যাণের প্রবেশ। পিছনে তাহার ব্যাগ বহন করিয়া শঙ্করের প্রবেশ]

সত্য। কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার। প্রায় একই রকম। তবে ওরই মধ্যে একটু ভাল।

সত্য। কি রকম বুঝলেন ?

ডাক্তার। আপনারা ঠিক বুঝবেন না। লক্ষণগুলো অনেকটা 'ডিমেন্সিয়া প্রিকক্সের' মত। অর্থাৎ কতকটা অর্দ্ধোন্মাদ অবস্থা আর কি !

সত্য। ওঃ !

ডাক্তার। তবে এ ভাবে বরাবর থাকবে না। কখনো সেরে যাবে— কখনো বা হঠাৎ বিগ্‌ড়ে যাবে।

সত্য। চিরকাল ?

ডাক্তার। হয়তো চিরকালই চলবে। কিম্বা হয়তো কিছু একটা নতুন রকম সুখের আস্বাদ পেলে একেবারে সেরেও যেতে পারে।

সত্য। এর কোন চিকিৎসা নেই ?

ডাক্তার। চিকিৎসা আছে বৈ কি। কিন্তু ব্যাপার কি জানেন— আমরা করবো বাইরের চিকিৎসা, ওঁর মনের চিকিৎসা করবেন আপনারা। খুব বড় রকমের পরস্পর বিরোধী ধাক্কা লেগেছে ওঁর মনে—নইলে এ রোগের সৃষ্টি কিছুতেই হ'তে পারে না।

সত্য। এখন আমরা কি করবো—তাই বলে দিন।

ডাক্তার। বেশীর ভাগ সময়েই ওঁকে ঘুম পাড়িয়ে রাখবার চেষ্টা করবেন। এ রোগে ঘুমের চাইতে বড় ওষুধ আর কিছু

নেই। কোন রকমে ওঁকে উত্তেজিত হতে দেবেন না—আর ওঁর আব্দারগুলোকে যথাসম্ভব মেনে নেবেন।

কল্যাণ। তা হ'লে আমি ওকে নিয়ে যেতে পারি ?

ডাক্তার। স্বচ্ছন্দে। ওষুধ যা চল্‌ছে তাই চলবে, আর সব সময় যা যা বল্লাম— সেগুলি করবার চেষ্টা করবেন।

কল্যাণ। তাই হবে।

ডাক্তার। আচ্ছা আমি এখন চল্লাম—সত্যবাবু। নমস্কার।

সত্য। নমস্কার।

ডাক্তার। কল্যাণবাবু, আমার সঙ্গে একটু আসুন না। আপনাকে গোটা কয়েক Private instruction দেবার আছে।

কল্যাণ। চলুন।

(ডাক্তার ও কল্যাণের প্রস্থান)

অলক। চঞ্চল আর এর ভেতর আসেনি ? নন্দার মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর—

সত্য। না।

অলক। আশ্চর্য্য !

সত্য। না বাবা আশ্চর্য্য নয়,—এই ভাল হয়েছে। চঞ্চল আমার সাম্‌নে দাঁড়ালে আমি তার মুখের দিকে চাইতে পারবো না। মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানো অলক ? মনে হয় যে তখন আমি কেন জোর ক'রে ওকে সেখানে পাঠিয়ে দিলাম না ! তা হ'লে তো আমার এ দায়ীত্ব থাক্‌তো না।

অলক। সেখানে গিয়েও যে এই ব্যাপার ঘটতো না, তা আপনি কেমন ক'রে বলছেন ?

সত্য। সে তবু অনেক ভাল ছিল বাবা। চোখের সামনে দেখা, এতো আমাকে সহ্য করতে হতো না। তারপর দুর্দ্দৈব দেখ, তন্দ্রা, কল্যাণের মত যার স্বামী—তার জীবনটা কি হ'য়ে গেল! আমার দুঃখ কি শুধু এক দিক থেকে অলক? কত সাধ ক'রে ওদের আমি কাছে রেখেছিলাম—একটা মেয়ের সুখ অন্ততঃ নিজের চোখে দেখবো ব'লে! আজ কল্যাণকে প্রবোধ দেবার ভাষা আমার নেই।

অলক। সত্যি।

(হঠাৎ তন্দ্রার প্রবেশ)

(বেশভূষার কোন পারিপাট্য নাই। চোখের চারিপাশে একটি কালো বৃত্ত। সে যেন একেবারে অন্য জগতের মানুষ হইয়া গিয়াছে)

তন্দ্রা। বাবা! ছন্দাকে তুমি একটু শাসন কোরোতো! সে আমার একটা কথাও শোনে না! বললাম একখানা গান গাইতে তা মুখ গোঁজ ক'রে চলে গেল। ছন্দা কতদিন গান গায়নি, তুমি বলতো বাবা?

সত্য। আচ্ছা, আমি তাকে খুব ক'রে বকে দেবো। কিন্তু তুমি উঠে এলে মা—অসুখ শরীর—

তন্দ্রা। ধ্যেৎ! কই অসুখ? হ্যাঁ, অলকদা আমার অসুখ করেছে? বাবা যেন কী!

অলক। না তোমার অসুখ করেনি। কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে থেকো না লক্ষ্মীটি! বসো এইখানে।

তন্দ্রা। আমি বসবো না!

সত্য। আচ্ছা—তবে তুমি দাঁড়িয়েই থাক মা। কল্যাণ কোথায়?

তন্দ্রা। কি জানি! তার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই তো!

সত্য। ছি মা! ও কথা বলতে নেই।

তন্দ্রা। কেন? কেন বলতে নেই বাবা? বললে কী হয়? বল না বাবা—বল্‌লে কী হয়?

সত্য। বললে পাপ হয়। সে তোমার স্বামী কিনা!

তন্দ্রা। ও! হ্যাঁ—স্বামী—ঠিক—ঠিক। আমার মনে ছিল না। আজকাল আমার কিছুই মনে থাকে না কেন বাবা?

অলক। তোমার অসুখ করেছে বলে মনে থাকে না।

তন্দ্রা। ধ্যেৎ! আবার অসুখ! (চুপি চুপি অলককে) আজকে আমাকে একটু বেড়াতে নিয়ে যাবে? আমি এমন করে আর থাকতে পারছি না! আমাদের বাড়ীটাকে যেন ভূতে পেয়েছে—কেউ ভাল করে হাসে না, কথা কয় না, গান গায় না। সবাই যেন কেমন গম্ভীর! আমায় বেড়াতে নিয়ে যাবে?

অলক। যাবো।

তন্দ্রা। (উচ্চ হাস্ত করিয়া) ছাই নিয়ে যাবে। তোমার একটা কথারও ঠিক নেই। সেদিনও তো বলেছিলে—কই নিয়ে গেলে?

(এক গ্লাস ঔষধের সরবত লইয়া ছন্দার প্রবেশ)

ছন্দা। এটা খেয়ে ফেল বড়দি।

তন্দ্রা। ওটা কী?

ছন্দা। সরবত।

তন্দ্রা। কেন খাব?

ছন্দা। খেতে হয়।

তন্দ্রা। কেন খেতে হয়? ও! ওটাতে বুঝি বিষ মিশিয়ে দিয়েছিস্? বুঝতে পেরেছি—তাই তোদের এত আগ্রহ—বিষ দিয়েছিস না? যা যা—আমি খাব না। আমি অত বোকা নই।

আচ্ছা—আমাকে মারবার জন্য কেন তোরা সবাই মিলে এত চেষ্টা করছিস্—বল্‌তো ছন্দা? একটাকে তো এমনি করে মেরেছিস্।

ছন্দা। তুমি থাম বড়দি।

তন্দ্রা। তোরা সবাই ভাবিস্ আমি বড় বোকা—না? আর একটা কথা শুন্‌বি? নন্দাকে কে বিষ খাইয়েছিল—জানিস্?

অলক। কে?

তন্দ্রা। তুমি! ভাবছো কেউ দেখেনি? কিন্তু আমি দেখেছিলাম নিশুতি রাতে পা টিপে টিপে তুমি গিয়ে তার জলের গ্লাসে বিষের পুরিয়াটা উপুড় করে দিয়ে এলে! বোকা মেয়ে! ভেবে দেখেনি—মরলো সেই বিষ খেয়ে। মরলো—মরলো সেই বিষ খেয়ে।

(বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে চলিয়া গেল)

ছন্দা। বাবা চল—নাইবে চল। অলকদা তুমিও নাইতে যাও।

অলক। আচ্ছা।

(ছন্দা ও সত্যপ্রসন্নের প্রস্থান)

(উভয়ে চলিয়া গেল। অলক চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে প্রবেশ করিল অঞ্জনা)

(অঞ্জনার প্রবেশ)

অঞ্জনা। কই! বাড়ীর সব গেল কোথায়? (অলককে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া) ওমা! এ আবার কে?

অলক। (বিনীত কণ্ঠে) কাকে চাচ্ছেন বলুন? (আগাইয়া আসিল)!

অঞ্জনা। আর বলেছি। মিন্সে তো গায়েই পড়লো দেখছি!

অলক। কাকে আপনার দরকার জানতে পারলে ডেকে দিই।

অঞ্জনা। ওঃ! দরদ কত? এ আমি কি বিপদে পড়লাম মা!

কথাই কই, জাতজন্ম আর রইল না। (ঘোমটার মধ্য হইতে চীৎকার করিয়া) বলছিলুম কি এ বাড়ীর কর্তাকে একবার ডেকে দিতে পারেন ?

অলক। কেন পারবো না ? আপনি কোত্থেকে আস্‌ছেন ?

অঞ্জনা। মরেছে ! এ যে জেরা সুরু করলে গা ! মিন্সেকে বললাম যে আমার সঙ্গে আয় ! একি মেয়েছেলের কাজ ? তা এমনি মেনীমুখো যে গাড়ী ছেড়ে কি নড়লো ! স্বামী ! স্বামী না হাতী। বলবেন, যে মেয়ে বিষ খেয়ে মরেছে—তারই শ্বশুর বাড়ী থেকে এয়েছি।

অলক। ও ! আচ্ছা। [প্রস্থান]

অঞ্জনা। এ আবার এক ফ্যাসাদে পড়া গেল দেখছি। চঞ্চলকে বললাম যে এ কাজ আমার দ্বারা হবে না—হবেনা, তা' কার কথা কে শোনে ! সে মাগী তো বিষ খেয়ে খালাস, আমার হল বিপদ।

(সত্যপ্রসন্নের প্রবেশ)

সত্য। বসো মা।

অঞ্জনা। না আমি বসতে পারবোনা ! এই নিন্‌ ফর্দ্দ, আর এই চিঠি। গয়নাগুলো সব মিলিয়ে এক্ষুণি আমায় দিয়ে দিন।

সত্য। গয়না ! কার গয়নার কথা বলছো মা ?

অঞ্জনা। ওই নাও। হেঁয়ালী ধরেছে ! তখনই বলেছিলাম ওকি কেউ সহজে দেয় ? উকীলের একখানা চিঠি দিলেই তো চুকে যেত সব ল্যাটা। (সত্যকে) চিঠিটা ভাল করে পড়ুন তা হলেই বুঝতে পারবেন।

সত্য। ও ! তুমি একটু বসো মা—আমি এক্ষুণি এনে দিচ্ছি।

[প্রস্থান]

অঞ্জনা। দিলেই বাঁচি। (বসিল)

(হঠাৎ পিছন হইতে কল্যাণের প্রবেশ)

কল্যাণ। কে তন্দ্রা ? ও ! ক্ষমা করবেন। [প্রস্থান]

অঞ্জনা। আ মর্ ! এরা সব হুট্ ক'রে আসে আর পুট্ ক'রে চলে যায় ! খেষ্টানী ব্যবস্থা আর কি !

(একটী ক্যাশ বাক্স লইয়া ছন্দার প্রবেশ)

ছন্দা। এই নিন্ !

অঞ্জনা। উনি বুঝি আর আসতে পারলেন না ? যাক গে এর চাবি কোথায় ? হ্যাঁ বাবা দেখে নিই। পরের জিনিষ, শেষ-কালে কি খেসারত দিয়ে মরবো ? ফর্দ্দটা ?

ছন্দা। এই যে !

অঞ্জনা। বদলাও নি তো ! না, সব ঠিক আছে বলেই তো মনে হচ্ছে। তা'—তোমার নামটা যেন কি হল ?

ছন্দা। আমার নাম ছন্দা।

অঞ্জনা। ও ! তা' বেশ তা বেশ ! (বাক্স তুলিয়া) দেখ, দোষের ভাগী সেই হতে হল আমাকেই ! চঞ্চলের আর কি বল ? (বাহিরে মোটর হর্ণ) যাচ্ছি গো। যাচ্ছি ! একি তাড়া হুড়োর কাজ ! কুটুম বাড়ী এয়েছি ! আহা ! আজ বৌ থাকলে কত আনন্দই করতো ! তা বেশ গেছে,—সতী লক্ষ্মী কিনা—বেশ গেছে। আচ্ছা তবে আসি ভাই।

(ছন্দা একটুখানি দাঁড়াইয়া রহিল, পরে ভিতরে যাইবার জন্য পা বাড়াইতেই বাহির হইতেই প্রবেশ করিল উৎপল। তাহার মুখ চোখের চেহারা মলিন)

উৎপল। ছন্দা !

ছন্দা। (ফিরিয়া) যাই বলুন, আপনি বাঁচবেন কিন্তু অনেকদিন। আজই একটু আগে বাবা আপনাকে ফোন করতে

বলছিলেন—। বসুন! চা খেয়ে এসেছেন? না এনে দেবো?

উৎপল। না আমি চা খেয়ে এসেছি।

ছন্দা। তবে বসুন।

উৎপল। বড়দি কেমন আছেন?

ছন্দা। সেই রকম। একটু পরেই ওঁরা সিমলে চলে যাচ্ছেন। বড়দা সেখানে বদলি হয়েছেন।

উৎপল। ও!

ছন্দা। বড়দির বাক্সটাক্সগুলো একটু গোছগাছ করে দিতে হবে—আমার তো বসবার সময় নেই। বাবাকে পাঠিয়ে দেবো? তাঁর সঙ্গে কথা বার্ত্তা কইবেন?

উৎপল। না থাক্। আমি তোমাকেই কিছু বলতে এসেছিলাম ছন্দা!

ছন্দা। আমাকে বলতে এসেছিলেন? আচ্ছা তবে বলুন, আমি শুনছি! কিন্তু আপনার কি কোন অসুখ করেছে? চেহারাটা খুব খারাপ দেখাচ্ছে!

উৎপল। ছন্দা!

ছন্দা। বলুন!

উৎপল। (পকেট হইতে চিঠি বাহির করিয়া) ছন্দা! আমি যা বলতে এসেছিলাম তা আমি মরে গেলেও তোমায় মুখে বলতে পারবো না। এই চিঠিখানা রইল—আমার সব কথাই ওতে লেখা আছে। আমি চলে গেলে—তুমি এটা প'ড়ো।

ছন্দা। নিশ্চয়ই পড়বো। কিন্তু কী হয়েছে উৎপল বাবু? খারাপ খবর কিছু?

উৎপল। হ্যাঁ।

ছন্দা। কি খারাপ খবর ?

উৎপল। সে আমি বলতে পারবো না ছন্দা !

ছন্দা। বলতেই হবে আপনাকে।

উৎপল। (অসহায়ের মত) না—না—

(ছন্দা উৎপলের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

ছন্দা। উৎপলবাবু ! বলুন কি খবর ? আমি শুনবো। বলতেই হবে আপনাকে ! বলুন !

উৎপল। আমার বাবা—

ছন্দা। বলুন—

উৎপল। আমার বাবা মত দিলেন না।

(ছন্দা অর্থহীন ভাবে উৎপলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। যেন এমন একটা কথা সে শুনিল যাহার মানে সে বুঝিতে পারিতেছে না। ধীরে ধীরে কহিল)

ছন্দা। মত দিলেন না ? কেন ?

উৎপল। তিনি অন্য যায়গায় সম্বন্ধ স্থির ক'রে ফেলেছেন। সেখানে অনেক টাকা আর সম্পত্তি পাবেন। তা ছাড়া—

ছন্দা। তা ছাড়া ?

উৎপল। তা ছাড়া মেজদির আত্মহত্যার ব্যাপারটাকেও তিনি ভাল চোখে দেখেন নি—।

ছন্দা। কেন ?

উৎপল। তিনি বলেন—যে মেয়ে অমন শিক্ষিত স্বামী বর্ত্তমানে আত্মহত্যা করে, তার—

ছন্দা। থাক্ আর শুনতে চাই না।

(ছন্দা চুপ করিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া শূন্য দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ চুপচাপ)

উৎপল। আমার অক্ষমতাকে তুমি ক্ষমা করো ছন্দা। বর্ত্তমান অবস্থায় বাবার বিরুদ্ধে যাওয়া—

ছন্দা। থামুন। পিতৃভক্তির আদর্শ নিয়ে সভায় বক্তৃতা দেবেন, অনেক হাততালি আর ফুলের মালা পাবেন। (একটু পরে আপন মনে) এযে হবে—তা আমি আগেই জানতাম। এই আসা-যাওয়া, হাসি-গান সবই যে একদিন ধোঁয়া হয়ে আকাশে মিলিয়ে যাবে—এ কথা আমার মন বলেছিল—। কিন্তু—কিন্তু আমার বাবাকে আমি কি বলবো? তিনি যে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন এ নিয়ে।

উৎপল। কি করবো ছন্দা! ভগবান আমাদের—

ছন্দা। চুপ করুন। ভগবানের নাম করবেন না। আপনার নিজের নেই মেরুদণ্ডের জোর--সেই লজ্জাকে আপনি ভগবানের দোহাই দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করছেন!

উৎপল। আমি—

ছন্দা। হ্যাঁ আপনি! শুধু আপনি নন্—সমস্ত পুরুষ জাতটাই এই। আপনাদের সকলকার ওই একই ধর্ম্ম। নারীকে প্রলুব্ধ করে, আশা-ভরসা আর ছলনার অভিনয় ক'রে, আপনারা প্রথমে তাকে জয় করে নেন—তার পরে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেন পথের পাশে—ছেঁড়া জুতোর মত! আদম থেকে সুরু ক'রে আজ পর্য্যন্ত এ নিয়মের ব্যতিক্রম হ'ল না।

উৎপল। আমাকে ক্ষমা কর ছন্দা—

ছন্দা। ক্ষমা করবো বৈকি! নিশ্চয়ই ক্ষমা করবো। ক্ষমা না ক'রে যে আমাদের কোন উপায় নেই। এমনিতে ক্ষমা

না কর্‌লে আপনারা লাথি মেরে আমাদের কাছ থেকে ক্ষমা আদায় করে নেবেন। আপনারা যে পুরুষ !

[উৎপল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া ছন্দার রাগতপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল]

ছন্দা। বাবা বলেছেন ! কলির ভীষ্মদেব ! আমার সঙ্গে আলাপ করবার সময় বাবার মত নেওয়ার কথা মনে ছিল না? আমার বাবাকে প্রতারিত করবার সময় বাবার কথা ভেবে দেখেন নি ?

উৎপল। প্রতারিত করেছি ?

ছন্দা। নিশ্চয় প্রতারিত করেছেন। আপনি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন—কথা দিয়েছেন। আপনার মুখের কথার উপর ভরসা ক'রে আজ তিনি কতদূর এগিয়েছেন—সে খবর রাখেন আপনি ? রোগে-শোকে মুহ্যমান আমার বাবা—আমার দেবতার মত বাবা—(কাঁদিয়া ফেলিল) তাঁর সঙ্গে আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন্।

উৎপল। ছন্দা !

ছন্দা ! যান। বেরিয়ে যান আপনি এ বাড়ী থেকে। আপনার সঙ্গে আমার কোনদিন আলাপ ছিল, সে লজ্জার কথা আমি ভোলবার চেষ্টা করবো। যান্ চলে যান্।

উৎপল। তুমি আমায় ভুল বুঝোনা ছন্দা।

ছন্দা। যান বল্‌ছি। আর একটা কথা কইলে আমি শঙ্করকে ডাকবো' আমার বাবাকে যে মিথ্যা কথা বলে ঠকায় পৃথিবীতে তাকে আমি কুকুরের চাইতে অধম মনে করি। বেরিয়ে যান্ !

(উৎপলের প্রস্থান)

[ছন্দা চেয়ারের হাতায় মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল হঠাৎ সেই ঘরে প্রবেশ করিল তন্দ্রা]

তন্দ্রা। না—না আমি যাবো না। এরা আমায় কোথায় নিয়ে যাবে; নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলবে। আমি যাবনা! ছন্দা কাঁদছিস কেন রে? চিঠি কার? দেখি দেখি।

[চিঠিখানি খুলিয়া জোরে পড়িতে লাগিল]

"প্রিয় বান্ধবী"—

তোমাকে আমি ভালবেসেছিলাম—সত্যি ভাল বেসেছিলাম। কিন্তু সংসার আমাদের এই প্রাণঢালা ভালবাসার যথার্থ মূল্য দিলে না।

তন্দ্রা। বেশ লেখা। কার চিঠিরে?

ছন্দা। জানিনা।

তন্দ্রা। তবে বোধ হয় আমার,—পড়ি।

"বাবার এই বিবাহে মত নেই। তিনি অন্য জায়গায় আমার সম্বন্ধ স্থির করেছেন। পরজন্মে আবার তোমাতে আমাতে দেখা হবে। বিদায়।"

উৎপল।

উ ৎ পল! আমি মনে করেছিলাম অলকদা লিখেছে বুঝি। নিগে যা তোর ছাই চিঠি। আমার অমন কত চিঠি আছে।

[একটা চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল]

[অলকের প্রবেশ]

অলক। কি হয়েছে ছন্দা? চোখে জল কেন?

[ছন্দা নিঃশব্দে আঙুল দিয়া উৎপলের চিঠিখানি দেখাইয়া দিল। অলক তাহা কুড়াইয়া লইয়া পড়িল]

সে কি?

তন্দ্রা। বারে! আমার চিঠি তুমি নিয়েছো কেন? ফিরিয়ে দাও বলছি।

[কল্যাণের প্রবেশ। ছন্দা তৎক্ষণাৎ ঘর হইতে চলিয়া গেল]

কল্যাণ। কী বিপদ! আবার তুমি পালিয়ে এসেছো? এখুনি যে আমাদের যেতে হ'বে! চল্ ঘরে চল।

তন্দ্রা। ঘরে! কার ঘরে! কেন যাব?

কল্যাণ। তোমার ঘরে। ওই ওপরের ঘরে।

তন্দ্রা। ধ্যাৎ। আমার আবার ঘর আছে নাকি?

অলক। এই চিঠিটা একবার পড়ুন।

কল্যাণ। কার চিঠি?

অলক। উৎপলের। ছন্দার সঙ্গে তার বিয়ের অসম্মতি—

কল্যাণ! অসম্মতি! কারণ?

অলক! সনাতন। পিতার অমত।

কল্যাণ। সর্ব্বনাশ! দেখি! (পড়িতে লাগিল)

তন্দ্রা। (আপন মনে) চারিদিকে কেউ কোথাও নেই, আকাশ ভ'রে চাঁদের আলো। অলকদা বলছে—আমি তোমায় ভালবাসি। আমিও বলেছিলাম—বাসি। তারপর কী যেন হ'ল—

কল্যাণ। তাইতো এখন উপায়!

অলক। কাকাকে একবার চিঠিখানা দেখাতে হয়।

কল্যাণ। কিন্তু বারে বারে এই আঘাত তিনি কি সহ্য করতে পারবেন?

অলক। তা ছাড়া কিছু উপায়ও তো নেই।

তন্দ্রা। (আপন মনে) ওই একখানা ফটোই ভাল হয়েছিল। আচ্ছা অলকদা, তোমার কোলে মাথা রেখে সেই যে ফটোটা তুলেছিলাম তার duplicate আছে?

অলক। হ্যাঁ—হ্যাঁ আছে। (কল্যাণকে) তা হ'লে আর দেরী ক'রে কাজ নেই; চলুন দিয়ে আসি।

কল্যাণ। না—না। আমাদের গিয়ে দরকার নেই। শঙ্কর!

(শঙ্করের প্রবেশ)

এই চিঠিখানা বড়বাবুকে দিয়ে আয়।

(শঙ্করের প্রস্থান)

তন্দ্রা। আচ্ছা অলকদা! তুমি যে যেতে বলছো, কিন্তু আমি এখন যাই কী ক'রে বলতো। তুমি তো সুটকেশ তুলে নিলে হাতে। এক হাতে সুটকেশ আর এক হাতে আমার হাত —এমন সময় বিষ খেল নন্দা! নন্দা!! নন্দা!!!

(চীৎকার করিতে করিতে চলিয়া গেল)

কল্যাণ। অলকবাবু, বিধাতা যখন স্বীকার করেন, তখন বোধহয় এমনি ভাবেই করেন।

অলক। কল্যাণবাবু, আপনি আমাকে অপমান করুন। আপনার কাছে অপমানই আমার প্রাপ্য। আমিই আপনার সর্ব্বনাশের কারণ—আমি আপনার কাছে অপরাধী।

কল্যাণ। অপরাধী নও ভাই—তুমি প্রেমিক।

অলক। না কল্যাণবাবু, আমি প্রেমিক নই, আমি লম্পট—আমি অসচ্চরিত্র।

কল্যাণ। না, ভাই তুমি প্রেমিক। তবে তুমি জান্‌তে না যে প্রেম কেড়ে পাওয়া যায় না, ছেড়ে পেতে হয়। এ তোমার অপরাধ নয়, ভুল। এইত প্রেমের ট্রাজিডি। তোমার ওপর আমার কিছুমাত্র রাগ নেই ভাই। তুমি খুসী মনে আশীর্ব্বাদ কর, তন্দ্রাকে যেন ভাল ক'রে ভুল্‌তে পারি।

(প্রস্থান)

(সত্যপ্রসন্নের প্রবেশ)

অলক। কাকা!

সত্য। আর কিসের প্রয়োজনে তোমাকে এখানে আটকে রাখবো বাবা। সব শুনেছ বোধ হয়?

অলক। হ্যাঁ।

সত্য। শেষে উৎপলও আমাকে উদ্বেগের হাত থেকে বাঁচালো। আচ্ছা, তুমি এস।

(অলকের প্রস্থান)

(সত্যপ্রসন্ন একটা চেয়ারে বসিতেই ধীরপদে ছন্দা প্রবেশ করিল। তাহার চোখ মুখের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় একটু আগে সে ভয়ানক কাঁদিয়াছে)

সত্য। ছন্দা! আয় মা, আমার কাছে আয়।

(ছন্দাকে নিজের কাছে টানিয়া লইলেন)

আমি কি করবো—আমায় বলে দেত মা।

ছন্দা। কিছুই করতে হবে না বাবা। আমার সম্বন্ধে নতুন ক'রে ভেবে আর নিজের শান্তি তুমি নষ্ট করোনা।

সত্য। (ম্লান হাসিয়া) আমার শান্তি! আমার শান্তি কি ক'রে থাকবে মা? এই যে আঘাতের পর আঘাত—এর কি আর শেষ নেই? বিধাতার নিষ্ঠুরতা আমার ধৈর্য্যের পরে শক্তি পরীক্ষা করছে মা!

ছন্দা। বিধাতাকে সে শক্তি পরীক্ষা করবার সুযোগ তুমি দিও না বাবা।

(সুটকেশ হাতে অলকের প্রবেশ)

সত্য। চললে অলক?

অলক। হ্যাঁ কাকা। (প্রণাম করিল।)

সত্য। এস বাবা—দীর্ঘজীবি হও।

অলক। (ছন্দার প্রতি চাহিয়া) কোনদিন—কোন বিপদে যদি আমার সাহায্যের দরকার মনে করো ছন্দা—চিঠি দিও! যেখানে থাকি—আমি ছুটে আসবো।

ছন্দা। মনে থাকবে অলকদা।

অলক। আর এই আমার ঠিকানা। তন্দ্রা যদি সেরে ওঠে তবেই লিখো, নইলে নয়।

ছন্দা। আচ্ছা।

অলক। যাচ্ছি কাকা।

সত্য। এস বাবা।

(অলক এমন ভাবে চলিয়া গেল যেন মনে হয় তাহারও চোখে জল আসিয়াছিল)

ছন্দা। আমার অনুরোধ, বিধাতার নাম তুমি আর করোনা বাবা। ওতে শুধু সময় নষ্ট।

সত্য। বিদ্রোহী হয়োনা মা! আমাদের প্রত্যেক কার্য্যের মূলে তাঁর শুভেচ্ছা রয়েছে—এ কথা বিশ্বাস করবার শক্তি যেন এখনো আমরা পাই।

ছন্দা। সে বিশ্বাস, সে ভক্তি আমার নেই বাবা। এই আজ আমি তোমাকে স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, তুমি আর আমার বিয়ের চেষ্টা করোনা। আমি তোমার কাছেই থাকবো।

সত্য। সেই কি একটা কথা মা? বিবাহ যে করুণাময় ঈশ্বরের নির্দ্দেশ! তাকে অমান্য করায় গর্ব্ব হয়তো আছে, কিন্তু কল্যাণতো নেই ছন্দা, কল্যাণ নেই।

(শঙ্করের মাথায় বাক্স, বেডিং ও স্যুটকেশ চাপাইয়া তন্দ্রার হাত ধরিয়া কল্যাণের প্রবেশ। শঙ্কর আগাইয়া বাহির হইয়া গেল)

সত্য। কল্যাণ কি এখুনি যাচ্ছো?

কল্যাণ। আজ্ঞে হ্যাঁ। আশীর্ব্বাদ করুন যেন তন্দ্রাকে আমি আরোগ্য ক'রে আপনার কাছে ফিরিয়ে আনতে পারি। তনু! বাবাকে প্রণাম করো।

তন্দ্রা। প্রণাম করবো? বাবাকে? কেন? ও! হ্যাঁ, হ্যাঁ করছি—করছি।

[কল্যাণ ও তন্দ্রা সত্যপ্রসন্নকে প্রণাম করিল। তিনি তন্দ্রার মাথায় হাত দিলেন]

সত্য। ভাল হ'য়ে আবার আমার কোলে ফিরে আয় মা।

তন্দ্রা। ছন্দা! কাঁদছিস কেন হতভাগী? তুই এই বুড়োটাকে দেখিস্। এটা এবার মর্বে! আর শোন্! (ছন্দাকে কাছে আনিয়া চুপি চুপি) খাবার টাবারগুলো ভাল করে দেখে দিস্। সাবধান যেন কেউ বিষ না দেয়।

কল্যাণ চল তন্দ্রা!

তন্দ্রা। চল। কিন্তু অলকদা? সে কোথায়? তাকে নইলে তো আমি যাবোনা। তারই সঙ্গে তো আমার যাবার কথা!

কল্যাণ। সে এগিয়ে গেছে।

তন্দ্রা। ও! আচ্ছা তবে চল। বাবা চল্লাম,—ছন্দা চল্লাম,—নন্দা—না নন্দাতো বিষ খেয়েছে! অলকদা…ও! অলকদাতো এগিয়ে গেছে। চল!

(উভয়ের প্রস্থান)

[সত্যপ্রসন্ন তাহাদের দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া পুনঃ প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে সম্পূর্ণ উদভ্রান্তের মত দেখাইতেছে। ছন্দাও কাঁদিতেছিল। সত্যপ্রসন্নেরও চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া জল পড়িতেছিল]

সত্য। ছন্দা।

ছন্দা। এই যে বাবা—এই যে আমি!

সত্য। কিন্তু তুই যেন আমাকে ছেড়ে কোথাও যাসনে মা। তা হ'লে আমি কি করে থাক্‌বো? তোর মা যাবার সময় তোদের তিনজনকে আমার হাতে তুলে দিয়েছিল। দু'জন গেছে ছন্দা, তুই যেন থাকিস্ মা। তুই যেন থাকিস্।

ছন্দা। আমাকে সেই আশীর্ব্বাদই কর বাবা, আমি যেন চিরকাল তোমারই কাছে থাকতে পারি।

[ছন্দা পিতাকে প্রণাম করিল। তিনি তাহাকে সবলে আপন বুকে টানিয়া লইলেন]

যবনিকা নামিয়া আসিল

ষষ্ঠ দৃশ্য

একমাস পরে

[সিমলায় কল্যাণের বাড়ী। শয়নকক্ষ সংলগ্ন বসিবার ঘর। আধুনিক সজ্জায় ঘরখানি সজ্জিত। চেয়ারে, টেবিলে, ছবিতে ও আসবাবপত্রে সর্ব্বত্রই গৃহস্বামীর উচ্চ-শ্রেণীর রুচিবোধের পরিচয় প্রচ্ছন্ন। জানালা দিয়া দেখা যায়—শিমলা শৈলের দিগন্তব্যাপী সুগম্ভীর মৌনতা।

দৃশ্যারম্ভে দেখা গেল—সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। তাহার রক্তিমাভা জানালা দিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নীরস কাঠের বস্তুকেও রঙীন করিয়া তুলিয়াছে। পিছনের পাহাড় ও গাছপালার রং লাল।

একখানি ইজিচেয়ারে কল্যাণ চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহার গায়ে একখানি দামী শাল জড়ানো রহিয়াছে। সে চুপ করিয়া জানালা পথে বাহিরের অস্ত-সূর্য্যের লীলা দেখিতেছিল, তাহার মুখেও দিনশেষের রং লাগিয়াছে।

নেপথ্যে খিল খিল করিয়া একটা হাসির ধ্বনি উঠিল—পর মুহূর্ত্তেই 'তন্দ্রা' সে ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার কেশ বেশ শিথিল। চুলগুলি রুক্ষ, দুএকগুচ্ছ আসিয়া কপালের উপর পড়িয়াছে। সাজ সজ্জায় অপরিসীম ঔদাস্য। সে হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিয়া কল্যাণকে তদবস্থায় দেখিয়া হাসি বন্ধ করিল এবং অস্বাভাবিক গম্ভীরমুখে স্বামীর কাছে গিয়া দাঁড়াইল। কল্যাণ তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল।]

কল্যাণ। তনু!

তন্দ্রা। কি?

কল্যাণ। খেয়েছো?

তন্দ্রা। না।

কল্যাণ। না খেয়ে মরতে চাও? আজ কদিন থেকে তুমি জলস্পর্শ করছোনা—মনে আছে?

তন্দ্রা। কী জানি কদিন! কিন্তু আমি আর কিছু খাবোনা। সব খাবারে তোমরা বিষ মিশিয়ে রেখেছ—খেলেই আমি মরে যাবো।

কল্যাণ। এখানে তোমাকে কে বিষ খাওয়াবে—একটা কথা ভেবে দেখ তন্নু! আমার শরীরের অবস্থা দেখছো? ডাক্তার বলেছে সাবধান না হ'লে যে কোন মুহূর্ত্তে—আমার মৃত্যু হ'তে পারে। এখনও একটু বোঝ তন্নু! খাওগে যাও—লক্ষ্মিটি! এমনভাবে আমার চোখের সাম্‌নে উপোস করে তুমি ঘুরে বেড়ালে আমিই বা সুস্থ থাকি কী ক'রে বল?

তন্দ্রা। ডাক্তার কী বলে গেছে? যে কোন মুহূর্ত্তে তুমি মরে যেতে পারো?

কল্যাণ। হ্যাঁ।

তন্দ্রা। (হাসিয়া) ডাক্তারগুলো বেশ বলে কিন্তু। একটু ভেবেও দেখেনা কথাটার মানে কী দাঁড়ালো! (একটু পরে) তা-হ'লে তুমি মরে যাবে?

কল্যাণ। যেতেও পারি।

তন্দ্রা। বেশ, যাও মরে যাও। আমি একলাই থাকবো। সবাই যখন একে একে মরে যাচ্ছে, তখন তুমিই বা খামোকা বেঁচে থাক্‌বে কেন? যাও—মরে যাও!

কল্যাণ। তবু তুমি কিছু খাবে না?

তন্দ্রা। না। (চলিয়া গেল)

অশোক। (নেপথ্যে) কল্যাণদা!

কল্যাণ। এস অশোক!

[অশোকের প্রবেশ। তাহার হাতে দুটি ওষুধের শিশি। সুন্দর যুবক সে কল্যাণের প্রতিবেশী]

অশোক। ডাক্তারবাবু এই ওষুধটা পাঠিয়ে দিলেন, দু'ঘণ্টা অন্তর খাবেন, আর এই পেটেণ্ট ওষুধটা দুবেলা খাবার পর এক চামচ ক'রে।

কল্যাণ। ধন্যবাদ অশোক। এসে অবধি অনেক কষ্ট তোমাদের দিচ্ছি ভাই। অসহায় বড় ভাই ব'লে সে সব তুমি ক্ষমা কোরো।

অশোক। পর মনে করছেন কল্যাণদা ?

কল্যাণ। না, পর মনে করিনি অশোক। তোমার দাদা আমার বাল্য বন্ধু, সিমলেয় এসে তোমাদের যখন প্রতিবেশীরূপে দেখতে পেলাম—তখন আমি যেন অনেকটা বল পেলাম। আমার অবস্থা তো দেখছো ? স্ত্রী উন্মাদ, আমি নিজে অক্ষম হ'য়ে পড়েছি—তোমাদের এ দয়ার ঋণ আমি কখনো শোধ দিতে পারবোনা অশোক।

অশোক। আপনি বেশী কথা কইবেন না কল্যাণদা। ডাক্তারবাবু বিশেষ করে এই কথাটাই বলে দিয়েছেন।

কল্যাণ। আচ্ছা। কিন্তু এই আমার অনুরোধ রইলো তোমার কাছে, আমি যদি মরে যাই, তোমার এই পাগলী বৌদিকে তুমি দেখো।……টেলিগ্রাম করে দিয়েছো ?

অশোক। সে তো পরশুই ক'রে দিয়েছি।

কল্যাণ। দু'খানাই করে দিয়েছো ?

অশোক। হ্যাঁ। একখানা অলকবাবুর নামে, আর একখানা সত্যপ্রসন্ন বাবুর নামে।

কল্যাণ। যাক—তবে ওরা আজ নিশ্চয় এসে পড়বে। ওরা এলে আমি বেঁচে যাই। আমার মন বলছে—খুব বেশীদিন আর আমি পৃথিবীতে থাকৃতে পারবো না, তার আগে তন্দ্রাকে আমি একটা নিরাপদ জায়গায় রেখে যেতে চাই।

অশোক। আপনি ভাববেন্ না, দু'জনের একজন কেউ আজকালের মধ্যে নিশ্চয় এসে পড়বেন। আচ্ছা আমি তবে এখন যাই কল্যাণদা ? রাত্রে আবার আসবোখন।

কল্যাণ। তন্দ্রাকে খাওয়াতে রাজী করাতে পার্‌লে না ?

অশোক। নাঃ, উনি মরণ পণ করেছেন, কিছু খাবেন না।

কল্যাণ। (হাসিয়া) সহমরণে যাবার সঙ্কল্প করেছে—না অশোক ? আচ্ছা তুমি এস।

(অশোক চলিয়া যাইতেছিল তাহার সম্মুখ দিয়া তন্দ্রা প্রবেশ করিল)

তন্দ্রা। শোন ! শোন !

অশোক। আমায় বলছেন বৌদি ?

তন্দ্রা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ—তোমায় বল্‌ছি। (অশোক ফিরিয়া আসিল) তোমার মতলবটা কী আমায় বল্‌তে পারো ?

অশোক। আমার মতলব !

তন্দ্রা। হ্যাঁ তোমার মতলব ! তুমি এত ঘন ঘন আবার এ বাড়ীতে যাওয়া আসা কর্‌ছো কেন বলতো ?......ছন্দাতো এখানে থাকেনা ! আর আমাকে নিয়ে যদি পালাতে চাও—তবে আমার তো এখন সময় নেই ভাই—আমার স্বামী নাকি যে কোন সময় মারা যেতে পারেন ! কী করে যাই বলতো !

অশোক। আপনি কী বলছেন বৌদি ?

তন্দ্রা। ভুল বক্‌ছি ভাবছো বুঝি ? মোটেই নয়। তোমাকে আমি চিনি—তোমার নাম উৎপল।

অশোক। না আমার নাম উৎপল নয়—আমার নাম অশোক। উৎপলকে আমি তো চিনিনা।

তন্দ্রা। ও বাবা ! এখন বুঝি নাম ভাঁড়িয়ে যাওয়া আসা করছো ? সাংঘাতিক ছেলেতো তুমি ! কিন্তু সে যাই হোক্—তুমি উৎপলই হও আর যেই হও, এখানে বাপু তোমার সুবিধে

হ'বে না। তবে ছন্দাকে যদি বিয়ে করতে যাও—সে কথা বাবাকে বোলো--আমি সে সব কথার কিছু জানিনা। কিন্তু আর অমন ক'রে চোরের মত চুপি-চুপি তুমি এ-বাড়ীতে এসোনা। বুঝলে? যদি আসতে হয়—সদর দরজা দিয়ে এসো! সকলের চোখের সামনে দিয়ে এসো—দিনের বেলায় এসো—বুঝলে? কিন্তু অমন করে ঝড় জলের রাতে আর এসোনা; ওতে সংসারের বড় ক্ষতি হয়, বড় ক্ষতি হয়।

(প্রস্থান)

[অশোক চাহিয়া দেখিল কল্যাণ তখনও তেমনি নির্ব্বিকার চোখে জানলা দিয়া বাহিরে চাহিয়া আছে। পশ্চিম আকাশ তখন ধীরে ধীরে অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে]

অশোক। কী দেখ্‌ছেন কল্যাণদা?

কল্যাণ। দেখ্‌ছিলাম ঐ রঙের খেলা। রোজ রোজ নতুন নতুন রং, সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত রোজ নতুন। খেয়ালের খুশীতে ঐশ্বর্য্যের এই অপচয়—বিধাতার সয়, কিন্তু সে ক্ষতি মানুষের সয় না। আচ্ছা তুমি এসো অশোক। সন্ধ্যে হ'য়ে গেল—এবার বাড়ী যাও।

অশোক। ঘর অন্ধকার হ'য়ে গেছে, আলোটা জেলে দেবো কল্যাণদা?

কল্যাণ। না থাক। আজ আমি এখানে বসে আছি পূর্ণিমার আলো দেখবো বলে। ঘরে আলো থাকলে—আকাশের আলো লজ্জা পাবে। ঘর অন্ধকারই থাক।

[অশোকের প্রস্থান। ধীরে ধীরে পাহাড় ও অরণ্য আলো হইতে লাগিল। পূর্ণচন্দ্রের উজ্জ্বল আলোকে সব মায়াময় হইয়া উঠিল। সেই আলোর আভা আসিয়া কল্যাণের মুখে পড়িল। কিছুক্ষণ পরে দ্বারপ্রান্তে একটি কালো মূর্ত্তি দেখা গেল, ঘর অন্ধকার ছিল বলিয়া তাহাকে ঠিক চেনা গেল না]

কল্যাণ। কে?

আগন্তুক। আমি।

কল্যাণ। কে তুমি? আলোটা জ্বাল, আমি তোমাকে ভাল ক'রে দেখি।

আগন্তুক। সুইচ্ কোথায়?

কল্যাণ। তোমার ডাইনে।

[আগন্তুক আলো জ্বালিয়া দিলে দেখা গেল যে আসিয়াছে সে অলক]

কল্যাণ! ও! অলকবাবু! আসুন! আসুন! কিছু মনে কর্‌বেন না—অন্যমনস্ক ছিলাম ব'লে ভয় পেয়েছিলাম। যাক্‌গে সে কথা, কেমন আছেন বলুন?

অলক। একি! আপনার চেহারা এমন হয়ে গেল কী করে?

কল্যাণ। খুব খারাপ হ'য়ে গেছে বুঝি? চেহারার আর দোষ কি বলুন—আমার মনের অবস্থাতো জানেন। অবিশ্যি মনটা জখম হ'লেও দেহটা এতকাল ভালই ছিল, কিন্তু হঠাৎ সে' দিন দেহটাও তার চরমপত্র দিয়ে দিয়েছে।

অলক। মানে?

কল্যাণ। অফিসে বসে কাজ কর্‌তে কর্‌তে অজ্ঞান হ'য়ে চেয়ার থেকে মাটিতে পড়ে যাই, তারপর সুরু হয় রক্ত বমি, দিন পাঁচেক ধ'রে ক্রমাগত। ডাক্তার এসে বহু কষ্টে সেই রক্তস্রোত বন্ধ করে।

অলক। অসুখ কী?

কল্যাণ। অসুখের নাম অবশ্য ডাক্তার একটা বলেছিল, কিন্তু সে আমি বুঝ্‌তে পারিনি—আর বোঝ্‌বার দরকারও ছিল না! তবে তাঁর কথার মধ্যে এইটুকু বেশ স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল যে, যে কোন মুহূর্ত্তে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে আমার মৃত্যু হ'তে

পারে। (একটু হাসিয়া) ডাক যখন এসেছে তখন আজ হোক্ কাল হোক্ যেতে হবেই, তাই আপনাকে আর শ্বশুরমশায়কে দুখানা টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছিলাম। তা ছাড়া তন্দ্রা—

অলক। (যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল) হ্যাঁ, হ্যাঁ তন্দ্রা কেমন আছে ?

কল্যাণ। একই রকম। সন্ন্যাসীর চিকিৎসাতেও কিছু ফল হয়নি, বরং সময় সময় পাগলামী যেন বেড়েই যায়। তা ছাড়া আজ তিন দিন থেকে সে জলস্পর্শ করছে না। কেবল বিষ-বিষ আর বিষ। আপনাকে টেলিগ্রাম করবার এও একটা বিশেষ কারণ। ওর যৌবনের প্রথম দিনে ওর মন জয় করেছিলেন আপনি, সেই মনের সমস্ত অলিগলির খবর আমার জানা নেই, কিন্তু আপনার জানা আছে। দেখুন যদি কোন রকম ক'রে—

অলক। আচ্ছা আমি দেখ্ছি।

কল্যাণ। আচ্ছা আমি তবে একটু শুই গে ? আপনি মুখ হাত পা ধুয়ে নিন! ঠাকুরকে আমার বলা আছে, আপনার চা জলখাবার সব দিয়ে যাবে। এটাকে পরের বাড়ী মনে করবেন না অলকবাবু, তাতে আপনার অসুবিধের মাত্রা আরও বেড়েই যাবে। মনে করুন আপনিই এর গৃহস্বামী এ ঘরও আপনার—তন্দ্রাও আপনার। নিজে দেখে শুনে—হুকুম ক'রে নিজের থাকাটাকে সহজ করে নিন। আমি দুর্ব্বল—আমি অক্ষম।

(ধীরে ধীরে উঠিয়া পাশের ঘরে প্রস্থান করিল)

(অলক একটি সিগারেট ধরাইয়া জানালার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। একটু

পরে সে ঘরে প্রবেশ করিল তন্দ্রা। অলককে দেখিয়া তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল]

তন্দ্রা। আমি জানতাম তুমি আজ আসবে।

অলক। কী করে জান্‌লে ?

তন্দ্রা। আমার যে বড় বিপদ, আমার স্বামী নাকি যে কোন সময় মরে যেতে পারেন।

অলক। কে তোমায় বলেছে এ সব কথা ?

তন্দ্রা। কে যেন তখন বলছিল—

অলক। সে মিছে কথা বলেছে।

তন্দ্রা। মিছে কথা বলেছে—না ? আমারও তাই মনে হচ্ছিল। একি কখনো সত্যি হ'তে পারে ? মরে গেলে চলবে কেন ? তুমিই বলতো অলকদা !

অলক। তাতো বটেই। কিন্তু তুমি নাকি কিছু খাচ্ছোনা তন্দ্রা ?

তন্দ্রা। হ্যাঁ।

অলক। কেন ?

তন্দ্রা। সব খাবারে ওরা বিষ মিশিয়ে দিয়েছে। শোন অলকদা, (চুপি চুপি) তুমিও কিন্তু কিছু খেয়োনা এ বাড়ীতে। তোমাকেও ওরা মেরে ফেল্‌বে ঠিক ক'রেছে।

অলক। হ্যাঁ, সে কথা আমি বুঝতে পেরেছি। তাই আমি এসেই নিজ হাতে তোমার আর আমার জন্যে খাবার তৈরী ক'রে রেখেছি। তুমি একদিন বলেছিলে না—আমার হাতের রান্না খাবে ?

তন্দ্রা। হ্যাঁ-হ্যাঁ।

অলক। আজ খেয়ে দেখ দেখি—আমি কেমন রান্না করতে পারি ? ঠাকুর !

(ঠাকুরের প্রবেশ)

ঠাকুর। কী বলছেন বাবু?

অলক। তোমার মায়ের আর আমার খাবার দৌড়ে গিয়ে নিয়ে এস।

ঠাকুর। আচ্ছা।

অলক। সেই আলাদা ক'রে রাখা খাবার—যা আমি রান্না করেছি, বুঝতে পেরেছো? যাও, চট্ করে নিয়ে এস।—[ঠাকুরের প্রস্থান] তোমরা ভাবো—যে তোমরাই বুঝি ভাল রান্না করতে পার—না? আজ খেলেই বুঝতে পারবে—অলকদাও বড় সামান্য লোক নয়। ইচ্ছে করলে আমি সাংঘাতিক রকম ভাল রান্না করতে পারি—তবে ইচ্ছে করিনে এই যা।

তন্দ্রা। কখন তুমি রান্না করলে অলকদা! এই তো তুমি এলে!

অলক। এই এলুম মানে! আমি তো এসেছি সেই বিকেল বেলায়, তখন তুমি ওই জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলে।

তন্দ্রা। হ্যাঁ—হ্যাঁ!

অলক। আমি এসে মুখ হাত ধুয়ে রান্না ঘরে ঢুকে তোমার জন্য রান্না ক'রে রেখে তবেতো ওপরে এলুম!

তন্দ্রা। সত্যি? কী কী রান্না করলে অলকদা?

অলক। আগে বলবো কেন? আমি বলে দিই আর তুমি ঠোঁট উল্টে বল—ও! এই রান্না করেছো? এতো উড়ে ঠাকুরও পারে!

(ঠাকুর দুইটি থালায় লুচি তরীতরকারী ও দুই গ্লাস জল রাখিয়া গেল)

তন্দ্রা। না না আমি খাবোনা। আমি অত বোকা নই। তুমি বিষ দেওয়া ঠাকুরের রান্না আমাকে খাওয়াতে চাও? আমি খাবো না!

অলক। ঠাকুরের রান্না ? আচ্ছা তোমার মনে আছে, এক দিন সেই আষাঢ় মাসে আমরা ডায়মণ্ড হারবারে গিয়েছিলাম ? সে দিন কী বৃষ্টি ! বাংলোতে বসে তুমি বললে আজ খিঁচুড়ী খাবো। আমি গেলুম খিঁচুড়ি রান্না করতে। কত কষ্ট ক'রে খিঁচুড়ী রান্না ক'রে যখন খেতে বসলুম—তখন দেখা গেল খিঁচুড়িতে আমি ডাল দিতেই ভুলে গেছি। (জোর করিয়া হাসিতে লাগিল)

তন্দ্রা। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক। (হাসিতে ফাটিয়া পড়িল) ডালটা যেন কোথায় রেখে এসেছিলে ?

অলক। বারান্দায় জলের টবের পাশে। চাল ডাল ধুতে নিয়ে গিয়ে ডালটা সেখানে রেখে চালটা নিয়ে চ'লে এসেছিলুম।

(তন্দ্রা খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল)

আর একদিন সেই গাড়ীতে ক'রে বেড়াতে যাবার সময় মাঝ রাস্তা থেকে কতকগুলো গরম গরম কচুরী আর সিঙাড়া কিনে নিয়ে বোটানিক্যালে বসে খাবার সময়—তুমি বল্‌লে, আমায় খাইয়ে দাও অলকদা ! মনে আছে ?

তন্দ্রা। না তো !

অলক। বারে ! সেই তোমার হাতে যখন আঙুল হাড়ার অপারেশন হয়েছিল ! আমি এমনি ক'রে,কচুরীর সঙ্গে তরকারী দিয়ে তোমার মুখে তুলে তুলে দিতে লাগলাম—(তন্দ্রার মুখে লুচি তুলিয়া দিল,—তন্দ্রা খাইতে লাগিল) আর তুমি খেতে লাগলে ? মনে নেই ?

তন্দ্রা। হুঁ !

অলক। সেই দিনই তো সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা একটা

ষ্টুডিয়োতে গিয়ে ফোটো তুলি। যতবার ফটোগ্রাফার বলছে—রেডি! তুমি ততবার জিব বার্ করে ক্যামেরার দিকে চাইছিলে। বাপ্ রে! তুমি কি কম দুষ্ট ছিলে!

(তন্দ্রা হাসিতে লাগিল। অলক তাহাকে হাসাইবার জন্য নিজে হাসিতে হাসিতে তন্দ্রাকে খাওয়াইতে লাগিল। পিছন দিক হইতে কল্যাণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া এই পাগলকে ভুলাইবার দৃশ্য দেখিতে লাগিল। তারপর ধীরে ধীরে জানালার কাছে সেই চেয়ারে গিয়া বসিয়া পড়িল।)

তন্দ্রা। তারপর অলকদা? তারপর কী হ'ল বল!

অলক। তারপর?

(তাহার চোখে জল আসিয়াছিল তন্দ্রার অলক্ষিতে রুমাল দিয়া সে চোখ দুটি মুছিয়া লইয়া আবার হাসিমুখে বলিতে আরম্ভ করিল।)

অলক। আর একদিন, ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিট্যুটে আলমগীর প্লেতে আমি কর্‌ছিলাম আলমগীরের পার্ট। পার্ট কর্‌তে কর্‌তে আলমগীর কেবলই চমকে চমকে ওঠে। কাগজওয়ালারা লিখলে—"অলকবাবু আলমগীরের চরিত্রই বুঝতে পারেন নাই।" কিন্তু ব্যাপারটা কী হয়েছিল জানতো?

তন্দ্রা। না,—কী?

অলক। আলমগীরের সেই লম্বা দাড়ির মধ্যে কী ক'রে একটা ছার পোকা ঢুকে প'ড়েছিল! সেই একব্যাটা ছারপোকা অত বড় ভারত সম্রাটের পার্টটাই ভেস্তে দিলে।

(তন্দ্রা আবার হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া পড়িল—খাবার তখন প্রায় শেষ। অলক তাহাকে জল খাওয়াইয়া মুখটা মুছাইয়া দিল)

তন্দ্রা। তারপর কী হ'ল অলকদা? তারপর?

অলক। এবার আমি খেয়ে নিই তন্দ্রা, তুমি ততক্ষণ ওঘরে গিয়ে একটু বসো গে। খেয়ে উঠে আজ সারা রাত্তির তোমাকে গল্প বলবো কেমন?

তন্দ্রা। আচ্ছা।

(বাধ্য মেয়ের মত ওঘরে চলিয়া গেল)

কল্যাণ। অলক বাবু!

অলক। (চমকিয়া) বলুন।

কল্যাণ। অনেকদিন আগে রাত বারোটার সময় আপনাকে আর আমার স্ত্রীকে বাইরের ঘরে কথা কইতে দেখে—আমি তন্দ্রাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—তোমার অলকদা কি যাদু জানেন? মনে আছে আপনার সে কথা?

অলক হ্যাঁ।

কল্যাণ কিন্তু আজ বুঝলাম—আপনি সত্যিই যাদুকর।

অলক। কিন্তু এ আমি পারবোনা কল্যাণবাবু, এমন ক'রে তন্দ্রাকে আমি খাওয়াতে পারবোনা। আপনি আমায় ছেড়ে দিন—আমি চলে যাই। (গলায় কান্না কাঁপিতে লাগিল)

কল্যাণ। তা কি হয় অলকবাবু? তা হয় না। জ্ঞানে হোক্, অজ্ঞানে হোক্ তন্দ্রার প্রতি আপনার একটা কর্ত্তব্য আছেই। সে কর্ত্তব্য তো আপনাকে পালন করতেই হবে।

অলক। না না কল্যাণ বাবু, এ আমি পার্‌বো না। আমি স্বীকার কর্‌ছি—যে আজও আমি আপনার স্ত্রীকে ভালবাসি। কিন্তু আমার সে ভালবাসার দাম এমন ভাবে পেতে আমি রাজি নই। আপনি আমায় অনুমতি দিন—আমি চলে যাই।

কল্যাণ। কিন্তু আপনি চলে গেলে এদের পরিবারের কী অবস্থা হবে—ভেবে দেখেছেন?

অলক। তা আমি কি কর্‌তে পারি?

কল্যাণ। আপনি অনেক কিছুই কর্‌তে পারেন। ছন্দা আজও কুমারী

তাকে গ্রহণ ক'রে আপনি এই পরিবারকে রক্ষা করতে পারেন। আমি সেখানেও টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছি—তারাও আজ রাত্রেই এসে পড়বেন বোধ হয়।

অলক। কল্যাণবাবু, আপনার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। আমি দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছি বটে, কিন্তু তাই বলে এত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়িনি যে আপনার এই প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যান করতে পার্‌বো না। কিন্তু আমাকে টেলিগ্রাম ক'রে এখানে আনানোর এই যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আজই আমি এখান থেকে চলে যাব।

কল্যাণ। আমায় বিশ্বাস করুন, আমি সে জন্যে আপনাকে ডাকিনি। আমি আপনাকে ডেকেছি আপনারই প্রিয়তমাকে বাঁচাবার জন্য। কিন্তু আপনাকে দেখে অবধি আমার মনে হচ্ছে—আপনারই কাছে রয়েছে এই পরিবারের বাঁচবার সঞ্জীবনী মন্ত্র। একমাত্র আপনিই এখন এদের রক্ষা ক'রতে পারেন। ছন্দা রূপে গুণে কোন দিক দিয়েই আপনার অযোগ্যা নয়! আপনি তাকে গ্রহণ কর্‌বেন অলকবাবু? আমায় কথা দিন!

অলক। না, আপনাকে কথা দিতে পারলাম না কল্যাণবাবু; আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। আমি জানি ছন্দা কোন দিক দিয়ে কোন দিনই কোন সুপাত্রের অযোগ্যা হবে না, কিন্তু তবু আমি তাকে বিয়ে কর্‌তে পার্‌বো না। এ অতি অসম্ভব প্রস্তাব।

কল্যাণ। আপনি যদি তাকে বিয়ে না করেন—তবে তার ভাগ্যে কী আছে—জানেন? (অলক কল্যাণের দিকে চাহিল) চঞ্চল তাকে বিয়ে কর্‌বে।

অলক। চঞ্চল!

কল্যাণ। হ্যাঁ চঞ্চল। ছন্দার চিঠিতে জেনেছি সে আজকাল সত্যবাবুর কাছে ঘন ঘন যাতায়াত কর্‌ছে! নন্দার আত্মহত্যায় তার যে কোন দোষই ছিল না—সত্যবাবুর মত সরল প্রকৃতির মানুষকে এ কথা বোঝাতে চঞ্চলের খুব বেশী দিন লাগবে না। তারপর—

সত্যপ্রসন্ন। (নেপথ্যে) কল্যাণ!

কল্যাণ। ওই ওরা এসে পড়েছেন। অলকবাবু, আমার প্রশ্নের জবাব?

অলক। আমাকে ক্ষমা করুন কল্যাণবাবু।

কল্যাণ। ওঃ—তা হলে এ চিঠি দু'খানা আপনি পড়ে দেখ্‌বেন—এই দু'খানা আমি নন্দার ক্যাশ-বাক্স থেকে পাই—সত্যবাবুর মুখ চেয়ে এতদিন আমি প্রকাশ করিনি, দরকার হবেও ভাবিনি।

অলক। কী এমন চিঠি?

কল্যাণ। প'ড়লেই বুঝতে পার্‌বেন—আপনার কাছে রেখে দিন; ঐ ওরা এসে পড়েছেন—

(প্রথমে ছন্দা তাহার পিছনে সত্যপ্রসন্ন ও সকলের শেষে চঞ্চল প্রবেশ করিল)

ছন্দা। (কল্যাণের কাছে গিয়া) বড়দা! তোমাকে যে আর চেনাই যায় না!

সত্য। কী হয়েছে কল্যাণ? অসুখের কথা কিছু লেখোনি, অথচ টেলিগ্রাম পেলাম "start immediately"। আমার তো মন—এই যে অলক! তুমিও এসে পড়েছো তা হলে? কল্যাণের অসুখটা কী বাবা?

অলক। অফিসে কাজ কর্‌তে কর্‌তে হঠাৎ অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে যান, তারপর—কয়েকবার রক্ত বমিও হয়। হার্ট খুব দুর্ব্বল।

সত্য। রক্ত বমি হয়? হার্ট খুব দুর্ব্বল—না? তবে তো বেশ অসুখ! তা হোক্ আমি খুব শক্ত আছি, ও সব কিছুতেই আমি ভয় পাইনে। চিকিৎসা চলছে তো?

অলক। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সত্য। চঞ্চল দাঁড়িয়ে থেকোনা বাবা—বসো। টেলিগ্রাম পেয়ে মনটা এমন হল—চঞ্চল তখন আমার ওখানে বসে। শুনে বললে—যদি অনুমতি দেন তো আমিও আপনাদের সঙ্গে যাই। আমি বললাম—বিলক্ষণ! কল্যাণকে দেখতে তুমি যাবে—এর মধ্যে অনুমতির কথা ওঠে কেন? তোমার তো অধিকারই রয়েছে।

কল্যাণ। অনেক ধন্যবাদ চঞ্চল। তুমি যে কষ্ট ক'রে এতদূরে আমাকে দেখ্‌তে আসবে—এ আমার স্বপ্নেরও অতীত।

চঞ্চল। কি বলছেন বড়দা? এটা কি আমার কর্ত্তব্য নয়?

সত্য। ও বেচারা বড় অনুতপ্ত—বুঝলে কল্যাণ? সামান্য একটু-খানি ভুলের বশে স্ত্রীকে হারিয়েছে—সেজন্য ওর আর অনু-তাপের শেষ নাই। রোজই আমার কাছে এসে সে কথা বলে আর কাঁদে। ছেলে মানুষ কিনা বলে সন্ন্যাসী হবো। তাই আমার এক এক সময় মনে হয়—মনে হয় কেন, আমি প্রায় ঠিকই করেছি—ছন্দাকে আমি ওরই হাতে দেব। একবার ভুল ক'রেছে বলে কি আর বারবার ভুল করবে? কি বল কল্যাণ?

কল্যাণ। তাতো বটেই। [কল্যাণ অলকের দিকে চাহিতেই সে মুখ ঘুরাইয়া রহিল]

ছন্দা। বড়দি কোথায়?

কল্যাণ। পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছে বোধ হয়।

ছন্দা। যাই আমি বড়দিকে ডেকে নিয়ে আসি। [প্রস্থান]

সত্য। তন্দ্রা কেমন আছে কল্যাণ?

কল্যাণ। একই রকম।

সত্য। হুঁ! একই রকমতো থাকতেই যবে! আমার সংস্পর্শে যে যেখানে আছে—সব একরকম থাকবে—শুধু মাঝে থেকে আমিই ক্রমাগত বদ্‌লে বদ্‌লে যাবো। এই তো আমার বিধিলিপি, এ তো আর খণ্ডন হবার উপায় নেই।

কল্যাণ। রাত অনেক হয়েছে—আর অনর্থক সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা দেখতে হয়। অলকবাবু, আপনি আমায় একটু ধরুন তো, একবার ভেতরে যেতে হবে।

সত্য। তুমি কেন উঠ্‌ছো কল্যাণ—সে আমরা নিজেরাই দেখে শুনে নিতে পারবো! আর তা'ছাড়া ছন্দা ভেতরে গেছে—সেই সব ঠিক ক'রে ফেলবে। তুমি ব্যস্ত হয়ো না।

কল্যাণ। না তা' হয় না। আমি না দেখলে প্রথম দিন আপনাদের ভয়ানক অসুবিধে হবে। অলকবাবু! আমায় ধরুন। চঞ্চল ভাই, তুমি আমার বাড়ীতে এসেছো—এ আমার পরম সৌভাগ্য। আমি অসুস্থ থাকার জন্য—তোমার অভ্যর্থনার হাজার ত্রুটি হবে—কিন্তু সে সব তুমি দয়া করে ক্ষমা কোরো।

চঞ্চল। ছি ছি, এমন ক'রে আপনি বলবেন না বড়দা।

কল্যাণ। চলুন অলকবাবু,—আমরা নীচে যাই।

(অলকের কাঁধে ভর দিয়া কল্যাণ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সত্যপ্রসন্ন একখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন, চঞ্চল গিয়া তাঁহার কাছে বসিল)

চঞ্চল। আচ্ছা এই অলকবাবু লোকটি কে আমায় বলতে পারেন? ওকে আমার একটুও ভাল লাগে না।

সত্য। সে কি! অলকতো চমৎকার ছেলে। ও হচ্ছে আমার তন্দ্রার বন্ধু। ওর সঙ্গে না মিশলে তুমি ওকে চিনতে পারবে না চঞ্চল, সহজে ও ধরা ছোঁয়া দেয় না।

চঞ্চল হতে পারে। কিন্তু আমি ওঁর, মানে স্বভাব চরিত্রের কথা বলছিলাম।

সত্য। স্বভাব চরিত্র! অলকের স্বভাব চরিত্রে আজ পর্য্যন্ত নিন্দে করার মত ত্রুটি আমার চোখে পড়েনি চঞ্চল।

চঞ্চল। আপনার দেবতার মত প্রকৃতি, কোন মানুষেরই অপরাধ চট্ ক'রে আপনার চোখে পড়ে না। অবিশ্যি আমি নিজেও একজন অপরাধী (গলার স্বর ছল ছল করিতে লাগিল) নন্দার প্রতি যে অবিচার আমি করেছি—আমি জানি আমার সে অপরাধের ক্ষমা নেই। (চোখ দিয়া দু ফোটা জল পড়িল) রাতদিন আমি অনুতাপে জ্বলে পুড়ে মরছি।

সত্য কেঁদোনা চঞ্চল, কেঁদোনা। যা ঘটবার ঘটেছে, তুমি আমি উপলক্ষ্য মাত্র।

চঞ্চল। তা জানি তবু আমার এখন এই একমাত্র সান্ত্বনা যে আপনার পায়ের তলায় আমি আশ্রয় পেয়েছি। আপনার স্নেহের সমুদ্রে স্নান ক'রে আমি ধন্য হয়েছি, আমি নির্ম্মল হয়েছি। আজ আমার সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। কিন্তু সংসারে আর আমার মন টিকছে না।

সত্য। তা বললে চলে না চঞ্চল। তোমার এই অল্প বয়স, এ সময় এই বৈরাগ্য অমার্জ্জনীয়। তোমারই হাতে আমি ছন্দাকে

দেবো ঠিক করেছি, তাকে নিয়ে সুখে তুমি ঘর-সংসার করো।

চঞ্চল। আপনার আদেশ আমি অবহেলা করতে পারি এতবড় শক্তি আমার নেই। কিন্তু আমি একটা অনুরোধ করবো আপনাকে।

সত্য। নিশ্চয়। নিশ্চয়। তোমাকে অদেয় তো আমার কিছু নেই বাবা।

চঞ্চল। ওই অলকবাবুর সঙ্গে আপনি ছন্দাকে মিশ্‌তে দেবেন না। এই কথা বলাতে আপনি হয়ত আমাকে অন্য রকম ভাবতে পারেন, কিন্তু আমি জানি, সব ঘটনা শুনলে—আপনিও আমার মতে মত দেবেন। (সত্যপ্রসন্ন চঞ্চলের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন) নন্দার ওপর আমি অবিচার করেছি এ কথা ঠিক, কিন্তু তার আত্মহত্যার জন্য আমি একটুও দায়ী নই, তার জন্য দায়ী ওই অলকবাবু।

সত্য। সে কি!

চঞ্চল। হ্যাঁ—এর বহু প্রমাণ আমার হাতে আছে। সে মনে মনে অলকবাবুকে ভালবাসতো, সেই ব্যর্থপ্রেমই তাকে আত্ম-ঘাতিনী করেছে। তা'ছাড়া বড়দির পাগল হ'য়ে যাওয়ার কারণও ওই অলকবাবু, এবং এও আমি মনে মনে জানি—ছন্দাও অলকবাবুকে ভালবাসে। ওই একটী মাত্র লোক যে বন্ধুর ছদ্মবেশে আপনার সংসারে ঢুকে সংসারটাকে ছারখার করে দিয়েছে!

সত্য। না না এ সব সত্যি নয়। তুমি ভুল বলছো চঞ্চল, অলককে আমি জানি, অনেক দিন থেকে আমি অলককে জানি, তার

চরিত্রে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতার বিষ লুকিয়ে থাকতে পারে না।

(অলকের প্রবেশ)

অলক। কাকা খেতে আসুন।

সত্য। হ্যাঁ চল বাবা। তুমি ভেবে দেখো চঞ্চল, তুমি ভেবে দেখো এত বড় সাংঘাতিক অভিযোগ—না-না এ হতে পারে না—হতে পারে না। চল অলক।

অলক। চঞ্চল তোমারও খাবার দেওয়া হয়েছে।

চঞ্চল। না, আমি আজ রাত্রে আর কিছু খাবো না।

অলক। একেবারেই কিছু খাবে না?

চঞ্চল। না। আমার তেমন ক্ষিদে নেই।

অলক। আচ্ছা তবে আপনি আসুন কাকা!

সত্য। ছন্দা কোথায়?

অলক। সে পরে খাবে, আপনি আসুন।

(অলক ও সত্যপ্রসন্নর প্রস্থান)

(চঞ্চল একা ঘরে বসিয়া একটি সিগারেট ধরাইল। একটু পরে সে ঘরে ছন্দা প্রবেশ করিল)

চঞ্চল। এস ছন্দা!

ছন্দা। কী হল? বাবাকে রাজী করাতে পারলে?

চঞ্চল। কিসের জন্য বলোতো!

ছন্দা। আমাকে বিয়ে করার জন্য। যার জন্য তুমি রোজ দুবেলা আমাদের বাড়ীতে এসে মেজদির শোকে চোখের জল ফেলছো। যার জন্য বাবার সঙ্গে সিমলে অবধি তোমাকে আসতে হয়েছে।

চঞ্চল। তা কি কেবল তোমাকে বিয়ে করার জন্য?

ছন্দা ! নিশ্চয়। নইলে আর কিসের জন্য তা' বলো? আমার বাবার এমন কিছু টাকা নেই, যার লোভে তুমি বাবার মন জয় করতে চাও! এ হচ্ছে শ্রেফ, তোমার নারী মাংসের লোভ।

চঞ্চল। তা হলে তুমি বলতে চাও যে আমি তোমার বাবার সঙ্গে মিত্রতার ভাণ করছি?

ছন্দা। নিশ্চয়। কিন্তু সে কথা যাক্। বাবা কি মত দিয়েছেন?

চঞ্চল। কিসের মত?

ছন্দা। আমাকে বিয়ে করবার।

চঞ্চল। হ্যাঁ।

ছন্দা। তা হলে কবে আমাদের বিয়েটা হচ্ছে?

চঞ্চল। হঠাৎ তোমার এই মত পরিবর্ত্তনে আমি অবাক হচ্ছি, ছন্দা! তোমার তো এ বিয়েতে কোন আগ্রহই ছিল না।

ছন্দা। না! কিন্তু এবারে আমি মনস্থির করেছি। কারণ কি জানো? তোমাকে বিয়ে না করলে মেজদির মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পারবো না।

চঞ্চল। অর্থাৎ।

ছন্দা। অর্থাৎ—এমনিতে আমি তোমার কিছুই করতে পারবো না। কিন্তু স্ত্রী হয়ে অতি সহজেই আমি তোমার খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দিতে পারবো। অতি সহজে। কেউ দেখবে না, কেউ সন্দেহ করবে না। উগ্র বিষের জ্বালায় তুমি মেজদির মত ছটফট করতে করতে আমারই চোখের সামনে মরবে, আমি চোখ মেলে তাই দেখবো, আর মনে মনে

হাসবো। তোমার পায়ে পড়ি মেজদা—আমায় বিয়ে কর। তোমার পায়ে পড়ি। মৃত্যু দিয়ে মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার এতবড় সুযোগ আমি হারাতে রাজী নই। তুমি আমায় বিয়ে কর!

চঞ্চল। এই তা হ'লে তুমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছো?

ছন্দা। হ্যাঁ এই আমার ইচ্ছে, এই ইচ্ছেতে আমি মনে মনে মরে যাচ্ছি।

চঞ্চল। এ সব চালাকিতে আমি ভয় পাইনে ছন্দা। এগুলো তুমি অন্য কাজে লাগিয়ো। আমি তোমাকে বিয়ে করবোই, এর জন্য যদি আমার প্রাণ দিতে হয়—দেব। তবু অলকদাকে বিয়ে করতে দেব না।

ছন্দা। অলকদা!

চঞ্চল। তোমরা ভাবো আমি বড় বোকা—না? অলকদাকে তুমি মনে মনে ভালবাসো তা আমি জানি, তাই যেমন করে হোক—যে কোন দাম দিয়ে আমি তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে যাবই।

ছন্দা। অলকদার সঙ্গে তুমি নিজের তুলনা করছো মেজদা! অলকদার পায়েরও যোগ্য তুমি নও। অলকদাকে তুমি চেনোনা তাই একথা বলতে পারলে, অলকদা মানুষ নয় অলকদা দেবতা।

(অলকের প্রবেশ)

অলক ছন্দা খেতে যাও। [ছন্দা নিঃশব্দে চলিয়া গেল]

(চঞ্চলও উঠিয়া যাইতেছিল। অলক একটা সিগারেট ধরাইল। তারপর গম্ভীর গলায় ডাকিল)

অলক। ওহে! শোন! শোন!

চঞ্চল। কী বলুন।

অলক। বলি আসবার ট্রেণ-ভাড়াটা তুমি নিজেই দিয়েছো, না সত্য-বাবু দিয়েছেন ?

চঞ্চল। আপনার এ কথার জবাব দিতে আমি বাধ্য নই।

অলক। ওরে বাস্‌রে। বড় বড় কথা বলছো যে ! কিন্তু ব্যাপারটা কী বলতো ! নন্দার গায়ের গয়না আরও কিছু বাকী আছে না কি ?

চঞ্চল। মানে ?

অলক। তবে ? আরও কিছু গভীর কারণ ? নইলে তুমি যে হঠাৎ বাধ্য ছেলের মত সত্যবাবুর পেছনে পেছনে ঘুরছো—এত সহজ কথা নয়।

চঞ্চল। কি বল্‌তে চান ?

অলক। আমি বলতে চাই যে কুকুরের প্রভুভক্তি বুঝতে পারি, কিন্তু শেয়ালের প্রভুভক্তি ? কই কোন দিন দেখিওনি, শুনিও নি।

চঞ্চল। গালাগাল দেবার চেষ্টা কর্‌বেন না, সে আমি সহ্য করবো না।

অলক। কি কর্‌বে বলোত ?

চঞ্চল। যদি প্রয়োজন হয়—তবে আপনার সব কীর্ত্তি কাহিনী সত্যবাবুকে বলে দেব। আপনি নিজেই কি কিছু কম শয়তান ? ভদ্রলোকের মুখোস পরে আপনি সত্যবাবুর বাড়ীতে ঢুকে কি করেছেন ভেবে দেখুন দিকি ? আমি সব কথা জানি।

অলক। হুঁ। তারপর ?

চঞ্চল। অতএব—গোলমাল করবেন না। আমিও আপনাকে চিনি —আপনিও আমাকে চেনেন।

অলক। তুমি ছন্দাকে বিয়ে করতে চাও ?

চঞ্চল। চাই মানে ? সত্যবাবু আমাকে কথা দিয়েছেন !

অলক। কোন মূল্য নেই সে কথার। আমার কথার জবাব দাও,— ছন্দাকে তুমি বিয়ে করতে চাও ?

চঞ্চল। হ্যাঁ।

অলক। এরই জন্য তুমি সত্যবাবুর মন গলাবার চেষ্টা করছো ?

চঞ্চল। হ্যাঁ।

অলক। ছন্দাকে তুমি ভালবাসো ?

চঞ্চল। ভালবাসাবাসির প্রশ্ন এখানে অবান্তর। ছন্দাকে আমার চাই।

অলক। ছন্দাকে তোমার চাই। বহুৎ আচ্ছা। অতি সাধু উদ্দেশ্য। তুমি একটি কন্যাদায়গ্রস্ত বৃদ্ধকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করবে—এতে আমার বাধা দেওয়া উচিত নয়, দিলে পৃথিবী আমাকে নিন্দে করবে। কিন্তু তার আগে পরিষ্কার ক'রে আমার কয়েকটি কথার জবাব দাও দেখি।

চঞ্চল। বলুন।

অলক। এ চিঠিখানা কার লেখা ?

চঞ্চল। জানি না।

অলক। অবশ্য জান। চিঠিখানি শোন তা' হলেই বুঝতে পার্বে। এতে লেখা আছে "তোমার অবাধ্যতার শাস্তি দেওয়ার জন্য —আগামীকল্য আমি পুলিশ দিয়ে তোমাকে ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিব। ইতিমধ্যে যদি সৎসাহস থাকে তবে আত্মহত্যা করিয়া পৃথিবী হইতে নিজেকে সরাইয়া লইও। খামের মধ্যে বিষ পাঠাইলাম। হয় বিষ না হয় পুলিশ—যাহা ইচ্ছা বাছিয়া লইও।" 'চঞ্চল'

চঞ্চল। আপনি—আপনি এই চিঠি—

অলক। কি ক'রে পেলুম? সে অনেক কথা। নন্দার মৃত্যুর পর তার ক্যাস বাক্সে পাওয়া গেছে—(আর একখানি চিঠি বাহির করিয়া) এখানি কার হাতের লেখা?

চঞ্চল। আপনিই বলুন।

অলক। আমিই বলবো? তোমার স্ত্রীর—না? এতে লেখা আছে—"আমার স্বামী আজ তাঁর চাবুকের চেয়েও নির্ম্মম—এক পুরিয়া বিষ পাঠিয়েছেন। কাল পুলিশ আসবার আগেই আমি এই বিষ খাবো। কামনা করি আমার এই মৃত্যুতে তাঁর সুমতি হোক।"

(চঞ্চল চিঠি কাড়িবার চেষ্টা করিতেই অলক হাত সরাইয়া হাসিল)

চঞ্চল। এ সব জাল চিঠি!

অলক। জাল চিঠি। জালই যদি হবে তবে কেড়ে নিতে চাইছো কেন? তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে কেন? তুমি কাঁপছো কেন থর্ থর্ করে? বল বন্ধু। এই চিঠি যদি কাল সকালে আমি থানায় জমা দিই, পরোপকারের এই বীরত্ব তুমি রাখবে কোথায়? কিম্বা যদি ধরো সত্যবাবুকেই এই দু'খানি দেখাই, তা হ'লেই বা কেমন হয়?

চঞ্চল। (নীচু গলায়) আপনি কি কিছু টাকা চান?

অলক। (হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল) না আমি চাই, তুমি পত্র পাঠ এখান থেকে চলে যাও। এই রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত শহরের মাঝখান দিয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে তোমার অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে তুমি পালাও। কাল সকালে উঠে আমি যদি তোমাকে এ বাড়ীতে দেখতে পাই—তা হ'লে এই চিঠি কাজে লাগাবো।

চঞ্চল। বেশ, আমি না হয় চলেই যাচ্ছি। কিন্তু চিঠি দু'খানি আমায় দিন!

অলক। না, এই চিঠি আমার কাছে রইল—তোমার মৃত্যুবাণের মত। যাও! কোন দিন কোন কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোকের উপকার করতে আর যেন তোমার ইচ্ছে না হয়। Get out! Get out!! Get out!!

(চঞ্চলকে তাড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল। শূন্য ঘরে তন্দ্রা প্রবেশ করিয়া নীল আলোটি জ্বালিয়া একখানি ইজিচেয়ারে শুইয়া পড়িল। ঢং ঢং করিয়া রাত্রি বারোটা বাজিতেছে। একটু পরেই দেখা গেল তন্দ্রা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

আরও একটু পরে চোরের মত চুপি চুপি প্রবেশ করিল অলক। সে পা টিপিয়া আসিয়া তন্দ্রাকে ঠেলিয়া জাগাইল। তন্দ্রা ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া অলকের দিকে চাহিতেই সে মুখে আঙ্গুল দিয়া তাহাকে কথা কহিতে নিষেধ করি)

তন্দ্রা। তুমি! তুমি এত রাত্রে আমার ঘরে কেন!

অলক। ভয় নেই তন্দ্রা, তোমার সঙ্গে দু একটা কথা আছে।

তন্দ্রা। বল!

অলক। তুমি আমাকে ক্ষমা কর তন্দ্রা।

তন্দ্রা। ক্ষমা করবো? কেন অলকদা?

অলক। কেন তা আমি জানি না। কিন্তু এখানে আসা অবধি কেবলই আমার মনে হচ্ছে, আমিই বুঝি এ সব দুঃখদুর্দ্দশার মূল। আমারই জন্য তোমাদের সংসার শ্মশানে পরিণত হয়েছে! তোমার বাবার মুখের দিকে—ছন্দার মুখের দিকে, তোমার মুখের দিকে ভয়ে আমি চাইতে পারছিনে—সেখানে রং নেই, রস নেই, বেঁচে থাকার আনন্দের চিহ্ন মাত্রও নেই। কে জানে আমিই হয়ত এর জন্য দায়ী। তুমি আমায় ক্ষমা কর তন্দ্রা।

তন্দ্রা। কি সব বলছো অলকদা?

অলক। আমার যেন মনে হচ্ছে—সর্ব্বনাশের একটা অশুভ ছায়া আমার পেছনে পেছনে ঘুরছে—তোমাকে আমি ভালবেসে-ছিলাম—আমার সেই অতৃপ্ত ভালবাসা প্রেতের মত আজ আমাকে নিদ্রাহীন ক'রে তুলেছে। আমি চলে যাচ্ছি তন্দ্রা—কিন্তু তার আগে তোমার মুখ থেকে আমি শুনে যেতে চাই যে আমার কোন দোষ নেই!

তন্দ্রা। চলে যাবে! কোথায় চলে যাবে?

অলক। কে জানে কোথায় যাবো? কিন্তু আমি পালাতে চাই দেশের কাছ থেকে, দশের কাছ থেকে, সমাজ সংসার আর তোমাদের কাছ থেকে,—বোধ করি—বোধ করি আমার নিজেরও কাছ থেকে আমি পালাতে চাই। বল, আমাকে ক্ষমা করলে! (তন্দ্রা চাহিয়াছিল) বল বল তন্দ্রা—আর সময় নেই। রাতের অন্ধকার থাকতে থাকতে আমি এ দেশ ছেড়ে পালাবো। বল—বল তন্দ্রা আমায় ক্ষমা কর্‌লে?

তন্দ্রা। (উদাস কণ্ঠে) হ্যাঁ, ক্ষমা করলাম।

অলক। ব্যস্, ব্যস্-আর আমি শুনলে চাইনে—আর আমি শুনতে চাইনে। আমি এবার চলে যাচ্ছি। তুমি ঘুমাও তন্দ্রা—তুমি ঘুমাও। দেখি তোমার হাতখানা।

(তন্দ্রা তাহার ডান হাত বাড়াইয়া দিল। অলক তাহা চুম্বন করিল। তন্দ্রা শিহরিয়া উঠিল)

(তন্দ্রা এতক্ষণ চোখ বন্ধ করিয়াছিল। হঠাৎ সে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। চোখ খুলিতেই দেখা গেল তাহার চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে। সে স্থির দৃষ্টিতে অলকের দিকে চাহিল।)

অলক। আমি যাই তন্দ্রা?

তন্দ্রা। দাঁড়াও। তুমি তো অলকদা? (ঘরের চারিদিকে চাহিতে লাগিল)

অলক। কি বলছো তন্দ্রা?

তন্দ্রা। দাঁড়াও—দাঁড়াও। এ কাদের ঘর? আমাকে কোথায় নিয়ে এসেছো তুমি?

অলক। তুমি আছ সিমলেতে—তোমার নিজের বাড়ীতে।

তন্দ্রা। সিমলেতে আমার নিজের বাড়ী? তার মানে? বাবা কোথায়? ছন্দা কোথায়? উনি কোথায়?

অলক। এইখানেই আছেন।

তন্দ্রা। এখানেই আছেন! কেন? কোলকাতায় নেই কেন? তুমি কেন এখানে এসেছো? তোমার কি আবার টাকার দরকার নাকি?

(অলক তন্দ্রার কাছে গিয়া তাহার চোখের দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল)

অলক। একি! তন্দ্রা? তন্দ্রা!! তুমি সেরে গেছো?

তন্দ্রা। সেরে গেছি! কেন আমার কি হয়েছিল?

অলক। তুমি পাগল হয়ে গিয়েছিলে তন্দ্রা!

তন্দ্রা। পাগল হয়ে গিয়েছিলুম? ও! তাই বুঝি তোমরা আমাকে সিমলে নিয়ে এসেছো? ডাকো, ডাকো, আমার স্বামীকে ডাকো—বাবাকে ডাকো—ছন্দা—ছন্দা—

কল্যাণ। [নেপথ্যে] ছন্দা!

(আর্ত্তচীৎকার করিয়া দ্রুতপদে কল্যাণের প্রবেশ)

কল্যাণ। ছন্দা!

(ছন্দার প্রবেশ)

অলক। কী বড়দা! তুমি উঠে এলে কেন?

কল্যাণ। বুক গেল—বুক গেল! শীগ্‌গির একটা ডাক্তার—ডাক্তার!

কে ওখানে ? ও অলকবাবু—আর তন্দ্রা ? অলক ভাই—আমাকে বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও—আমার বুক গেল !

ছন্দা। ওঃ ! কী সর্ব্বনাশ ! কী হবে অলকদা ? বাবা ! শিগগির এস।

সত্য। [নেপথ্যে] যাই।

তন্দ্রা। এ সব কী অলকদা ?

(পাথরের মূর্ত্তির মত চাহিয়া রহিল)

(সত্যপ্রসন্নের প্রবেশ)

সত্য। কীরে ছন্দা ? কী হ'য়েছে ?

ছন্দা। বড়দা কেমন করছে।

সত্য। কেমন করছে ? হুঁ ! আমি এসেছি আজ এ বাড়ীতে—আজতো কল্যাণ কেমন করবেই।

কল্যাণ। ডাক্তার—ডাক্তার ! অলক—একটা ডাক্তার !

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক। কী হয়েছে কল্যাণদা ? এত গোলমাল কেন ?

কল্যাণ। অশোক এসেছিস ভাই ? আমার বুক গেল। একটা ডাক্তার, অশোক—

অশোক। আমি এক্ষুণি ডাক্তার নিয়ে আসছি।

(ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল)

ছন্দা। বড়দা ! বড় কষ্ট হচ্ছে—না ?

কল্যাণ। হ্যাঁ বড় কষ্ট, ভাই বড় কষ্ট ! কিন্তু কাজ আছে—কষ্ট হ'লে চলবে না—কাজ আছে।…অলক !

অলক। বলুন !

কল্যাণ। কাছে এস বন্ধু। ছন্দা হাত দে, দেরী করিসনি হাত দে। নাও ভাই ছন্দার হাত ধর। ওর এই হাত তুমি আর ছেড়ে

দিও না—এই আমার শেষ অনুরোধ। আর আমার কিছু বলবার নেই।

অলক। কল্যাণবাবু!

কল্যাণ। চেয়ে দেখ ওই বৃদ্ধের দিকে,—চাও ওই উন্মাদিনীর দিকে। অলক! এদের চেয়েও কি তোমার প্রথম প্রেম বড়? ওরা কূলহারা যাত্রী, ওদের নৌকার পাল ছিঁড়ে গেছে, হাল ভেঙ্গে গেছে, ঝড়ের ঘায়ে ওদের জীর্ণ নৌকায় জল উঠছে আজ। তুমি সুদক্ষ নাবিক—তুমি ওদের কূলে পৌছে দাও। কথা দাও বন্ধু। কথা দাও।

(অলক একবার সকলের মুখের দিকে চাহিল)

অলক। ছন্দা!

ছন্দা। অলকদা!

অলক। আমি চরিত্রহীন।—

ছন্দা। জানি অলকদা।

অলক। আমি মাতাল, আমি দুশ্চরিত্র, আমার মতেরও ঠিক নেই, আমার পথেরও ঠিক নেই।

ছন্দা। জানি অলকদা—জানি।

অলক। তবু আমাকে বিয়ে করতে চাও?

ছন্দা। হ্যাঁ, চাই—চাই!

অলক। কল্যাণবাবু, আমি ছন্দাকে গ্রহণ করলাম।

কল্যাণ। আঃ! ডাক্তার এলো না? ছন্দা—একটু বাতাস—একটু বাতাস!

সত্য। শোন অলক!

অলক। বলুন!

(অলক সত্যপ্রসন্নের কাছে আসিল)

সত্য। এখন আমার কি করা উচিত বলতো? কাঁদা উচিত—না? কাঁদা উচিত?—না কাঁদলে ভাল দেখায় না। আমার চোখে কি জল দেখতে পাচ্ছো অলক?

অলক। আপনি একটু স্থির হোন্! আপনি একটু স্থির হোন্।

সত্য। আমার জামাই, আমার একমাত্র আশা ভরসার স্থল কল্যাণ মরে যাচ্ছে—অথচ আমার চোখে জল নেই—একী বিপদ! কাঁদো সত্যপ্রসন্ন, দয়া করে একটু কাঁদো! না কাঁদলে লোকে যে তোমাকে নিন্দে করবে!

(অলক চাহিয়া দেখিল তন্দ্রা স্থির দৃষ্টিতে শূন্যে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে)

অলক। তন্দ্রা!

সত্য। ওপরে বসে তুমি মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছো—না? কিন্তু আমি তোমাকে ভয় করি না। আমি কাঁদবোনা—কিছুতেই আমি কাঁদবোনা!

অলক। তন্দ্রা!

তন্দ্রা। লোকে বলে আমি পাগল হ'য়ে গিয়েছিলাম—পাগল হ'য়ে গিয়েছিলাম, লোকে ভুল বলে, বুঝলে অলকদা—লোকে ভুল বলে। (খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল)

ছন্দা। বড়দা! একি! বড়দা! বড়দা! ও বাবা শীগগির এস! বড়দা! (কল্যাণের বুকের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া কাঁদিয়া উঠিল)

সত্য। (চুপি চুপি) আমি যাব?

অলক। (তাহার হাত চাপিয়া) না!

তন্দ্রা। আমি যাব?

অলক। (তাহার হাত চাপিয়া) না!

সত্য হ্যাঁ সেই ভাল—আমরা যাবো না। (উপরের দিকে চাহিয়া ঘুষি তুলিয়া)…ষ্টুপিড্। তুমি ষ্টুপিড। আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ করছি—আমাকে তুমি কাঁদাও! আমি কাঁদবোনা—আমি কাঁদবোনা (হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কিছুতেই আমি কাঁদবোনা।

(তন্দ্রা খিল্ খিল করিয়া হাসিতেই লাগিল। অলক দুই হাত দিয়া দুজনাকে নিজের বুকের দুই পাশে চাপিয়া রাখিল। ছন্দা কল্যাণের মুখের উপর পড়িয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল)

(দূরের আকাশে ধীরে ধীরে তখন ভোরের আলো ফুটিতেছে)

শেষ